পোড়া বাড়ির রহস্য

অনিল ভৌমিক

পোড়া বাড়ির রহস্য

অনিল ভৌমিক

scanned exclusively for
WWW.PATHAGAR.NET

কলকাতা থেকে খুব একটা দূর নয়। না-শহর, না-গ্রাম মজিলপুর। থানা আছে, আদালত আছে, পোস্ট অফিস আছে, স্কুল কলেজ তো আছেই। সেই মজিলপুরের দক্ষিণাংশে একটা বর্ধিষ্ণু পাড়া— বোসপুকুর। সেই পাড়ার বাসিন্দা আমার গল্পের তিন সত্যসন্ধানী। তাদের বয়েস তেরো চোদ্দ। একজন ছেলের নাম শান্তনু মাইতি, ডাকনাম শান্ত। দ্বিতীয় জন জীমূতবাহন চট্টোপাধ্যায়— বন্ধুরা আদর করে নাম দিয়েছে মোটু। কারণ ওর দেহটা সত্যিই নামের উপযোগী। শান্তর বয়সী ছেলেদের তুলনায় সে অনেক মোটা। অল্পদূর দৌড়োলেই হাঁপায়। ইদানীং বোসপুকুর ব্যায়ামাগারে ব্যায়াম, আসন এসব করছে যদি রোগা হওয়া যায়। তৃতীয় জন— শেলী মিত্র। মেয়েটি শান্তদের বাড়ির কাছেই থাকে। খুব বুদ্ধিমতী। এই তিনজনকে নিয়ে 'ত্রয়ী সত্যসন্ধানী'। সংক্ষেপে 'ত্রয়ী'।

তিনজনেই বদলাবদলি করে অনেক ডিটেকটিভ বই পড়েছে। তারপর অনেক চিন্তাভাবনা করে এই 'ত্রয়ী' নামে একটি সত্যসন্ধানী সংস্থা গড়ে তুলেছে। মোটুর বাবা নকুলবাবু ওকালতি করেন। বাইরের ঘরে তাঁর মক্কেলরা আসে। সেই ঘরেই তাঁর ওকালতির কাজকর্ম। ওটার পাশেই একটা ঘর। সেই ঘরে দুটো আলমারি বোঝাই মামলার নথিপত্র। আইনের বইয়ে ঠাসা। দুটো আলমারিই ধূলিমলিন। কাচভাঙা। ঘরে একটা আধভাঙা টেবিল, বাতিল চেয়ার দুটো আর একটা প্রায় ভাঙা ইজিচেয়ার। এই ঘরই হলো 'ত্রয়ী'র কার্যালয়। শান্তর খুব ইচ্ছে ঘরটার বাইরে একটা সাইনবোর্ড লাগায়। সাইনবোর্ডে লেখা থাকবে 'ত্রয়ী সত্যসন্ধানী কার্যালয়'। কিন্তু উৎসাহ পায় না। কারণ মজিলপুরে এখনো একটা সাংঘাতিক চুরি কি ডাকাতি এসব হয়নি। অথচ শান্তর খুব ইচ্ছে সেইরকম একটা কিছু ঘটুক, তাহলেই 'ত্রয়ী' সত্যসন্ধানে নামতে পারবে এবং তার সমাধানও করতে পারবে।

বিকেলে অন্য ছেলেমেয়েরা যখন খেলাধুলো করে ওরা তখন ওদের কার্যালয়ে এসে বসে। যেসব ডিটেকটিভ বই ওরা পড়েছে সেসব নিয়ে আলোচনা হয়। কোনো অপরাধমূলক ঘটনার 'ক্লু' অর্থাৎ সন্ধানসূত্র, 'মোডাস অপারেণ্ডি' অর্থাৎ অপরাধের উদ্দেশ্য এসব নিয়ে আলোচনা করে। ডিটেকটিভ কীভাবে রহস্যের সমাধান করল এসব খুব গভীরভাবে ভাবে। কিন্তু বড় দুঃখ ওদের। ওরাও যে কোনো রহস্যের সমাধানে সক্ষম সেটা প্রমাণ করার সুযোগ ওরা পাচ্ছে না।

সেদিন বিকেলে ঐ ঘরে বসে তিনজন এই নিয়ে কথাবার্তা বলছিল। শেলী বলল— 'দেখিস একটা সুযোগ আসবেই।'

শান্ত বরাবরই আধভাঙা ইজিচেয়ারটাতে বসে। ও নড়তে চড়তে গিয়ে টাল খেল। বলল— 'যদি সুযোগ পাই সবাইকে চমকে দেব।'

মোটু সব সময় পকেটে কিছু না কিছু খাবার নিয়ে ঘোরে। ও চানাচুর পকেট থেকে বার করল। শান্ত আর শেলীকে একটু একটু দিল। বাকিটা মুখে পুরে চিবোতে লাগল। কিছু বলল না। শরীরের তুলনায় ওর গলার স্বরটা ভীষণ সরু। এজন্যে ও বেশ লজ্জা পায়।

সন্ধ্যে হতেই শান্ত আর শেলী বাড়ি চলে গেল। মোটুও বাড়ির ভেতরে ঢুকল।

pathagar.net

মাসটা মাঘ মাস। শীতটা বেশ জাঁকিয়েই পড়েছে। আটটার মধ্যেই শান্ত পড়াশুনো সেরে নিল।

রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে শান্ত নিজের শোবার ঘরে ঢুকল। রাত তখন সাড়ে আটটা। একটা নতুন ডিটেকটিভ বই স্টেশনের হুইলার্স স্টল থেকে সেদিনই কিনে এনেছে। বইটা নিয়ে লেপের নিচে ঢুকতে যাবে তখনই হঠাৎ বাইরে লোকজনের হৈচৈ শুনল— 'আগুন আগুন।'

শান্ত ছুটে জানালার কাছে গেল। জানালা খুলতেই দেখল পুবদিকের কুয়াশা-ঢাকা আকাশটা লালচে হয়ে উঠেছে। রাস্তায় লোকজনের ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেছে। সবাই আগুন দেখতে ছুটছে। শান্ত মার গলা শুনল— 'দ্যাখো তো কোথায় আগুন লাগল।' বাবার গলা শুনল— 'লেগেছে কোথাও। এই নিয়ে আমাদের হৈহৈ করার কিছু নেই। মশারিটা ফেলে দিয়ে যাও। কালকে অনেক কাজ। সকাল সকাল কোর্টে যেতে হবে।'

শান্ত বেশ অস্থির হয়ে উঠল। আগুন দেখতে যেতেই হবে। কিন্তু কী করে? চুপিচুপি বেরুতে হবে। দরজার কাছে এলো। দেখল বাবার ঘরের আলো নেভানো।

ও ছুটে এসে দ্রুত পায়জামার ওপরেই ফুলপ্যান্টটা পরে নিল। তাড়াতাড়ি বুকে নকশা আঁকা হলদে ফুলহাতা সোয়েটারটা পরে নিল। তারপর চটিটা পরে আস্তে আস্তে দরজা খুলল। বারান্দা ফাঁকা। দ্রুতপায়ে সিঁড়ি দিয়ে দোতলা থেকে নেমে এলো। বাইরের ছোট বাগানটা পেরিয়ে গেটের সামনে এসে দাঁড়াল। গ্রীলের গেট। গ্রীলের ফাঁকে ফাঁকে পা দিয়ে উঠে গেট টপকাল। রাস্তায় নেমেই ছুটল শেলীদের বাড়ির দিকে।

শেলীদের বাড়িটা রাস্তার ধারেই। শান্ত জানে শেলী কোন ঘরে শোয়। সেই ঘরের জানালাটা হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়। শান্ত বন্ধ জানালার গায়ে টোকা দিল। জানালার একটা পাট খুলে গেল। শেলী মুখ বাড়াল।

'আগুন লেগেছে— দেখবি চল্।'

'হ্যাঁ, লোকজন ছুটে যাচ্ছে শুনলাম। একটু দাঁড়া। আসছি।' শেলী বলল।

শান্ত সদর দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। শেলী একটা নীল র‍্যাপার গায়ে দিয়ে বেরিয়ে এল। দুজনে ছুটল মোটুর বাড়ির দিকে। কিন্তু মোটুর বাড়ি পর্যন্ত যেতে হলো না। দেখল মোটু ওদের বাড়ির দিকেই ছুটে আসছে। মোটু হাঁপাতে হাঁপাতে বলল— 'তোদেরই ডাকতে যাচ্ছিলাম।'

'চল্ শীগগিরি।' শান্ত বলল। তিনজনে ছুটল আগুন দেখতে।

মোটু পেন্সিল টর্চ এনেছিল। টর্চের আলো ফেলে ফেলে ওরা তিনজন ছুটল।

'কার বাড়িতে আগুন লাগল?' মোটু হাঁপাতে হাঁপাতে বলল।

'যাই তো আগে।' শান্ত বলল।

একটু দূর থেকেই ওরা জ্বলন্ত বাড়িটা দেখল।

'গগন চৌধুরীর বাড়ি।' শান্ত বলল।

রাস্তা দিয়ে অনেক লোকই আগুন দেখতে ছুটে যাচ্ছিল। শেলী বলল— 'ফায়ার ব্রিগেড আসবে না?'

pathagar.net

'ফায়ার ব্রিগেডকে খবর দেওয়া হবে। অতদূর থেকে আসবে। তার আগেই বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।' শান্ত বলল।

এবার ওরা জ্বলন্ত বাড়ির কাছে এসে পড়ল। দেখা গেল গগনবাবুর মূল বাড়িটা নয়। তাঁর মূল বাড়িটা থেকে বেশ একটু দূরে লাইব্রেরি ঘরটায় আগুন লেগেছে। ঘরটা কাঠ আর বাঁশ দিয়ে তৈরী। চালাটা খড়ের। এতক্ষণে খড়ের চালায় আগুন ছড়াল। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল খড়ের ছাউনি। চারদিকে অনেকদূর পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যেতে লাগল। সেই আগুনের আভায়। ওপরের কুয়াশা ঢাকা আকাশে ধোঁয়া কুণ্ডুলী পাকিয়ে উঠতে লাগল। শান্ত ওর পাড়ার অনেককেই দেখল। সন্তোষদা, ধীরুদা। ওর বয়সী ছেলেমেয়েও কয়েকজন এসেছে।

কিছু লোক ততক্ষণে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগিয়েছে। পাশের পুকুর থেকে বালতি ঘড়ায় করে জল এনে আগুনে ছিটিয়ে দিতে আরম্ভ করেছে। দু একজন পরিশ্রান্ত হয়ে বালতি রেখে হাঁপাতে লাগল।

শান্ত বলল— 'মোটু, চল। আমরাও জল ঢালি।'

দুজনে দুটো বালতি তুলে ছুটল পুকুরের দিকে। বেশ বড় বালতি। জল ভরে আনতে বেশ কষ্টই হলো। একবার এনে জল ছিটিয়ে দিল আগুনে। কিন্তু আগুনের এত তাত এই শীতেও যেন গা মুখ ঝলসে যাচ্ছে। ওদের আর জল আনা হলো না। হাতে রুল নিয়ে ছুটে এলো থানার এক পুলিশ। চেঁচিয়ে বলল— 'তোমারা এখানে কেন? যত্ত ঝামেলা— অট্ যাও— অট্ যাও।'

শান্ত আর মোটু বালতি রেখে সরে এলো। মোটু বলল— ঐ এসেছে 'অট্যাওবাবু'— ফুটবল খেলার মাঠে, কেরোসিনের লাইনে যেখানেই ভিড় সেখানেই এই অট্যাওবাবু। ও একটা কথাই জানে 'অট্ যাও'।

অট্যাওবাবুর আসল নাম বটেশ্বর। সে এবার চারদিকে তাকাতে তাকাতে চ্যাঁচাতে লাগল —'হীরু কোথায়? হীরু-উ-উ।'

হীরু হচ্ছে গগনবাবুর ড্রাইভার। গগনবাবুর একটা মান্ধাতার আমলের মোটরগাড়ি আছে। হীরু মাঝে মাঝেই পাইপ দিয়ে জল ছিটিয়ে ধোয়। বটেশ্বর বোধহয় ঐ হোসপাইপটারই খোঁজ করছিল।

গগনবাবুর রাঁধুনী ও ঝি গীতুর মা এতক্ষণ আগুনের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে ছিল। বটেশ্বরের ডাকাডাকি শুনে এবার মুখ ফিরিয়ে বলল— 'হীরু ইস্টিশান গেছে। কত্তাবাবুকে আনতে।' গীতুর মা একবার বালতি নিয়ে জল আনতে গিয়েছিল। কিন্তু ওর হাত কাঁপতে লাগল ভয়ে। ও আর জল আনতে সাহস পেল না। কে একজন বলল— 'গগনবাবুর বড় বাড়িটায় না আগুন লেগে যায়।'

বটেশ্বর লোকটার দিকে তাকিয়ে বলল— 'অসম্ভব। দেখছো না বাতাস উল্টোদিকে বইছে।' তারপর হাতের রুলটা ঘোরাতে ঘোরাতে বলল— 'গগনবাবু এসে যখন দেখবে ঘরটা পুড়ে গেছে— কী কষ্টই না হবে মানুষটার!'

ঠিক তখনই খড়ের চালার একটা অংশ ভেঙে পড়ল। দাউদাউ করে আগুন অনেকটা

পর্যন্ত লাফিয়ে উঠল। সেই সঙ্গে হাজার হাজার ফুলকি উড়ল আকাশের দিকে। চারধারে ছড়ালও। ধোঁয়ায় ছেয়ে গেল জায়গাটা।

হঠাৎ দূরে রাস্তায় গাড়ির শব্দ শোনা গেল। দেখা গেল গগনবাবুর সেই মান্ধাতার আমলের লজ্‌ঝড়্‌ গাড়িটা আসছে বিকট শব্দ তুলে। সমবেত জনতার মধ্যে চাঞ্চল্য জাগল। কয়েকজন চিৎকার করে উঠল— 'ঐ যে গগনবাবু আসছেন।'

গাড়ি এসে গগনবাবুর বাড়ির সামনে দাঁড়াল। গগনবাবু নামলেন। বাড়ির সামনের বাগানে তখন হাজার লোকের ভিড়। ভিড়ের মধ্যে দিয়ে গগনবাবু এগোতে লাগলেন। লোকজন সরে যেতে লাগল। জ্বলন্ত বাড়িটার সামনে এসে তিনি দাঁড়ালেন।

বটেশ্বরের হাত ধরে ঝাঁকুনি দিলেন।

বটেশ্বর ছুটে এলো— 'স্যার, আপনার লাইব্রেরি ঘরটা প্রায় পুড়েই গেছে। আমরা অনেক চেষ্টা করলাম স্যার। কিন্তু— আচ্ছা, স্যার কী করে আগুনটা লাগল?'

'আমি কী করে জানাবো?' অধৈর্যের ভঙ্গিতে গগনবাবু বললেন— 'আমি তো কলকাতা থেকে ট্রেনে এইমাত্র ফিরলাম। ফায়ার ব্রিগেডকে খবর দেওয়া হয়নি?'

'সে তো দূরের শহরে। আগুন লেগেছে এটা বুঝতে বুঝতেই আগুন খড়ের চাল পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল।' বটেশ্বর বলল।

'হুঁ। গীতুর মা কোথায়?'

'এই যে কত্তা', গীতুর মা কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে এলো। বলল— 'ওঃ, কী কাণ্ড গো। আপনি তো আমাকে এই ঘরে যেতে দেন না। আমি যাইও না। নইলে ঠিক আগুন দেখতি পেতাম।'

বটেশ্বর বলল— 'ঘরের দরজাটা বন্ধ ছিল। দরজা ভেঙে ঢুকতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু তার আগেই আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল। ঐ যে স্যার, সমস্ত চালাটাই ভেঙে পড়ল।'

সত্যি তখন কাঠের পোড়া থামসুদ্ধু বাকি চালটা ভেঙে পড়ল। আগুন আরো উঁচুতে উঠল। প্রচণ্ড তাপ। লোকজন আরো সরে এলো।

হঠাৎ গগনবাবু পাগলের মতো ছুটে গিয়ে বটেশ্বরের হাত ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বলতে লাগলেন— 'আমার দলিল দস্তাবেজ, পুরনো দুষ্প্রাপ্য কাগজপত্র, পুঁথি, প্রাচীন মুদ্রা— এসবের কী হলো?'

'কিছুই বের করা যায়নি।' বটেশ্বর হতাশভাবে মাথা নাড়ল।

'এ্যাঁ? কী বললে? সব শেষ?' গগনবাবু পাগলের মতো ছুটে গেলেন জ্বলন্ত লাইব্রেরি ঘরের দিকে।

গগনবাবুকে জ্বলন্ত লাইব্রেরি ঘরের দিকে ছুটে যেতে দেখে যেন চমক ভাঙল সকলের। কয়েকজন দৌড়ে গিয়ে গগনবাবুকে চেপে ধরল। তাদের মধ্যে শান্তদের পাড়ার সন্তোষদাও ছিল। শান্তও দু'এক পা এগিয়ে গেল। সন্তোষদা বলল 'কী পাগলামি করছেন গগনবাবু! আপনি কি ওসব আর পাবেন? এখন পুড়ে মরতে চান?'

গগনবাবু মুখে 'ওঃ ওঃ' শব্দ করে কপাল চাপড়াতে লাগলেন। সন্তোষদার পাশেই দাঁড়িয়েছিল ধীরুদা। বলল— 'ওসব খুব দামী জিনিস ছিল?'

গগনবাবু কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে বলতে লাগলেন— 'অমূল্য— অমূল্য সে-সব। কতদিনের কত কষ্টে সংগ্রহ করা সে-সব।'

'তাহলে তো ইন্সিওর করা ছিল।' সন্তোষদা বলল।

'এ্যাঁ?' গগনবাবু কপাল চাপড়ানো থামিয়ে সন্তোষদার দিকে তাকালেন— 'হ্যাঁ, ইন্সিওর করা ছিল।' চিৎকার করে বলে উঠলেন— 'তাতে কী হলো? টাকা দিয়ে সে-সব কেনা যায় না, বুঝলে।'

সন্তোষদা আর কিছু বলল না।

শেলী একটু এগিয়ে এসে শান্তর পাশে দাঁড়াল। বলল, 'ইন্সিওর করা ছিল মানে?'

শান্ত বলল— 'ধর, কয়েকটা দামী জিনিস আছে তোর। সেগুলো চুরি হতে পারে বা আগুনে পুড়ে যেতে পারে এসব ভয় আছে তোর। এখন কোনো ইন্সিওর কোম্পানির কাছে সেই দামী জিনিসগুলো ইন্সিওর করালি। তোকে তখন মাসে মাসে কিছু টাকা সেই কোম্পানিকে দিতে হবে। এখন সেসব জিনিস যদি সত্যিই চুরি যায় বা আগুনে পুড়ে যায় তাহলে সেই কোম্পানি জিনিসগুলোর পুরো দাম দিয়ে দেবে তোকে।'

'ও, তাহলে তো গগনবাবু ওঁর পুড়ে যাওয়া দামী জিনিসগুলোর জন্য কোম্পানির কাছ থেকে সব দাম পাবে!' শেলী বলল। তারপর তাকাল গগনবাবুর দিকে। গগনবাবুর পরনে

গিলে-করা পাঞ্জাবি, গায়ে দামী শাল, মোটা পাড়অলা কোঁচানো ধুতি, পায়ে পাম্পশু। চেহারাও বেশ ভারিক্কি। তেল চকচকে মাথায় কাঁচাপাকা কোঁকড়ানো চুল। মুখে ছাঁটা গোঁফ। লোকটাকে শেলীর মোটেই পছন্দ হলো না। কেমন গোঁয়ারগোবিন্দ চেহারা। দেখলেই বোঝা যায় লোকটা ভালো না।

এবার গগনবাবু ভিড়ের দিকে তাকিয়ে হেঁকে উঠলেন— 'ভাগো সব। আমার বাগানের গাছ ঘাস সব মাড়িয়ে একসা করছে।'

'ঠিক বলেছেন স্যার।' বটেশ্বর বলল। তারপর সব লোকদের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল— 'অট্ যাও।'

আস্তে আস্তে লোকজন চলে আসতে লাগল।

শান্ত চারদিকে তাকিয়ে কোথাও মোটুকে দেখতে পেল না। শেলীকে বলল— 'হ্যাঁ রে, মোটু কোথায়?'

শেলী আঙুল দিয়ে বাগানের লোহার বেঞ্চিটার দিকে দেখাল। শান্ত দেখল লোহার বেঞ্চিতে কয়েকজন লোক বসে আছে। মোটু ওদের সামনে দাঁড়িয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে ওদের কথাবার্তা শুনছে।

শান্ত ডাকল— 'মোটু, চলে আয়।' মোটু এলো। সন্তোষদা ধীরুদারাও ফিরে আসছিল। সন্তোষদা ডাকল— 'শান্ত, চল্।'

'চলো।' শান্ত বলল।

শান্ত, শেলী আর মোটু সন্তোষদাদের পিছু পিছু ফিরে আসতে লাগল।

শান্ত বলল— 'মোটু, তুই অত মনোযোগ দিয়ে কী শুনছিলি?'

'রহস্য— রহস্য, বুঝলি?' মোটু গম্ভীর ভঙ্গিতে বলল।

'এর মধ্যে রহস্য পেলি কোথায়?' শেলী বলল।

'আছে, আছে। শোন, তোরা লক্ষ্য করিসনি— মোটা কালো মতো একটা লোক বেঞ্চিটায় বসেছিল। লোকটা বলছিল— গগনবাবুর লাইব্রেরি ঘরে কেউ নিশ্চয়ই আগুন লাগিয়েছে।'

'বলিস্ কি! কে আগুন লাগাল?' শেলী বলল।

'সেটাই তো রহস্য।' মোটু বলল।

শান্ত বলল— 'আমার মনে হয় গগনবাবুকে পছন্দ করে না এমন কোন লোকের কাজ।'

'কালকে অনেক কিছু জানা যাবে— তাই না?' শেলী বলল।

'দেখি।' শান্ত বলল।

'আরো খবর আছে।' মোটু একটু হেসে বলল।

'বল্ তো!' শেলী বলল।

'সেই লোকটার নাকি বাজারে লণ্ড্রীর দোকান আছে। গগনবাবু তো হাড়কেপ্পন— ওর দু-মাসের বিল মেটাননি। তাই লোকটা বিকেলের দিকে গগনবাবুর কাছে টাকা চাইতে গিয়েছিল। গগনবাবু তো তখন বাড়ি ছিলেন না। কলকাতায় গিয়েছিলেন। তখন সেই লোকটা নাকি বুড়ো সাহেবকে ওখানে ঘুরঘুর করতে দেখতে পেয়েছিল।'

'বুড়ো সাহেবটা কে?' শেলী জিজ্ঞাসা করল।

pathagar.net

শান্ত বলল— 'বুড়ো সাহেবকে তুই দেখেছিস। সেই যে ভুরু পাকা, সারা গালে পাকা দাড়ি। মাথায় একটা ছেঁড়া টুপি পরে, হাজারটা তালিমারা কোটপ্যান্ট পরে, পায়ে তাপ্পি দেওয়া বুটজুতো। কোমরে বেল্টের বদলে নারকেলের দড়ি বাঁধে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখেছি।' শেলী বলল।

'ও এইরকম সাহেব সেজে ঘুরে বেড়ায়। একেবারে ভবঘুরে। হঠাৎ হঠাৎ কোথায় চলে যায়, আবার ফিরে আসে।' শান্ত বলল।

'কিন্তু তাতে কী হলো?' শেলী বলল।

'লোকটা বলছিল যে চলে আসার সময় ও নাকি দেখেছিল ঐ বুড়ো সাহেব গগনবাবুর বাগানের বেড়ার গায়ে ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে আছে।' মোটু বলল।

'যাক— একজনকে পাওয়া গেল যে আগুন লাগার আগে ঐ বাগানের কাছাকাছি ছিল।' শান্ত বলল।

কথা বলতে বলতে ওরা ওদের বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়ল। শান্ত বলল— 'তাহলে কালকে বিকেলে 'ত্রয়ী সত্যসন্ধানী' অফিসে বসব আমরা।'

মোটু খুশিতে লাফিয়ে উঠল— 'যাক— এতদিনে একটা রহস্য সন্ধানের কাজ পেলাম।'

পরদিন বিকেলে মোটুদের পোড়ো ঘরে 'ত্রয়ী সত্যসন্ধানী' কার্যালয়ে মোটু এসে একটা আধভাঙা চেয়ারে বসল। একটু পরেই শেলী এল। কিন্তু শান্তর পাত্তা নেই। ওরা সাগ্রহে শান্তর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। কারণ মোটু বা শেলী কোনো নতুন খবর যোগাড় করতে পারেনি। দেখা যাক, শান্ত কী খবর আনে! মোটু পকেট থেকে পটেটো চীপসের ঠোঙা বের করল। শেলীকে দিল কিছু। দুজনে পটেটো চীপস খেতে লাগল।

শান্ত ঘরে ঢুকল। আধভাঙা ইজিচেয়ারটায় সাবধানে বসতে বসতে বলল— 'তোরা কিছু খবর যোগাড় করতে পারলি?'

মোটু মাথা নাড়ল।

শেলী বলল— 'দোকানে খাতা, চুলের ফিতে কিনতে গিয়েছিলাম, অনেককে দেখলাম কালকের আগুন লাগার ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলছে।'

'নতুন কোন খবর কেউ বলল?' শান্ত জিজ্ঞেস করল।

'না— আমরা যা দেখেছি তাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলছিল।' শেলী বলল।

শান্ত হাত বাড়াল। মোটু পটেটো চীপস দিল। শান্ত খেতে খেতে বলল— 'ইন্সিওরেন্স কোম্পানি থেকে তদন্ত করতে লোক এসেছিল। তারা পোড়া বাড়ি পরীক্ষা করে পেট্রলের হদিস পেয়েছে।'

'তাহলে হঠাৎ আগুন লাগেনি?' মোটু বলল।

'ঠিক তাই। আগুন লাগানো হয়েছে। এখন প্রশ্ন কে আগুন লাগাল এবং কেন লাগাল? শান্ত মোটুর দিকে তাকিয়ে বলল— 'আচ্ছা মোটু, সেই কালো মতো লোকটা কি বুড়ো সাহেবের হাতে পেট্রল বা কেরোসিনের টিন দেখেছিল?'

'নাঃ তা তো বলেনি। তবে বলছিল বুড়ো সাহেবের হাতে নাকি কঞ্চিমতো কী একটা ছিল!'

হুঁ। শান্ত মুখে শব্দ করল।

'তাহলে আমরা এবার কী করবো?' শেলী বলল।

শান্ত বলল— 'এবার আমাদের কাজে নামতে হবে। জানতে হবে গতকাল বিকেল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত কে সেই লাইব্রেরি ঘরের কাছে গিয়েছিল বা বাগানের কাছাকাছি গিয়েছিল। গগনবাবু ছিলেন না। ড্রাইভার হীরু গাড়ি নিয়ে স্টেশনে গিয়েছিল। একজনকে পাচ্ছি— বুড়ো সাহেব। বুড়ো সাহেবকে খুঁজে বের করতে হবে। দেখতে হবে এই আগুন লাগার ব্যাপারে ওর কোনো হাত আছে কিনা। আর একজন আছে— গগনবাবুর রাঁধুনী ঝি— গীতুর মা। তার কাছ থেকেও খবর যোগাড় করতে হবে।'

'কিন্তু একটা কথা ভেবেছিস তোরা?' শেলী বলল।

'কী কথা?' মোটু বলল।

'শুধু মজা করার জন্য কেউ কারো বাড়িতে আগুন লাগায় না।' শেলী বলল।

শান্ত নড়েচড়ে ঠিক হয়ে বসল। বলল— 'শেলী এটা ঠিক বলেছে।'

'গগনবাবুর ওপর নিশ্চয়ই কারো রাগ ছিল। বাড়িতে আগুন লাগিয়ে সেই রাগ মিটিয়েছে।' শেলী বলল।

মোটু লাফিয়ে উঠল। বলল— 'আমার মনে পড়েছে। সেই কালো মতো লোকটা বলছিল— গগনবাবু শুধু হাড়কেপ্পনই নন— ভীষণ বদমেজাজী। ওকে নাকি একবার বিলের টাকা তো দেনইনি, উপরন্তু প্রায় গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছিলেন।'

'তাহলে গগনবাবু অনেকের সঙ্গেই এরকম ব্যবহার করেছেন। কারো হয়তো সেটা সহ্য হয়নি। রেগে গিয়ে লাইব্রেরি ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে।' শেলী বলল।

'হতে পারে। কিন্তু সকলের আগে আমাদের 'ক্লু'টা বের করতে হবে।'

শেলী 'ক্লু' শব্দটা পড়েছে। এবার ব্যাপারটা জানতে চেয়ে বলল— 'ক্লু' কী?

শান্ত বলল— 'তোকে আরো ডিটেকটিভ বই পড়তে হবে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়বি। যাক গে— শোন্, ক্লু হলো একটা সূত্র যার সাহায্যে আমরা যা জানতে চাই তা জানতে পারি।'

'ঠিক বুঝলাম না।'

'তবে একটা গল্প বলি শোন। একটা চোর একটা ফ্ল্যাটে চুরি করেছিল। যখন ও বাইরের ব্যালকনিতে লুকিয়েছিল তখন একটা সিগারেট খেয়েছিল। ভুল করে পোড়া সিগারেটটা সেখানেই ফেলে গিয়েছিল। সেই সিগারেটটা ছিল একটা বিশেষ মার্কার। ডিটেকটিভ পুলিশ ঠিক ঐ মার্কা ধরে খুঁজে খুঁজে চোরটাকে ধরেছিল। তাহলে এখানে সেই সিগারেটটা হলো ক্লু।'

'ও, এই ব্যাপার?' শেলী হেসে বলল।

'হুঁ। এবার আমাদের ঘটনার জায়গায় যেতে হবে। চোখ-কান খোলা রাখতে হবে। দেখা যাক, কোনো ক্লু পাওয়া যায় কিনা। যেমন পায়ের জুতোর ছাপ।' শান্ত বলল।

মোটু হেসে উঠল। শান্ত ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল— 'হাসলি যে?'

'হাসলাম এইজন্যে যে গগনবাবুর বাগানে কত জুতোর ছাপ খুঁজবি? কাল রাতে তো ওখানে মেলা বসে গিয়েছিল। অত লোকের পায়ের জুতো, চটির ছাপ— পারবি ওর মধ্যে থেকে অপরাধীর জুতোর ছাপ বের করতে?' মোটু বলল।

শান্ত হেসে বলল— 'আমাকে অত বোকা ঠাওরাস ; জুতো বা চটির ছাপ খুঁজব বাগানের বেড়ার এপারে। অপরাধী নিশ্চয়ই বাগানের বেড়ার ধারে কাছে কোথাও সুযোগের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল।'

'হুঁ— তা হতে পারে।' মোটু বলল।

শেলী বলল— 'আচ্ছা, ঐ যে অট্‌যাওবাবু— ও তো পুলিশ। এ ব্যাপারে কিছু করবে না ?'

শান্ত বলল— 'পুলিশ বটেশ্বর ওর পথে তদন্ত করুক। আমরা চলব আমাদের পথে। ভেবে দ্যাখ— যখন অপরাধী আমরা খুঁজে বের করব তখন বটেশ্বরের মুখখানা কেমন হবে।'

শেলী খুশিতে লাফিয়ে উঠল— 'তাহলে আমরা রহস্যের সমাধান করতে পারবো ?'

'কেন নয়।' শান্ত বলল— 'নিশ্চয়ই পারবো। আমরা 'ত্রয়ী' যদি একসঙ্গে প্রাণপণ চেষ্টা করি নিশ্চয়ই পারবো।'

মোটু বলল— 'আমার এক্ষুণি কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। শান্ত— বল্ কী আমাদের প্রথম কাজ ?'

'ক্লু বের করতে হবে। সাহেব বুড়োর হদিস চাই। আরো খবর যোগাড় করতে হবে। জানতে হবে গগনবাবু কার কার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছেন আর কে কে কাল সন্ধ্যেবেলা লাইব্রেরি ঘরের কাছে গিয়েছিল।' শান্ত বলল।

শেলী বলল— 'আচ্ছা, গীতুর মা তো গগনবাবুর ঝি, রাঁধুনী সব। গীতুর মার কাছ থেকে কিছু জানা যাবে না ?'

'শেলী, ঠিক বলেছিস।' শান্ত বলল— 'গগনবাবুর একজন বাজার সরকার আছে। আজকেই এটা জেনেছি। তাহলে দেখা যাচ্ছে গগনবাবুর বাড়িতে তিনজন কাজের লোক ছিল— গীতুর মা, ড্রাইভার হীরু আর বাজার সরকার। কিন্তু তার নামটা জানতে পারিনি।'

'তাহলে এক্ষুণি বেরিয়ে পড়ি চল।' মোটু বলল।

'না। কাল রোববার ছুটি। ঠিক বেলা দেড়টার সময়ে এখানে তোরা আসবি। আমরা তদন্তে যাব। শান্ত বলল।

শেলী বলল— 'কিন্তু ওখানে খোঁজাখুঁজি করছি দেখলে গগনবাবু বা হীরু আমাদের তাড়িয়ে দিতে পারে।'

'আমার প্ল্যান ভাবা হয়ে গেছে—' শান্ত হেসে বলল— 'আমি মাটিতে একটা কাঁচা টাকা ফেলে দেব। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে বলবো— হারানো টাকাটা খুঁজছি।'

মোটু হাততালি দিয়ে উঠল— 'সাবাস্ শান্ত।'

শান্ত বলল— 'আগে এই কাজটা সারতে হবে। তার পরের কাজ হবে গীতুর মার সঙ্গে দেখা করা। বুড়ি মানুষ— বক্‌বক্ করবেই। ওর কাছ থেকে অনেক খবর পাওয়া যাবে।'

শেলী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে দুহাত ওপরে তুলে চেঁচিয়ে উঠল— ' ত্রয়ী সত্যসন্ধানী কী ?' একসঙ্গে তিনজন বলে উঠল— 'জয়।'

পরদিন সকালে শান্ত অঙ্কের হোমওয়ার্ক নিয়ে বসল। অঙ্কের টিচার উদয় স্যার ভীষণ কড়া। সমস্ত হোমওয়ার্ক চাই।

যখন সব শেষ হলো শান্ত টেবিল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল একটা বাজতে দশ মিনিট। ও তাড়াতাড়ি সব গুছিয়ে রেখে উঠে পড়ল। বাথরুমের দিকে যেতে যেতে চেঁচিয়ে বলল— 'মা, শীগগিরি খেতে দাও।'

মা শোবার ঘর থেকে বললেন— 'কখন রান্না হয়ে গেছে— তুই-ই তো বললি পরে খাবি।'

'ঠিক আছে, তুমি ভাত বাড়ো। আমার পাঁচ মিনিটের মধ্যে চান হয়ে যাবে।' শান্ত বলল।

তখনও দেড়টা বাজেনি। তদন্ত করতে যাবে এই উত্তেজনায় মোটু ভালো করে খেতেও পারেনি। তাই দুটো ডিমসেদ্ধ একমুঠো চানাচুর একটা ঠোঙায় ভরে এক পকেটে নিল, অন্য পকেটে চারটে সিঙ্গাপুরী কলা। তারপর 'ত্রয়ী সত্যসন্ধানী'-র কার্যালয়ে এসে হাতলভাঙা চেয়ারটায় বসল।

শেলী একটু পরেই এল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শান্তও এল। মোটু উঠে দাঁড়াল। বলল— 'আর বসবো না, চল্ বেরিয়ে পড়ি।'

রাস্তায় এসে দাঁড়াল তিনজন। তারপর চলল গগনবাবুর বাড়ির দিকে। শীতের দিন। কিন্তু আকাশটা আজ একটু মেঘলা মতো। রোদ নেই। ঠাণ্ডাটাও বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে। শান্তর গায়ে একটা হলদে পুলওভার। মোটু গায়ে দিয়েছে চামড়ার জ্যাকেট। এতে ওকে-বেশ যুবক যুবক লাগছে। শেলী শালোয়ার কামিজের ওপর পরেছে একটা ছাইরঙা কার্ডিগান।

ওরা গগনবাবুর বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। দেখল বাগানের কোণায় পোড়া লাইব্রেরি ঘরের ছাইয়ের ঢিবি। বাগানের গাছপালার ফুল ডালপাতাগুলো আগুনের আঁচে কেমন শুকিয়ে গেছে।

শান্ত বলল— 'এদিক দিয়ে নয়। আমাদের যেতে হবে বাগানের পেছনের দিকে।'

ওরা বাগানটা ঘুরে ওপাশে গেল। বাগানের এদিকটা কাঁটাতারে ঘেরা। অনেক দিনের কাঁটাতার। কাঠের খুঁটিগুলো ক্ষয়ে গেছে। তারগুলো জংধরা। এঁকেবেঁকে গেছে।

শান্ত দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল— 'এদিকটা দিয়ে ঢুকতে হবে। দ্যাখ তো গেটটেট কিছু আছে কিনা?'

একটু এগোতেই কাঁটাতারের গেট পাওয়া গেল একটা। কিন্তু ক্ষয়ে যাওয়া কাঠের গেটের গায়ে তালা ঝুলছে। তালাটা মরচে ধরা। মোটু তালাটা ধরে টানাটানি করল। কিন্তু তালা ভাঙল না। আবার এগোতে লাগল। কী দেখে শেলী বলে উঠল— 'ঐ দ্যাখ।'

ওরা দেখল এক জায়গায় কাঁটাতার দুমড়ে বাঁকানো। একজন মানুষ বেশ ঢুকে যেতে পারে।

শান্ত বলে— 'নিশ্চয়ই এইখান দিয়ে সেই অপরাধী ঢুকেছিল। ওখান দিয়েই ভেতরে চল।'

এই জায়গাটায় একটা খাদমতো। খাদটার নিচে কাদা-মাটি মতো। শান্ত ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখল একটা ড্রেন। ওটা দিয়েই বোধহয় জলটল আসে। একটু আগে থেকেই ওরা হাঁসের প্যাঁক প্যাঁক ডাক শুনছিল। দু-একটা মুরগির ডাকও শুনেছিল। মোটু বলল— 'শান্ত, গগনবাবু হাঁস মুরগি পোষে।'

'হুঁ, মনে হচ্ছে এ পাশটায় পোলট্রি আছে। চল্ ভেতরে গিয়ে দেখি।' শান্ত বলল।

তিন জন পরপর দোমড়ানো কাঁটাতারের মধ্যে দিয়ে ভেতরে ঢুকল। দেখল একটা টানা ঘর। বোঝা গেল ওটাই পোলট্রি। পোলট্রির ঘরের পাশেই একটা পাতকুয়া। ওখানকার জলই ড্রেন দিয়ে নিচের খাদটায় পড়ে জায়গাটা কাদাটে করেছে। খাদটায় কচু গাছের জঙ্গল।

শেলী তারপর মোটু গলে গেল

ওরা ওখানে এলে শান্ত বলল— 'তিনজন তিনদিকে খোঁজ। জুতোর ছাপ পায়ের ছাপ কিছু পাস কিনা দ্যাখ।'

ওরা তিনজন তিন দিকে ছড়িয়ে পড়ল। মুখ নিচু করে মাটিতে খুঁজতে লাগল কিছু চিহ্ন

পায় কিনা। মোটু এর মধ্যেই পকেট থেকে একটা নুন-মেশানো সেদ্ধ ডিম বের করে খেয়ে নিল। কিন্তু এত লোক গতকাল রাতে এদিকে বাগানে এসেছিল আর এত জুতোর ছাপ যে ওরা আলাদা করে কোনো ছাপ পেল না।

একটা কলা ছাড়িয়ে খেতে খেতে হঠাৎ মোটু মুখ উঁচু করে দেখল, গগনবাবু দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন। ওদের দিকেই তাকিয়ে আছেন। হাতে জ্বলন্ত চুরুট। মোটুর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই গগনবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন— 'এ্যাই, তোরা ওখানে কী করছিস্ রে?' বাজখাঁই গলা গগনবাবুর। গগনবাবুর একটা শখের যাত্রাদল আছে। সেই দলে উনি রাবণ দুঃশাসনের পার্ট করেন। তাই গলাটা বেশ তৈরি গলা।

মোটু হকচকিয়ে গেল। কোনো কথাই বলতে পারল না। একটু দূর থেকে শান্ত চেঁচিয়ে বলল— 'কাল রাত্তিরে এখানে একটা টাকা হারিয়ে ফেলেছি তাই খুঁজছি।'

'খোঁজাচ্ছি টাকা। দাঁড়া।' গগনবাবু বারান্দা থেকে দ্রুত পায়ে ঘরের দিকে গেলেন। শান্ত চেঁচিয়ে উঠল— 'মোটু শেলী পালা। ভাঙা কাঁটাতারের রাস্তায়।' ওরা তিনজনেই ছুটে দোমড়ানো কাঁটাতারের কাছে এল। শেলী, তারপর মোটু গলে গেল। মোটুর প্যান্টে কাঁটাতারের ঘষা লাগল। কিন্তু তাড়াহুড়োতে শান্তর পুলওভারের বগলের কাছটা আটকে গেল। শান্ত এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নিয়ে নেমে গেল।

নিচে খাদের কাছটায় এসে ওরা দাঁড়াল। গগনবাবু এলেও ওদের বাগান থেকে দেখতে পাবেন না।

হঠাৎ শেলী বলল— 'এই দ্যাখ— কাদামতো জায়গাটায় একটা কী পড়ে আছে।'

শান্ত একটা কচু গাছের পাতা সরিয়ে দেখল একটা দেশলাই। দেশলাইটা তুলতে যাবে তখনই দেখল পাশের কচু গাছগুলোর ডাঁটি ভাঙা। ডাঁটি-ভাঙা কচু গাছগুলোর নিচে কাদাটে মাটিতে স্পষ্ট একজোড়া জুতোর ছাপ।

'মোটু দ্যাখ।' শান্ত চাপা স্বরে বলল। মোটু আর শেলী এগিয়ে এল। জুতোর ছাপটা দেখল। শান্ত বলল— 'যে আগুন লাগিয়েছে সে এখানেই দাঁড়িয়েছিল।'

'কেন?' শেলী বলল।

'সুযোগের অপেক্ষায়। তারপর এই দেশলাইর কাঠি জ্বেলেই আগুন লাগিয়েছে।'

মোটু আর শেলী হাঁ করে তাকিয়ে রইল জুতোর ছাপের দিকে। শান্ত দেশলাইটা খুলল। একটাও কাঠি নেই। দেশলাইটা প্যান্টের পকেটে ঢোকাল। ডান হাতের মুঠো দিয়ে বাঁ হাতের তালুতে ঘুঁষি মেরে বলল— 'ঈস, যদি প্লাস্টার অব প্যারিস থাকতো না— ছাপ তুলে নিতে পারতাম। এবার প্লাস্টার অব প্যারিস যোগাড় করতে হবে।'

'কী ভাবে ছাপ তুলবি?' শেলী জানতে চাইল।

শান্ত বলল— 'খুব সহজ। ছাপটার চারদিকে চারটে কাঠের টুকরো চেপে বসিয়ে দিতাম। প্লাস্টার অব প্যারিস জলে গুলে ছাপটার ওপর ঢেলে দিতাম। আধ ঘণ্টার মধ্যে ওটা জমে যেত। তুলে ফেল। স্পষ্ট জুতোর ছাপ উঠে যেত। যাক্ গে— মোটু দ্যাখ তো গগনবাবু আসছে কিনা। আরো কিছুক্ষণ এখানে খোঁজাখুঁজি করতে হবে।'

মোটু দোমড়ানো কাঁটাতারের কাছে উঠে গেল। একটু পরেই দ্রুত নেমে এল। হাঁপাতে

হাঁপাতে বলল— 'না আসেনি। কিন্তু কাঁটাতারে লেগে ছিল এইটা।' বলে কিছুটা ছেঁড়া হলুদ উল শান্তর হাতে দিল।

শান্ত উলটা দেখতে দেখতে বলল— 'লোকটা নিশ্চয়ই উলের সোয়েটার বা কম্বলের মতো কিছু পরে এসেছিল। ঐ কাঁটাতার পেরোবার সময় বা বেরিয়ে আসার সময় কাঁটাতারে লেগে গেছে।'

'ঈস্, আমরা আজকে অনেক ক্লু পেয়ে গেলাম। শান্ত এবার পালাই চল্।' মোটু বলল।

'চল্।' শান্ত খুব সন্তর্পণে ছেঁড়া উলের টুকরোটা দেশলাইর বাক্সে ভরে পকেটে রাখল।

খাদ মতো জায়গাটা পেরিয়ে ওরা যখন বাগানের পাশ দিয়ে আসছে তখন দেখল গগনবাবু পোড়া লাইব্রেরি ঘরটার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। শান্ত বলল— 'মোটু, জুতোর ছাপটা মনে আছে?'

'হ্যাঁ'।

'ছাপটা ঢেউ খেলানো।'

'হ্যাঁ— সোলটা মোটরের টায়ারের মতো কাটা কাটা।'

'ঠিক।'

মোটু পকেট থেকে নুন মেশানো একটা ডিম বের করে খেতে লাগল। শেলী আর শান্তকে চানাচুর আর কলা দিল। তিনজনে খেতে খেতে ওদের বোসপুকুর পাড়ায় ঢুকল।

শান্ত বলল— 'কালকে বিকেলে আবার গগনবাবুর বাড়িতে যেতে হবে।'

'আবার?' শেলী চেঁচিয়ে উঠল।

'চ্যাঁচাস নে। হ্যাঁ, আবার যেতে হবে। দু'জনের ইন্টারভিউ নিতে হবে— গীতুর মা, আর ড্রাইভার হীরুর।'

'বাজার সরকারের ইন্টারভিউ নিবি না?' মোটু বলল।

'হ্যাঁ, তাকে যদি একা পাই। তাহলে কাল বিকেলে। একটু তাড়াতাড়ি আসবি।' শান্ত বলল।

পরদিন বিকেলে মোটু সবার আগে 'ত্রয়ী সত্যসন্ধানী' অফিসে এসে আধা-ভাঙা চেয়ারটায় বসল। কয়েকটা সাংঘাতিক ক্লু পাওয়া গেছে। উত্তেজনায় জল-খাবারটা ভালো করে খাওয়াই হলো না। কাজেই দুই পকেটে নিতে হলো দুটো বানরুটি আর নুন মাখানো ছোলা ভাজা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই শান্ত আর শেলী এসে পড়ল।

তিন জনে মোটুর নুন মাখানো ছোলা ভাজা চিবোতে চিবোতে গগনবাবুর বাড়ির সামনে এসে হাজির হলো। লোহার বড় গেটটা আধখানা খোলা।

মোটু বলল— 'কী বলবি গিয়ে?'

'সেসব আমার ভাবা হয়ে গেছে। চল ভেতরে।' শান্ত বলল।

গেট ছাড়িয়ে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে শেলী চাপাস্বরে বলল— 'ত্রয়ী সত্যসন্ধানী কী?' শান্ত আর মোটুও চাপাস্বরে বলল— 'জয়।'

সুড়কি ঢালা পথটা বাড়ির বড় দরজাটার সামনে গিয়ে শেষ হয়েছে। তার পাশে টালির

ছাদঅলা গ্যারেজ ঘর। গ্যারেজ ঘরের সামনে গগনবাবুর সেই আদ্যিকালের মোটরগাড়িটা রাখা। হীরু একটা বড় ড্রামের জলে সরু নলের হোসপাইপ ঢুকিয়ে দিয়েছে। হাতে নিয়েছে হোসপাইপের নলটা। তোড়ে জল বেরোচ্ছে। সেই জল দিয়ে গাড়ির চাকা ধুচ্ছে।

যেতে যেতে ওরা দেখল বাঁ পাশের একটা ঘর থেকে গীতুর মা বেরিয়ে এল। হাতে একটা ঝুড়ি। ঝুড়ি থেকে কাটা আনাজের টুকরোগুলো সামনের ড্রেনটায় ফেলল। তারপরে ঐ ঘরটায় ঢুকল।

শান্ত ফিস ফিস করে বলল— 'শেলী, ঐটা রান্নাঘর। আমরা হীরুর কাছে যাচ্ছি। তুই গীতুর মার কাছে যা। খুব গপ্‌পো জমাবি। সব দরকারী খবর বার করবি। যা।'

শেলী রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। শান্ত আর মোটু হীরুর কাছে এল। হীরু শিস্ দিতে দিতে নিজের কাজ করছিল। ওদের দেখে শিস্ বন্ধ করল। বলল— 'কী ব্যাপার? তোমরা কী চাও?'

শান্ত বলল— 'আমরা উদয় স্যারের বাড়ি খুঁজছি।'

'কিন্তু এটা তো গগন চৌধুরীর বাড়ি।'

'শুনেছি এই বাড়ির কাছেই থাকেন। আপনি চেনেন?'

'উদয় স্যার, তার মানে মাস্টার। না-না মাস্টার ফাস্টার আমি চিনি না। বলো ফুটবল প্লেয়ার, ক্রিকেটার, বডি বিল্ডারকে খুঁজছো— এক সেকেণ্ডে নামধাম সব বলে দেব। তা তোমরা কি তাঁর ছাত্র।'

'হ্যাঁ।' শান্ত বলল।

'কোন ইস্কুল তোমাদের?'

'কিশলয় বিদ্যাপীঠ।'

'অ।'

'সুন্দর গাড়িটা।' মোটু বলল।

হীরু দু'চোখ কপালে তুলে বলল— 'এটা সু-ন্দ-অর।'

শান্ত বলল— 'আহা দেখতে সুন্দর না হলেও কত পুরনো মডেলের গাড়ি বলুন! বনেদী গাড়ি। একটু বেশি শব্দ করে এই যা।'

'তা ঠিক।'

'আমরা গাড়ির কাঁচটাচগুলো পরিষ্কার করব?' শান্ত বলল।

'না না ভেঙেটেঙে ফেলবে। কত্তামশাইয়ের যা মেজাজ, আমার চাকরি নট হয়ে যাবে।' হীরু বলল।

'আহা— আমাদের গাড়িটা তো প্রতি রোববার আমিই ধুই।' শান্ত বলল।

'ও— তা তোমাদের কী গাড়ি?'

'মারুতি।' শান্ত বলল।

'হাল্কা গাড়ি।'

'তা হোক এসব আমার অভ্যেস আছে।' শান্ত বলল।

'বেশ, ঐ যে গাড়ির বনেটে তোয়ালে রাখা, আর ঐ বালতিতে জল আছে।' হীরু

pathagar.net

সব দেখিয়ে দিল।

শান্ত আর মোটু গাড়ি মোছার কাজে লেগে পড়ল। মোটু বালতি করে জল আনতে লাগল। শান্ত গাড়ি মুছতে লাগল।

শান্ত গাড়ি মুছতে মুছতে বলল— 'কাল রাতে তো এই বাগানে মেলা বসে গিয়েছিল। আপনি তো গগনবাবুকে নিয়ে পরে এলেন।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ— কী কাণ্ড।' হীরু বলল।

'আপনারা যখন এলেন তখন তো শেষ হয়ে এসেছে লাইব্রেরি ঘরটা। আমরা দেখেছি সে কী আগুন— কী তাত! উঃ।' মোটু বলল।

'কত্তামশাইয়ের ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেছে। এত দামী কাগজপত্র তারপর পুরনো কী সব জিনিস।' হীরু হোসপাইপের মুখ ঘোরাল। বলল— 'জানো, লোকে বলছে আগুন এমনিতে লাগেনি, কেউ ইচ্ছে করে আগুন লাগিয়েছে।'

'ধ্যেৎ, ইচ্ছে করে কেউ আগুন লাগায় নাকি?' শান্ত বলল।

'লাগায়-লাগায়।' হীরু মাথা নেড়ে বলল— 'মিলনদা বলতো কত্তামশাইয়ের যা ব্যাভার (ব্যবহার) কোনদিন কেউ নিশ্চয়ই কত্তামশাইয়ের গালে চড় কষাবে।'

'মিলনদা কে?' শান্ত আস্তে বলল।

'মিলনদা হচ্ছে কত্তামশাইয়ের সব— চাকর, বাজার সরকার, সেক্রেটারী— সব। তবে গতকাল থেকে চাকরি নট হয়ে গেছে।' হীরু বলল।

'কেন?' মোটু জিজ্ঞাসা করল।

'কত্তামশাই এক মাসের মাইনে আগাম দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে।'

'চুরিটুরি করেছিল বোধহয়।' শান্ত বলল।

'না-না, সেসব নয়। ব্যাপারটা অনেকদিনের। মিলনদা করত কি, লুকিয়ে কত্তামশাইয়ের আলমারি থেকে কত্তামশাইয়ের আদ্দির পাঞ্জাবী, সার্জের পাঞ্জাবি, কত কলিদার কাজ সেসব পাঞ্জাবিতে; কাশ্মীরী শাল, জলপাড়ওয়ালা দামী ধুতি— এসব বের করে পরে আত্মীয়স্বজনের বাড়ি, বন্ধুদের বাড়ি বেড়াতে যেত। বার দু'তিনেক কত্তামশাইয়ের নজরে পড়েছে এসব। এবার হাতির দাঁতে বাঁধানো ছড়িটা নিয়েছিল। আর যাবে কোথায়? কত্তামশাই প্রচণ্ড রেগে তাড়িয়ে দিয়েছে।'

'গতকাল তাই না?' মোটু বলল।

'হ্যাঁ, বেলা এগারোটা সাড়ে এগারোটা হবে। মিলনদা আমার কাছে এল। মুখচোখ রাগে লাল। কত্তামশাই সম্পর্কে যাচ্ছেতাই বলল। তারপর সুটকেস বেডিং নিয়ে গাঁয়ের বাড়িতে চলে গেল।' হীরু বলল।

'তাহলে তো আপনার মিলনদা গগনবাবুর ওপর খাপ্পা হয়ে আছে।' শান্ত বলল।

'ভীষণ।' হীরু বলল।

হঠাৎ দোতলার বারান্দা থেকে গগনবাবুর বাজখাঁই ডাক শোনা গেল— 'হীরু-উ।'

চমকে হীরু বলে উঠল— 'ঐ কত্তামশাই। ভাই, গাড়ির আড়ালে লুকিয়ে পড়ো।'

শান্ত ও মোটু দ্রুত গাড়ির আড়ালে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। আড়াল থেকে দেখল গগনবাবু

চায়ের কাপ-প্লেট হাতে বারান্দার রেলিঙে এসে দাঁড়ালেন। অন্য হাতে জ্বলন্ত চুরুট। চায়ে একটা চুমুক দিয়ে বললেন— হীরু কার সঙ্গে কথা বলছিলি ?'

'কত্তামশাই, সিনেমার ডায়লগ বলছিলাম।'

'ওঃ— কত্তবড় অ্যাক্টর রে। নে কাজ শেষ কর। আমি বেরুবো।' গগনবাবু বললেন।

গগনবাবু চা খেতে খেতে ভেতরে চলে গেলেন। শান্ত আর মোটু গাড়ির আড়াল থেকে বেরিয়ে এল।

শান্ত বলল— 'চলি হীরুদা। সময় পেলে আবার আসবো। আপানাকে গাড়ি ধুতে সাহায্য করব।'

হীরু বলল— 'এর পরের বার যখন আসবে, দেখবে নতুন ঝকঝকে গাড়ি— ইম্পালা কি অ্যাম্বাসেডর।'

'তাই নাকি ?' মোটু বলল।

'হুঁ হুঁ, কত্তামশাই কিছুদিনের মধ্যেই নাকি অনেক টাকা পাবেন। সেদিন তাই বলছিলেন— টাকাটা পেলে এবার একটা দামী গাড়ি কিনবো।' হীরু বলল।

শান্ত একবার মোটুর মুখের দিকে তাকাল। কোনো কথা বলল না। ওরা বড় গেটের দিকে হাঁটতে লাগল।

গগনবাবুর বাড়ির বাইরে এসে বাগানের বেড়ার পাশে ওরা দাঁড়িয়ে পড়ল। মোটু পকেট থেকে বানরুটি বের করল। একটা নিজে খেল, অন্যটা দু'ভাগ করে একভাগ শান্তকে দিল অন্য ভাগটা শেলীর জন্য পকেটে রেখে দিল। বানরুটি খেতে খেতে শান্ত বলল— গগনবাবুকে দেখলি ? পেয়ালা হাতে ?

হুঁ। মোটু মাথা ঝাঁকাল।

'গগন পেয়ালা'— এখন থেকে এই নামেই ওকে ডাকব আমরা।

'ঠিক আছে—' বলে মোটু হেসে উঠল। তারপর বলল— 'জানিস শান্ত— আমার কেমন মনে হচ্ছে— রাগের চোটে ঐ মিলনই আগুন লাগিয়েছে।'

'হতে পারে।' শান্ত বলল। 'কিন্তু শেলী এখনও আসছে না কেন ?'

'একটুক্ষণ দেখি দাঁড়া।' মোটু বলল।

ওদিকে শেলী রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে ভাবছিল কী করে গীতুর মার সঙ্গে আলাপ জমাবে। তখনই শুনতে পেল একটা বাচ্চা বেড়ালের ডাক। শেলী শব্দ লক্ষ্য করে তাকাল। দেখল একটা ডালিম গাছের গুলতির মতো দুটো ডালের মাঝখানে একটা বেড়ালছানা আটকে গেছে আর মিঁউ মিঁউ ডাকছে। শেলী ভাবল— বেড়ালছানাটা যখন রান্নাঘরের এত কাছে রয়েছে তখন নিশ্চয়ই গীতুর মার পোষা বেড়াল।

শেলী গাছটায় কিছুটা উঠে বেড়াল ছানাটাকে নামিয়ে আনল। ছানাটার সাদা গায়ে কালো ছিট ছিট।

রান্না ঘরের দরজার কাছে এসে শেলী দাঁড়াল। বেশ বড় রান্নাঘর। শেলীর চেয়ে বয়েসে কিছু বড় একটি মেয়ে রান্নাঘরের মেঝে ঝাঁটা দিয়ে ঝাঁট দিচ্ছে। মেয়েটি একবার শেলীর

দিকে তাকাল। তারপর নিজের কাজ করতে লাগল। শেলী একটু আগে থেকেই গীতুর মার বকবকানি শুনছিল। এখন কথাগুলো স্পষ্ট শুনতে পেল— অকম্মার ধাড়ি। কেবল ফাঁকি। পই পই করে বলেচি, রান্নাঘরে যেন আনাজপাতির টুকরো এঁটোকাঁটা না পড়ে থাকে। আর কালকে কী দেকলাম— ভাঙা কাচের টুকরো, মাছের আঁশ কাঁটা, কী নয়! দূর করে দিব তোকে। এত করে কাজ শেকালাম— এই তার নমুনা? কত্তাবাবু নিজে এসব দেকলে তোকে আমাকে দুজনকেই কাম থেকে ছাইড়ে দেবে। কাজের নামে নবডঙ্কা খালি সাজুগুজু। আর আজ বাইস্কোপ কাল মেলা— পরশু থ্যাটার— তালে ঐই কর। গীতুর মা বোধহয় দম নেবার জন্য থামল। মোটা মানুষ। হাঁপাতে লাগল।

মেয়েটি এবার বলল— 'মা কে এয়েচে— দোরগোড়ে ডাঁইরে আচে।'

—কে এয়েচে? গীতুর মা দরজার দিকে ফিরে তাকাল। বোঝা গেল ঐ মেয়েটি গীতু। শেলী বেড়াল ছানাটা হাত বাড়িয়ে ধরল। বলল— 'এই বেড়াল ছানাটা কি তোমাদের?'

'ওমা তুমি পেলে কোতায়?' গীতুর মার মুখে আহ্লাদের হাসি। বেড়াল ছানাটা নিয়ে বুকের কাছে ধরে গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলল— আবার গিয়েচিলি কোতায়? তারপর রান্নাঘরের ভেতরের দিকে তাকিয়ে বলল— অই দবলী— দবলী— আয় ইদিকে। বাচ্চাগুলো সামলে সুমলে রাখতে পারিস না? তখনই একটা ধব্‌ধবে সাদা বেড়াল ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। শেলী বুঝল ওটাই ধবলী— বাচ্চাটার মা। গীতুর মা বাচ্চাটা মেঝেয় নামিয়ে দিল। বাচ্চাটা ছুটে গিয়ে ধবলীর দুধ খেতে লাগল। শেলী বলল— বাচ্চাটা কিন্তু মার মত হয়নি।

'তা ঠিক। আরো দুটো বাচ্চা আচে দবলীর। ভেতরে।' গীতুর মা বলল।

'ধবলী নামটা খুব সুন্দর। তুমিই নাম দিয়েছো?'

গীতুর মা একটু গর্বের হাসি হেসে বলল— 'হ্যাঁ গো।'

'মিচে কতা।' গীতু বলে উঠলো— দবলী নাম দেছে মিলনদা।

গীতুর মা খেঁকিয়ে উঠলো— চুপ যা।

শেলী বলল— 'অন্য বাচ্চাগুলো দেখবো।'

তা যাও না— ও ঘরে আচে। গীতুর মা বলল।

শেলী রান্নাঘরের লাগোয়া ঘরটায় ঢুকে দেখল এক কোণায় একটা বেতের ঝুড়ি। ভেতরে কাঁথা পাতা। দুটো বেড়াল ছানা ঘুমিয়ে আছে। আগেরটার মতোই— সাদা গায়ে কালো ফুটফুট। তখনই বাচ্চাটা সঙ্গে নিয়ে ধবলী ঝুড়িটায় গিয়ে বসল। ঘুমন্ত বাচ্চা দুটো উঠে পড়ল। মিউ মিউ ডাক শুরু হল।

শেলী রান্নাঘরে ফিরে এল। দেখল গীতুর মা ময়দা ঠাসছে। বোধহয় লুচি হবে। গীতুর মা কাজ করতে করতে বলল— 'তুমি কোতায় থাকো মা?'

'বোসপুকুরে। খুব বেশি দূরে নয়। কাল রাত্তিরে আগুন দেখে ছুটে এসেছিলাম।' শেলী বলল।

'ওঃ, সে আর বলনি। কী কাণ্ড কী কাণ্ড!' একটু থেমে গীতুর মা বলল— 'ত্যাখুন আমি আর আমার বুন (বোন) পাশের ঘরে গপ্‌পোটপ্‌পো করতেছিলাম। হঠাৎ বুনটা বলল—

দিদি— পোড়া— গন্দ আসতেচে। জানালা দে তাইক্কে দেকি— ও মা— কত্তাবাবুর পড়ার ঘরে আগুন নেগেছে।'

'তোমরা তো চমকে গিয়েছিলে?' শেলী বলল।

'সে আর বলতি— তো কালকে একটা দিন গ্যাচে বটে।' গীতুর মা বলল।

'কেন? কেন?' শেলী বলল।

'পরথমে মিলনের চাকরি গেল। কত্তাবাবু উআকে দূর করে তাইড়ে দিলেন। তাপ্পরে এলো শশীবাবু। হঠাৎ কতা নেই বাত্তা নেই, দুজনে পেলয় ঝগড়া। হাতাহাতি হয়ে যায় এই অবস্তা। তারপর সেই বুড়ো সাহেব। হাঁস-মুরগীর ঘর থেকে ডিম চুরি করে পালাচ্ছিল। কত্তাবাবু হাতেনাতে ধল্লেন। তাড়ালেন ওটাকে। তাপ্পর রাত্তিরে কত্তাবাবুর পড়ার ঘরে আগুন লাগল। কী কাণ্ড! কী কাণ্ড!'

'মিলন কে?' শেলী জিজ্ঞেস করল।

'চাকর, বাজার সরকার সবই ছেল। কত্তাবাবু তাইড়েচেন ভাল করেচেন। বুজলে— আমার তো মনে হয় মিলনই এগে (রেগে) গিয়ে কত্তাবাবুকে আক্কেল দেবার জান্য আগুন লাগিয়ে দেছে।'

গীতুর মার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে গীতু বলে উঠল— 'মিলনদা ভদ্দরনোক— উ ই কাম করতি পারে না। ই শশীবাবুর কাম।'

'শশীবাবু কে?' শেলীর মনে উত্তেজনা। অনেক খবর পাওয়া যাচ্ছে। শান্ত আর মোটুকে চমকে দেবে ও।

'উ এক বুড়ো হাবড়া। সবসময় কোট পেন্টুলান বুট জুতা পরি থাকে। ঐ কোট পেন্টুলান জেবনে ধোয়নি। কাছে গেলি বোঁটকা গন্দ ছাড়ে। তবে খুব বিদ্যেমান। উয়ার মত বিদ্যেমান নোক ই তল্লাটে নাই।' গীতুর মা বলল।

'কত্তাবাবুর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল কেন?' শেলী বলল।

'উয়াদের ঝগড়া নেগেই আচে। কত্তাবাবু যদি বলে উত্তর— তো শশীবাবু বলবে দক্কিন। কালকেই তো! শশীবাবু এগে (রেগে) মেগে চলি গেল। যাবার সময় এত জোরে দরজা বন্দ করি দিল যে সারা বাড়ি কাঁপি উঠল। কিন্তু এও বলি বাপু— অমুন মানুষ ঘরে আগুন দিতি পারে না। এ নিশ্চয় ঐ বাজার সরকার— মিলন।'

গীতু বলে উঠল— 'মিচিমিচি একটা ভালো মানুষকে দুষচো কেন মা?'

'ম্যালা ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করিস না— নিজের কাম কর।' গীতুর মা বলল।

'আচ্ছা, সাহেব বুড়ো কি সত্যিই ডিম চুরি করেছিল?' শেলী বলল।

'ও, হ্যাঁ হ্যাঁ। কালকে সকালের দিকে খাবার তৈরি করতেছি, বুড়ো সাহেব পেছনের দরজায় এসে দাঁড়াল। বাসি রুটি তরকারি চাইল। তাইড়ে (তাড়িয়ে) দিলাম। নুকিয়ে (লুকিয়ে) গেল হাঁস মুরগির ঘরের দিকি। কত্তাবাবু পড়ার ঘরের জানালা দে দেকলেন। কত্তাবাবু 'পুলিশ' 'পুলিশ' চ্যাঁচাতে লাগলেন। ব্যাস বুড়ো সাহেবের সি কি দৌড়!' গীতুর মা বলল।

'তাহলে হয়তো রেগে গিয়ে বুড়ো সাহেবই আগুন লাগিয়েছে।' শেলী বলল।

'হতি পারে, চোর ছ্যাঁচোরকে বিশ্বেস কি?' গীতুর মা বলল।

হঠাৎ তখনই গগনবাবুর বাজখাঁই গলার চ্যাঁচামেচি শোনা গেল। গীতুর মা লুচি ছেঁকে তুলতে তুলতে বলল— 'ঐ শুরু হলো কত্তাবাবুর উড়ুনচণ্ডী আগ (রাগ)।'

ধবলী লাফিয়ে ঘরে ঢুকল। ওটার গায়ের লোম লেজ খাড়া হয়ে গেছে। গীতুর মা আদুরে গলায় বলল— 'দবলী— আবার কত্তাবাবু পায়ে মাড়িয়ে দিয়েচে তুকে। আর তুকে নিয়ে পারি না বাপু।'

রাগে মুখ-চোখ লাল গগনবাবু রান্নাঘরে ঢুকলেন। চেঁচিয়ে বললেন— 'গীতুর মা— কতদিন বলেছি তোকে বেড়ালটা সামলে রাখবি। আর একবার পায়ের নিচে পড়লে জলে চুবিয়ে মারবো ওটাকে।'

'কত্তাবাবু'— গীতুর মা মাথা নিচু করে আস্তে বলল— 'যেদিন দবলীকে জলে চুবিয়ে মারবেন সিদিনই কাম ছাড়ি দিব।'

এতক্ষণে গগনবাবুর চোখ পড়ল শেলীর ওপর। বললেন— 'এ কে?'

'বোসপুখুরে থাকে— বেড়াল ছানা ভালবাসে।' গীতুর মা বলল।

'নিকুচি করেছে— সব তাড়িয়ে দে— বেড়াল ছানা— ছেলেমেয়ে— স-অব।' গগনবাবু চেঁচিয়ে বললেন।

গগনবাবু গটগট করে চলে গেলেন। একটু পরেই গীতুর মা ঠাণ্ডা গলায় বলল— 'তুমার এই ব্যাভারের (ব্যবহারের) জন্যিই তুমি মরবা। ঘরখানা পুড়ে গ্যাচে— না অলে আমিই উটাতে আগুন নাগাতাম (লাগাতাম)।'

কথাটা শুনে শেলী একটু অবাকই হলো। ভেবে দেখল অনেক কিছু জানা হয়ে গেছে। প্রয়োজনে আবার আসা যাবে। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। বাড়ি ফিরতে হবে। ও বলল— 'গীতুর মা চলি।'

'আবার এস।' গীতুর মা হেসে বলল— 'একটা বাচ্চা নেবে?'

'পরে নেব— আর একটু বড় হোক।' শেলী বলল।

'যত্ন আত্তি করো কিন্তুন।' গীতুর মা বলল।

'নিশ্চয়ই।' শেলী মাথা নেড়ে হেসে বলল।

গগনবাবুর বাড়ির বড় গেট দিয়ে শেলী বেরিয়ে এল। অল্প অন্ধকারে দেখল— শান্ত আর মোটু দাঁড়িয়ে আছে। শেলী ছুটতে ছুটতে এসে বলল— 'শান্ত, মোটু— অনেক খবর যোগাড় করেছি।'

'আমরাও।' মোটু হাসল।

'গীতুর মার কাছে শুনলাম'— শেলী দ্রুত বলতে শুরু করল। শান্ত ডান হাতের চেটোটো উঁচু করে ধরলো। বলল— 'রাস্তায় নয়। সব কথা অফিসে গিয়ে।'

'ত্রয়ী সত্যসন্ধানী' কার্যালয়ে তিনজন বসে আছে। একটা কম পাওয়ারের আলো জ্বলছে। শেলীর সব কথা বলা হয়ে গেছে। শান্তও সব কথা শেলীকে বলেছে। এবার শান্ত মোটুর দিকে হাত বাড়াল। মোটু পকেট থেকে আধখানা বানরুটি শান্ত ও শেলীকে ভাগ করে দিল। শান্ত বানরুটি মুখে পুরে বলল— 'সব রিপোর্টিং হলো। এখন কী দাঁড়াল ব্যাপারটা?

গগনবাবুর লাইব্রেরি ঘরে আগুন দিতে পারে এরকম চারজনকে পাচ্ছি— বুড়ো সাহেব, মিলন, শশীবাবু আর গীতুর মা।'

'না না, গীতুর মা না।' শেলী বলল।

'ভুলে যাস্ না কত্তাবাবুর ওপর ওর সংঘাতিক রাগ। তাছাড়া ও লাইব্রেরি ঘরের খুব কাছে ছিল। ও অনায়াসে সকলের দৃষ্টির আড়ালে এ কাজ করতে পারতো।' শান্ত বলল।

মোটু বলল— 'এবারে কাজের কথায় আয়। যে চারজনকে আমরা সন্দেহ করছি আগুন লাগার ঘটনার সময় তারা কে কোথায় ছিল সেটা তদন্ত করে বের করতে হবে।'

শেলী হাতঘড়ির দিকে তাকাল। প্রায় সাতটা। ঘড়িটা ওর বাবা ওকে জন্মদিনে উপহার দিয়েছিলো। শেলী উঠে দাঁড়াল। বলল— 'আজকের কাথাবার্তা এখানেই শেষ কর। বাকিটা কালকে।'

শান্ত ও মোটুও উঠে দাঁড়াল। শান্ত বলল— 'বেশ, কালকে বিকেলে একটু তাড়াতাড়ি আসবি।' একটু থেমে বলল— 'রাত্তিরে ঘুমোবার আগে সমস্ত খবরগুলো খুব ভালোভাবে চিন্তা করবি। এরপরে আমরা কীভাবে এগোবো সব ভাবতে হবে। চল্।'

পরদিন বিকেলে শান্ত আর শেলী একটু তাড়াতাড়িই 'ত্রয়ী' অফিসে এল। মোটু তখনও আসেনি। আধভাঙা ইজিচেয়ারটায় বসতে বসতে শান্ত শেলীকে বলল— 'বল্ কী ভেবেছিস তুই?'

'দ্যাখ শান্ত'— শেলী বলল— 'আর সবারই একটা হদিস করা যাবে কিন্তু বুড়ো সাহেব? সে তো আজ এখানে কালকে কুড়ি মাইল দূরে।'

'ওভাবে নয়।' শান্ত বলল— 'ভাব্, কী কী ক্লু পেয়েছি। জুতোর ছাপ। তাই কিনা?'

'হ্যাঁ।' শেলী বলল।

'এখন দেখতে হবে বুড়ো সাহেব যে জুতো পরে সেটার মাপ কী আর সোলটায় ঢেউখেলানো কাটা কাটা দাগ আছে কিনা।'

ঠিক তখনই মোটু ঢুকল। হাতে একটা মোড়ানো মোটা কাগজ। ও কাগজটা খুলে টেবিলে পাতল। শান্ত ও শেলী দেখল একটা বুটজুতোর সোলের ছাপ আঁকা। মোটু বলল— 'যেমনটি ছাপটা দেখেছি এঁকেছি। দ্যাখ ভেবে, ঠিক হয়েছে কিনা।

শান্ত লাফিয়ে উঠল— 'ঠিক এঁকেছিস।'

মোটু খুশির হাসি হাসল। বলল— 'আজ সকালে বাবার সঙ্গে বাজারে গিয়েছিলাম। খগেনদার চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে বুড়ো সাহেব বসে আছে দেখলাম, কাঁচের ছোট গ্লাসে চা খাচ্ছে।'

'পায়ের বুটটা দেখলি?' শান্ত বলল।

'ঐ তো হাজারটা তালিমারা বুট।' মোটু বলল।

'সোলটা?' শান্ত সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল।

'না— দেখবো কী করে— দু'পা চেপে বসেছিল যে।

'হুঁ— গায়ে কোনো সোয়েটার?' শান্ত বলল।

'তাপ্পি দেওয়া কোটটা ছিল। তার নিচে সোয়েটার ছিল নিশ্চয়ই।' মোটু বলল।

pathagar.net

'হলুদ রঙের?' শান্ত সাগ্রহে বলে উঠল।

'তা বলতে পারবো না। শীতে গায়ের কোটটা এমনভাবে বুকে জড়িয়েছিল যে ভেতরে কিছু দেখাই যাচ্ছিল না।' মোটু বলল।

শান্ত ইজিচেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল। বলল— 'বুড়ো সাহেবকে খুঁজে বের করতেই হবে। প্রথমে তদন্ত শুরু করবো বুড়ো সাহেবকে দিয়ে।'

'বুড়ো সাহেবের হদিস পাবো কি করে?' শেলী বলল।

'ঐ খগেনদার দোকানে বুড়ো সাহেব চা খেতে আসে। ওখানেই খোঁজ পাওয়া যাবে।' শান্ত বলল।

'কালকে তো সরস্বতী পুজোর মিটিং— হাফ ছুটি। কালকে দুপুরে বেরোই চল্।' মোটু বলল।

'ঠিক বলেছিস্।' শান্ত বলল— 'কালকে ছুটির পর এখানে আয়।'

দুটো লালচে চোখ মেলে তাকাল।

পরের দিন দুপুরে তিনজনে খগেনদার চায়ের দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল। দোকান প্রায় ফাঁকা। একটা দাড়িগোঁফঅলা লোক বেঞ্চিতে বসে চা খাচ্ছে। খগেনদা ওদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলল— 'তোমরা কি চা খাবে?'

'না।' শান্ত বলল— 'আপনার কাছে একটা ইনফর্মেশনের জন্যে এসেছি।'

'কী ব্যাপার?' খগেনদা বেশ অবাক হয়ে বলল।

শান্ত বলল, 'বুড়ো সাহেব তো প্রত্যেকদিন এখানে চা খেতে আসে।'

'তা আসে।' কেন বলো তো? খগেনদা বলল।

শান্ত বলল— 'আমার বাবার একজোড়া পুরোনো বুটজুতো আছে। বাবা ঐ জুতো জোড়া পরেন না। আমাদের ইচ্ছে ঐ বুটজোড়াটা বুড়ো সাহেবকে দেব।'

'এ তো খুব ভালো কাজ। কিন্তু বুড়ো সাহেবকে তো জানো— ভবঘুরে। কখন কোথায় থাকে'— খগেনদা বলল।

'তোমরা বুড়ো সাহেবকে খুঁজছ?' দাড়িগোঁফঅলা লোকটা চা খেতে খেতে বলল।

'হ্যাঁ।' মোটু বলল।

'এইমাত্র বুড়ো সাহেবকে দেখে এলাম।'

'কোথায়?' শেলী বলল।

'তরুণবাবুর বাড়ির পেছনে— ঢেঁকিঘরের সামনে খড়ের গাদায় শুয়ে রোদ পোয়াচ্ছে।' গোঁফদাড়িঅলা লোকটা বলল।

'মোটু, কুইক। আমি তরুণবাবুর বাড়ি চিনি।' শান্ত বলল।

আজকে আকাশে মেঘলা ভাবটা কেটে গেছে। চারদিক রোদে ঝলমল করছে।

তিনজনে তরুণবাবুর বাড়ির পেছনে এল। দেখল সত্যি খড়ের গাদার নিচে ছড়ানো খড়ের ওপর বুড়ো সাহেব আধশোয়া হয়ে আছে। পা টিপে টিপে ওরা খড়ের গাদার পিছন দিয়ে বুড়ো সাহেবের কাছে এল। ঘরর্-ঘর্ নাক ডাকছে বুড়ো সাহেবের।

শান্ত বলল— 'তোরা খড়ের গাদার পেছনে লুকিয়ে থাক। মোটু কাউকে এদিকে আসতে দেখলে শিস দিবি।'

শান্ত পা টিপে টিপে বুড়ো সাহেবের কাছে এসে দাঁড়াল। নাক ডাকিয়ে বুড়ো সাহেব ঘুমুচ্ছে। সেই পাকা দাড়ি গোঁফ ভুরু। মাথায় শতচ্ছিন্ন টুপি। মাথার কাঁচাপাকা চুল কপাল অব্দি নেমে এসেছে। শান্ত বুড়ো সাহেবের বুকের দিকে তাকাল। বুড়ো সাহেব কোটটা বুকের কাছে চেপে আছে। শান্ত এগিয়ে এসে সন্তর্পণে কোটের সামনেটা একটু সরাল। ঐ তো সোয়েটার। কিন্তু তেলচিটে নোংরা ঐ সোয়েটারটার যে কী রঙ স্বয়ং ভগবান তা বলতে পারবে না। হলুদ সোয়েটার নয়। শান্ত একটু হতাশ হলো।

এবার এল সামনের দিকে। বুড়ো সাহেব অজস্র তাপ্পিমারা বুটজোড়া মাটিতে চেপে আধশোয়া হয়েছে। কাজেই জুতোর সোলটা দেখা যাচ্ছে না। শান্ত মাটির কাছে মাথা নুইয়ে জুতোর সোলটা দেখবার চেষ্টা করতে লাগল। হঠাৎ বুড়ো সাহেবের নাকডাকা বন্ধ হলো। দুটো লালচে চোখ মেলে তাকাল। বলল— 'অ্যাই— ব্যাপারটা কী? এ্যাঁ?'

শান্ত এক লাফে উঠে দাঁড়াল।

'আমি কি ঠাকুর দেবতা নাকি? মাথা নোয়াইয়া পরনাম করতাছ ক্যান? বাচ্চা পোলাপান আমি এক্কেবারে সহ্য করতে পারি না। পলা এইখান থিক্যা।' একটু নড়েচড়ে বুড়ো সাহেব আবার চোখ বুঁজল। শান্ত আবার জুতোর সোল দেখবার চেষ্টা করতে লাগল। তখনই হঠাৎ শিসের শব্দ শোনা গেল। তার মানে কেউ এদিকে আসছে। শান্ত গুটিসুটি মেরে খড়ের গাদার পেছনে মোটু ও শেলীর কাছে চলে এল।

'কেউ আসছে?' শান্ত জিজ্ঞেস করল।

'ঐ যে অট-যাওবাবু— বটেশ্বর।' মোটু ফিসফিস করে বলল।

দেখা গেল বটেশ্বর পা টিপে টিপে বুড়ো সাহেবের দিকে আসছে। শান্ত দেখল খড়ের গাদায় একটা মই ঠেসান দেওয়া। শান্ত বলল— 'মই বেয়ে খড়ের গাদার ওপর ওঠ্। ওখান থেকে ভালো করে দেখা যাবে বটেশ্বর কী করে।'

তিনজনেই মই বেয়ে বেয়ে খড়ের গাদায় উঠে বসল। ওরা ওখান থেকে দেখল বটেশ্বর বুক পকেট থেকে একটা ময়লা নোটবই বার করল। মোটুর মনে হলো নোট বইয়ে কী যেন আঁকা আছে। বটেশ্বর পা টিপে টিপে বুড়ো সাহেবের সামনে এল। একবার বুড়ো সাহেবের জুতোর দিকে একবার নোটবইয়ের ছবিটার দিকে তাকাতে লাগল। তারপর শান্তর মতোই মাটির কাছে মাথা নুইয়ে জুতোর সোল দেখতে লাগল।

মোটু উত্তেজনা চেপে ফিস্ ফিস্ করে বলল— 'বটেশ্বরও জুতোর সোল দেখছে। ওকে যতটা বোকা ভেবেছিলাম ও ততটা বোকা নয়।'

বুড়ো চোখ খুলল। বিস্ময়ে ওর চোখ বড় বড় হয়ে গেল। একটা বাচ্চা ছেলে ওর পায়ের কাছে মাথা নুইয়ে আছে এটা একরকম। কিন্তু এ যে পুলিশ! বুড়ো সাহেব একলাফে উঠে দাঁড়াল। বলে উঠল— 'পুলুশ পরনাম করতাছে!'

বটেশ্বর সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল— 'এই বুড়ো তোর জুতো দেখি।'

'বেশ তো দ্যাখেন— জুতা ফিতা দ্যাখেন।' বুড়ো বলল।

'না না— তোর জুতোর সোল দেখবো।' বটেশ্বর বলল।

'আপন্যা পুলিশ না মুচি?' বুড়ো ব্যাজার মুখে বলল।

'শাট আপ— আমার সঙ্গে থানায় চল্।' বটেশ্বর হেঁকে বলল।

বুড়ো সাহেব একলাফে সরে গেল। নিচু দেয়ালটা একলাফে পেরিয়ে ছুটল মাঠের দিকে ক্ষেতের দিকে। বটেশ্বরও ওর পেছনে পেছনে ছুটল।

ঠিক তখনই উত্তেজনায় মোটু লাফিয়ে উঠে দাঁড়াতে গেল। পা ঠিক রাখতে না পেরে খড়ের গাদার নিচে পড়ে গেল। ভাগ্যিস ওখানে কিছু খড় বালি ছিল। মোটু চিৎকার করে উঠল— 'ওরে বাবা— গেলাম রে।'

বটেশ্বর ঘুরে দাঁড়িয়ে মোটুর দিকে তাকিয়ে বলল— 'ব্যাপারটা কি? অ্যাঁ?' তারপর খড়ের গাদার ওপর তাকিয়ে শেলী আর শান্তকে দেখতে পেল। বটেশ্বর গর্জন করে উঠল— 'কী হচ্ছে ওখানে? টিক্‌টিকিগিরি। অ্যাঁ?' মোটু তখন গোঙাচ্ছে। বটেশ্বর ছুটে ওকে তুলতে গেল।

'আমাকে ছোঁবেন না।' মোটু বলে উঠল— 'আমার হাত পা কোমর কাঁধ সব ভেঙে গেছে।'

শান্ত আর শেলী মই বেয়ে দ্রুত নেমে এল। ওরা মোটুকে তুলে ধরল। দেখা গেল কয়েকটা জায়গা ছড়ে গেছে। খড় আর বালির ওপর পড়ায় ওর হাত পা ভাঙেনি।

বটেশ্বর দেখল ছেলেটার সঙ্গীরা ওর হাত পা টিপে দিচ্ছে। মাঠের দিকে তাকাল। বুড়ো সাহেব হাওয়া। বটেশ্বর চেঁচিয়ে উঠল— 'অটযাও! আর কক্ষণো তোমাদের যেন না দেখি।' বটেশ্বর ভারিক্কি ভঙ্গিতে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল।

একটু শুশ্রূষা করতেই মোটু উঠে দাঁড়াল।

'এখন কেমন লাগছে?' শান্ত জানতে চাইল।

'ভালো।' মোটু হাসল।

'আমরা বুড়ো সাহেবকে খুঁজে বের করবো এখুনি। পারবি যেতে?' শান্ত বলল।

'কেন পারবো না। চল্।' মোটু বুক ফুলিয়ে বলল।

মাঠ দিয়ে বুড়ো সাহেব দৌড়ে গেছে দক্ষিণমুখো। ওরা ঐ দিকেই চলল।

মাঠের শেষে কিছুটা জংলা মতো জায়গা। ওদিক থেকে একজন চাষী আসছিল। শান্ত জিজ্ঞেস করল— 'বুড়ো সাহেবকে দেখেছেন ভাই?'

চাষীটি আঙুল দিয়ে জংলা জায়গাটা দেখাল। বলল— 'আমাবাগানে বুড়ো সাহেবকে দেকলাম।'

ওরা জংলা জায়গাটা পেরিয়ে আমবাগানটায় এল। দেখল বাগান থেকে ধোঁয়া উঠছে। কাছাকাছি এসে দেখল বুড়ো সাহেব তিনটে ইঁট বসিয়ে উনুন বানিয়েছে। উনুন জ্বলছে। উনুনের ওপর একটা কালিঝুলিমাখা মাটির হাঁড়ি। কী ফুটছে তাতে। হাঁড়ির মুখে ফ্যান দেখে বোঝা গেল বুড়ো সাহেব ভাত রাঁধছে।

বুড়ো সাহেব হাঁড়ির দিকে তাকিয়ে বসেছিল। শুকনো পাতা ভাঙার শব্দে চমকে মুখ ফেরাল— শান্তদের দেখল। মাথা ঝাঁকিয়ে বলে উঠল— 'আবার তোমরা আইছ— আমারে ফলঅ করতাছ। কী করছি আমি? এ্যাঁ?'

'তুমি গগনবাবুর বাড়ি থেকে ডিম চুরি করতে গিয়েছিলে।' শান্ত বলল।

'ক্যাডা? গগনবাবু? ঐ ছোটলোকটার নাম গগনবাবু? আমি তো ডিম চুরি করি নাই। মজিলপুরের সক্কলে জানে আমি চোর না।' বুড়ো সাহেব বলল।

'তুমি গগনবাবুর বাগানের পাশের খাদটায় অনেকক্ষণ লুকিয়ে ছিলে।' শান্ত বলল।

'বুড়ো সাহেব বেশ অবাক চোখে তাকিয়ে থেকে বলল— 'না না, আমি না। আর একজনের কথা কইতে পারি, কিন্তু কমু না। তোমরা পুলুশ ল্যালাইয়া দিবা।'

'না-না। ওখানে বটেশ্বরবাবু হঠাৎ এসে পড়েছিল।' মোটু বলল।

'উঁহু, তোমাগো বিশ্বাস নাই। কোনো ঝামেলায় আমি জড়ামু না।' বুড়ো জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল।

বুড়ো হঠাৎ ককিয়ে উঠে ডান পা ঘষতে লাগল। তারপর বুটজুতো খুলতে লাগল। দেখা গেল জুতো এত ছোট যে চামড়া ছিঁড়ে বুড়ো আঙুল প্রায় বেরিয়ে আছে। সাহেব বুড়ো দু'পা থেকে দুটো জুতোই খুলে রেখে দিল ঘাসের ওপর। তিন সত্যসন্ধানীই ঝুঁকে পড়ল। দেখা গেল জুতোর সোল বলতে খুব সামান্যই আছে। বেশিরভাগ অংশই ক্ষয়ে ফাঁক।

শান্ত মোটুকে ফিস্‌ফিস্ করে বলল— 'নাঃ— এই জুতোর ছাপ নয়। গায়ের সোয়েটারও হলুদ নয়।'

'কী কইতাছ ফিস্‌ফাস্ কইর‍্যা অ্যাঁ?' বুড়ো সাহেব চোখ পিটপিট করে বলল— 'যাও ইখান থিক্যা। আমার কোনো কসুর নাই, চুরিচামারি করি না। তবু পোলাপানের দল আর পুলুশ আমার পিছন ছাড়ে না।'

মোটু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল বুড়ো সাহেবের শতছিন্ন জুতো জোড়াটা। বুড়ো সাহেবের জন্যে ওর মনটা কেমন করে উঠল। বলল— 'বুড়ো সাহেব— তুমি ঐ জুতো পরে হাঁট কী করে। কিছুই তো নেই ও দুটোর।'

বুড়ো সাহেব 'খেঁকিয়ে উঠল— 'মুখে বাৎ না ঝাইড়া দেও না একজোড়া পুরান জুতা।'

'কী সাইজ তোমার পায়ের?' শেলী বলল।

'শেলী—' শান্ত বলল— 'তোরও যেমন বুদ্ধি। ও জীবনে কোনোদিন জুতো কিনেছে?'

'ঠিক আছে'— মোটু বলল— 'সাহেব তুমি আমাদের বাড়ি এসো— বোসপুকুরে— বলো অ্যাডভোকেট নকুলবাবুর বাড়ি— লোকে দেখিয়ে দেবে।'

'উ সব অ্যাডফ্যাড আমি মনে রাখতে পারুম না।' বুড়ো মাথা নেড়ে বলল।

'ঠিক আছে— বলো উকিলবাবুর বাড়ি। বাবার কয়েক জোড়া বাতিল জুতো চিলেকোঠায় আছে। তোমাকে দেব'খন।'

'যদি তোমরা আবার পুলুশ ল্যালাইয়া দাও?' বুড়ো বলল।

'না-না। তুমি এসো— কোন ভয় নেই।' শান্ত বলল।

বুড়ো সাহেব একটা ছোট বাখাড়ি হাঁড়িতে ঢোকাল। ফুটন্ত কিছু ভাত বের করে টিপে দেখল। তারপর কোটের পকেট থেকে একটা ছেঁড়াখোঁড়া গামছা বের করল। ঘাসের ওপর ভাতের মাড় ঢালল। পাশেই রাখা ছিল একটা কলাপাতা। সব ভাত ঢালল তাতে। কোটের অন্য পকেট থেকে একটা ছোট কোটো বের করল। কৌটোর মুখ খুলে ভাতের ওপর নুন ছিটিয়ে দিল। কৌটোটা পকেটে রেখে বের করল একটা পেঁয়াজ আর দুটো কাঁচালঙ্কা। আঙুল দিয়ে গরম ভাত ঠাণ্ডা করতে করতে বলল— 'গগনবাবু না কী নাম কইলা— ঐ ব্যাটা হাড়পাজি। সেদিন ঐ বাড়ির ধারে কাছে আমি অনেকক্ষণ আছিলাম। আরও কয়েকজনের সঙ্গে ঐ ব্যাটার ঝগড়া হইছিল। আজগোবি সব কাণ্ডকারখানা। কিন্তু উঁহু মুখে তালা। একটা কথাও কমু না আর।'

বিকেল হয়ে গেছে। শেলী হাতঘড়ি দেখে বলল— 'শান্ত এবার চল্।'

'হ্যাঁ চল্।' শান্ত বলল।

তিনজন ফিরে আসতে লাগল। মোটু মুখ ফিরিয়ে বলল— 'সাহেব— এসো কিন্তু।'

বুড়ো সাহেব ভাত খেতে খেতে তৃপ্তির হাসি হাসল।

ফাঁকা মাঠ দিয়ে শান্ত, মোটু আর শেলী ফিরে আসতে লাগল। মোটু বলল— 'একটা কথা বলবো?'

'বল্— এখানে ধারে কাছে কেউ নেই।' শান্ত বলল।

'কথাটা হচ্ছে যে বটেশ্বর জুতোর ছাপের ক্লু পেয়েছে। এবার আমরা কী করবো?'

'জোর খোঁজখবর শুরু করতে হবে।' শেলী বলল।

'হ্যাঁ।' শান্ত বলল— 'ঐ গুঁফেল বটেশ্বরের আগেই আমরা রহস্যের সমাধান করবো। বটেশ্বরের বড় সাইজের গোঁফ আছে তাই শান্ত গুঁফেল বলল।

'বটেশ্বর তাহলে কয়েকজনকে সন্দেহ করেছে। সাহেব বুড়ো, মিলন, শশীবাবু সবার

ওপর ও নজর রেখেছে। কিন্তু ওর আগেই ওদের কাছ থেকে খবর বার করে নিতে হবে। তার মানে বটেশ্বরের আগেই আমাদের কাজ সারতে হবে।' শান্ত বলল।

'নিশ্চয়ই।' মোটু চেঁচিয়ে বলল।

শান্ত বলল— 'এবার মিলনবাবুর দিকে নজর দিতে হবে। সাহেব বুড়োকে হিসেব থেকে বাদ দিলাম। ওর জুতোর সোল, সোয়েটার দেখেছি। যদি ও আগুন লাগাত তাহলে রাতারাতি পঞ্চাশ মাইল দূরে চলে যেত। কিন্তু ও তা করেনি। এখানে আছে। আমার মনে হচ্ছে মিলনই অপরাধী। কালকে শেলী তোকে গগনবাবুর বাড়িতে যেতে হবে। মিলন কোথায় থাকে তার হদিস আনবি।'

'বেশ।' শেলী বলল— 'ধবলীর জন্যে কয়েকটা মাছের মাথা নিয়ে যাব। গীতুর মা খব খুশি হবে।'

'গুড আইডিয়া।' মোটু বলল।

বাড়ি ফিরে মোটু বাথরুমে গেল। সাবান দিয়ে ঘষে ঘষে ছড়ে যাওয়া জায়গাগুলো ভালো করে ধুয়ে ফেলল। তারপর তুলো দিয়ে ডেটল লাগাল। ভীষণ জ্বালা করে উঠল। মোটু মুখ চেপে রইল। শব্দ করল না। জ্বালাটা সহ্য করল। চ্যাঁচালে মা ঠিক বুঝতে পারবেন। নানা কথা জিজ্ঞেস করবেন। 'ত্রয়ী সত্যসন্ধানী'-র সব গোপন খবর ফাঁস হয়ে যাবে।

রাতে মোটু একা খাবার টেবিলে এসে বসল। একা নকুলবাবুর খেতে একটু রাত হয়। মোটু খেতে খেতে বলল— 'মা খুব খিদে পেলে লোকে যখন খাবার পায়, খুব খুশি হয়— তাই না?'

'হ্যাঁ, হয় বৈকি! কিন্তু হঠাৎ তোর এ কথা মনে হলো কেন?' মা জানতে চাইলেন।

'জানো মা— সাহেব বুড়ো নামে একটা লোক আছে এখানে। ভবঘুরে। ঘর নেই বাড়ি নেই। নিজেই ভাত রেঁধে খায়।' মোটু বলল।

'তুই কি ঐসব লোকের সঙ্গে মিশছিস্ নাকি?' মা বেশ আশ্চর্য হলেন।

'না, না। দেখলাম কি না।' একটু থেমে মোটু বলল— 'আচ্ছা মা, চিলেকোঠায় তো বাবার দুজোড়া বুট পড়ে আছে। ধুলোবালি, নোংরা লেগে আছে বুটগুলোতে। ওখান থেকে একজোড়ো বুট দেবে?'

'সে কি। ঐ নোংরা বাতিল বুট নিয়ে তুই কী করবি?' মা বললেন।

'সাহেব বুড়োকে দেব।' মোটু বলল।

'ওর সঙ্গে তোর কি সম্পর্ক?' মা বেশ আশ্চর্য হয়ে বললেন।

'বাঃ আমরা তো একই দেশের মানুষ। বিবেকানন্দ বলেছেন— 'সদর্পে বল— আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই।' মোটু ওর সরু গলা যথাসাধ্য মোটা করে বলল।

'ঠিক আছে— তোর বাবাকে বলবো'খন।' মা বললেন।

মোটু আর কিছু বলল না। খেতে খেতে সাহেব বুড়োর মুখটা যেন চোখের সামনে ফুটে উঠল। বুট পেয়ে সাহেব বুড়ো না জানি কত খুশি হবে। দাড়ি-গোঁফের ফাঁকে ফোঁকলা মুখে হাসবে।

pathagar.net

পরদিন বিকেলে শেলী গগনবাবুর বাড়ি গেল। একটা প্ল্যাস্টিকের ব্যাগে দুটো কাৎলামাছের মাথা নিয়ে এসেছে। রান্নাঘরের লাগোয়া ঘরটায় গীতুর মা থাকে। কিন্তু এখন ঘরে কেউ নেই।

রান্নাঘরে উঁকি দিয়ে দেখল— গীতু বাসনপত্র ধোয়াপাক্‌লা করছে। শেলীকে দেখে মৃদু হাসল।

'গীতু, তোমার মা কোথায় ?' শেলী জিজ্ঞেস করল।

'দোতালায়, কত্তাবাবুর ঘর ঝাঁট দিচ্ছে।' গীতু বলল।

রান্নাঘরের কোণায় ধবলীর ঝুড়িটাও খালি। শেলী জিজ্ঞেস করলো— 'ধবলীর বাচ্চাগুলো কোথায় ?'

সদর্পে বলো— আমি ভারতবাসী।

'ঘুরতেছে কোথাও।' গীতু বলল।

ঠিক তখনই ধবলী এ ঘরে এল। ওর লেজটা উঁচিয়ে আছে। শেলী বলে উঠল— 'ঐ তো ধবলী।' মুখে চুক চুক করে ধবলীকে ডাকল শেলী। ধবলী ততক্ষণে মাছের গন্ধ পেয়ে গেছে। ছুটে এল। শেলী ঘরের কোণার দিকে মাছের মাথা দুটো রাখল। ধবলী মনের আনন্দে মাছের মাথা খেতে লাগল।

pathagar.net

শেলী গীতুর মার বিছানায় বসল। ধবলীর খাওয়া দেখতে লাগল। গীতুর ধোয়াপাক্‌লার কাজ শেষ হলো। ও একটা ডুরে শাড়ি পরেছিল। সেই শাড়ির আঁচলে ভেজা হাত মুছতে মুছতে এ-ঘরে এল। তারপর ঘরের এক কোণে রাখা একটা জংধরা টিনের বাক্স থেকে কাগজ, খাম, কলম বের করল। বিছানায় একটা খাতা রেখে তার ওপর কাগজটা রেখে লিখতে লাগল। চিঠি লিখছে। কিছুটা লেখা ছিল। বাকীটুকু লিখতে লাগল। পরের চিঠি পড়তে নেই। শেলী চোখ সরাল। বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াল। বলল— 'তুমি কোন্ ক্লাশে পড়?'

'কেলাস সিক্স।' গীতু হেসে বলল।

'কেলাস না, বলবে ক্লাস সিক্স।' শেলী বলল।

'অই হলো।' ঠোঁট উল্টে গীতু বলল।

'তোমাকে কেউ পড়া দেখিয়ে দেয়?' শেলী জানতে চাইল।

'দেয় বৈকি। মিলনদার জন্যিই এতদূর পড়তি পাল্লাম। সেই মিলনদা চলি গেল। ব্যস্ আমারও কপাল পুড়ল।' গীতু বলল।

'মিলনদা তোমার দাদা হয়?' শেলী জানতে চাইল।

'হ্যাঁ গো— পিসতুতে দাদা। মিলনদা বলেছেল— মাদ্যমিক পর্যন্ত পড়াবে।' গীতু বলল।

'ও।' শেলী গীতুর জন্যে সহানুভূতি বোধ করল। কিন্তু কথা বললে গীতুর চিঠি লেখা হবে না। কাজেই ও বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল।

একটু পরে ঘরে ঢুকল। দেখল গীতুর চিঠি লেখা হয়ে গেছে। ও খামে ঠিকানা লিখছে তখন। লেখা হলে শেলী বলল— 'সেদিন তোমার মা কখন আগুন দেখল?'

'তা তো আমি বলতি পারবোনি। মা তো কোমরের ব্যথায় দুপুর থেকেই বিছানায় পড়েছেলো। আমি মাকে চা খাইয়ে বেইরে (বেরিয়ে) গেছলাম। পরে নাকি মাসি এয়েছেল।'

'কিন্তু সেদিন রাতে যখন আমরা আগুন দেখতে এসেছিলাম তখন তোমার মাকে ভিড়ের মধ্যে দেখেছিলাম।'

'হ্যাঁ— মা বলছিল বটে— কত্তাবাবুর গাড়ির প্রচণ্ড শব্দ শুনে মা উখানে গেছল। নইলে কত্তাবাবু এগে (রেগে) কাঁই হয়ে যেতনি?' গীতু বললে।

শেলী বুঝল সন্দেহভাজন তালিকা থেকে গীতুর মাকে বাদ দিতে হবে। ইচ্ছে থাকলেও বিছানা থেকে নড়ার ক্ষমতা ছিল না।

গীতুর মা ঘরে ঢুকল। শেলীকে দেখে বলল— 'তুমি এয়েচো মা।'

'হ্যাঁ, শেলীর জন্যে মাছের মাথা এনেছিলাম। ঐ যে খাচ্ছে।'

গীতুর মা খুব খুশী হলো। দরজা দিয়ে তাকিয়ে ধবলীর খাওয়া দেখল একটুক্ষণ।

'তা মা তুমার নামটা কী?' গীতুর মা জিজ্ঞেস করল।

'শেলী— শেলী মিত্র।'

হঠাৎ দোতলার সিঁড়িতে দুম দুম শব্দ আর সেই সঙ্গে বাজখাঁই চিৎকার— 'মেরেই ফেলবো।' ধবলীর তিনটে বাচ্চা লাফাতে লাফাতে ঘরে ঢুকল। ছুটে ধবলীর কাছে চলে গেল। পেছনে রুদ্রমূর্তিতে গগনবাবুর প্রবেশ। চিৎকার করে বলে উঠলেন— 'ওগুলো

pathagar.net

আমার শোবার ঘরে ঢুকেছিল। কাল সকালে যদি ওগুলোকে আবার দেখি তো সব কটাকে জলে চুবিয়ে মারব।' একটু থেমে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন— 'যাও— শোবার ঘর আবার ঝাঁট দিয়ে এসো।'

ফিরে দাঁড়াতে গিয়ে গগনবাবুর চোখ পড়ল শেলীর ওপর।

'তুমি আবার এসেছো?' গগনবাবু হেঁকে উঠলেন।

গীতুর মা আস্তে বলল— 'ধবলীর ছানাপোনা ভালোবাসে তাই আসে।'

'নেহী মাঙ্‌তা।' গগনবাবু চেঁচিয়ে বললেন— 'সব কাচ্চাবাচ্চা হঠাও এখান থেকে।' সিঁড়িতে দুম্ দুম্ শব্দ তুলে গগনবাবু দোতলায় উঠে গেলেন।

গীতুর মা বলল— 'যা তো গীতু কত্তাবাবুর ঘরটা ঝাঁট দিয়ে আয়।'

'আমি এখুন ডাকবাক্সে চিঠি ফেল্‌তি যাবো।' গীতু বলল।

'আর বকাস্ নে— যা বলতেছি কর।' গীতুর মা বলল।

অভিমানী মুখে গীতু চলে গেল।

শেলী বলল— 'গীতুর মা, মিলন তো চলে গেল। তার জায়গায় গগনবাবু লোক রাখেনি'?

'না, এখনও কেউ আসেনি। তবে মিলনের মতো লবাবপুত্তুর না এলেই ভালো।'

'মিলন কোথায় থাকে?'

'থাকে ঐ পুবপানে— আহা— কী নাম যেন- যাঃ মনেই পড়তেছে না।'

ঠিক তখনই দরজা দিয়ে ঢুকল 'অটযাওবাবু বটেশ্বর'। শেলী চমকে উঠল। কিন্তু পালাবার উপায় নেই। বটেশ্বর একেবারে নাকের ডগায়। কোনোদিকে না তাকিয়ে বটেশ্বর বুকপকেট থেকে নোংরা নোটবইটা বের করল। কলম বের করল। বলল— 'সেদিন মিলন নস্করকে কখন তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল?'

'আমি কী করে বলব। আমি তো বাতের ব্যথায় বিছানায় পড়ে।' গীতুর মা বলল।

'হুঁ— মিলন নস্করের ঠিকানা কী?'

'ঐ যাঃ— এক্কুনি শেলী শুধোল— কিছুতেই মনে করতে পারতেছি না।'

'শেলী কে?' বটেশ্বর বলল।

শেলী বলল— 'আমি।'

বটেশ্বর চোখ কুঁচকে শেলীর দিকে তাকাল। বলল— 'বিলিতি কেতার নাম।'

'হ্যাঁ ইংরেজী নাম।'

'শুনেছি শুনেছি— মেমসাহেব গল্পটল্প লিখত।' বটেশ্বর হেসে বলল।

'না, পি.বি. শেলী পুরুষ ছিলেন। কবিতা লিখতেন।' শেলী বলল।

'ঐ একই হলো। কিন্তু তোমাকে যেন দেখেছি।' বটেশ্বর বলল।

'হ্যাঁ, দেখেছেন। কালকে সাহেব বুড়ো আপনার হাত ফস্কে পালাল।'

'ও, হ্যাঁ হ্যাঁ— খুব বেঁচে গেল সাহেব বুড়ো। তবে আমার হাত থেকে বাঁচা মুশকিল। যাক্‌গে—' গীতুর মার দিকে তাকাল— 'তাহলে মিলন নস্করের ঠিকানা তুমি বলতে পারছো না।'

'আজ্ঞা না, পেটে আসতেছে— মুখে আসতেছে না।' গীতুর মা বলল।

'আচ্ছা, শশিশেখর সামন্ত ? তাঁর ঠিকানা জানো ?' বটেশ্বর বলল।

'শশীবাবুকে দেখেছি এই পর্যন্ত— কোতায় থাকে জানি না। গীতুর মা বলল।

বটেশ্বর শব্দ করে নোংরা নোটবই বন্ধ করল। কলম ও নোটবই বুকপকেটে গুঁজল। তারপর দ্রুত বেরিয়ে গেল।

শেলী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। কিন্তু আসল কাজটাই হলো না। মিলন নস্করের ঠিকানাটা পাওয়া গেল না।

'চলি গীতুর মা। আবার আসবো।' শেলী বলল।

'আসবে বৈকি মা। কত্তাবাবুকে ভয় পেওনি।' গীতুর মা বলল।

গগনবাবুর বাড়ির সদর গেটের কাছাকাছি এল শেলী। হঠাৎ দেখল— কে যেন পাশের কলাবতী গাছগুলোর আড়াল থেকে দ্রুত পায়ে ওর দিকে আসছে। পরনে ডুরে শাড়ি। ও— গীতু। গীতু ওর কাছে এল। হাত বাড়িয়ে ওকে একটা খাম দিল। বলল— 'ডাকবাক্সে ফেলি দিবা ?'

'কেন নয় ? আমি পোস্ট করে দেব।' গীতু হয়তো আরও কিছু বলতে চাইল। তখনই দোতলা থেকে গগনবাবুর গলা শোনা গেল— 'এ্যাই গীতু— গীতু !' গীতু একছুটে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল।

শেলী খামটার দিকে তাকাল। খামটার মুখও বন্ধ করা নেই। ডাকটিকিটও লাগানো নেই। শেলী হাসল। এখন আর ভুল শোধরানোরও উপায় নেই। কিন্তু ঠিকানাটা ? শেলী এবার গেটের আলোর কাছে এসে ঠিকানাটা দেখল—

শ্রীমিলনচন্দ্র নস্কর

করিমপুর

রায়পাড়া

উত্তর চব্বিশ-পরগনা

শেলী খুশিতে লাফিয়ে উঠল। মেঘ না চাইতেই জল। এত সহজে মিলনের ঠিকানা পাওয়া যাবে ও ভাবতেও পারেনি।

'ত্রয়ী' অফিসঘর সরগরম। মুড়ি আর তেলেভাজা খাওয়া চলছে, সেই সঙ্গে শেলীর অভিযানের কথা। সব শুনে শান্ত বলল— 'তাহলে দেখা যাচ্ছে বটেশ্বরও উঠে পড়ে লেগেছে। তবে ঐ উজবুকটাকে আমরা হারাবোই।'

শেলী চাপা গলায় বলল— 'ত্রয়ী সত্যসন্ধানী কি ?'

তিনজনই চাপাস্বরে বলে উঠল, 'জয়।'

চাপাস্বরে। কারণ পাশের ঘরেই মোটুর বাবা।

'তাহলে এবার চিঠিটা পড়া যাক।' শান্ত খামটা খুলল।

শেলী বলল— 'পরের চিঠি পড়া উচিত নয়।'

'উপায় নেই। আমরা সত্যসন্ধানী। সত্য জানতে কিছু অনুচিত কাজ করতে আমরা বাধ্য। ভেবে দ্যাখ্— মিথ্যেও বলেছি সেদিন। আমাদেরও মারুতি গাড়ি আছে— এই মিথ্যে

pathagar.net

কথাটা যদি না বলতাম তাহলে হীরুর কাছ থেকে অত খবর বার করতে পারতাম? মোটু, কী বলিস?' শান্ত মোটুর দিকে তাকাল।

'সত্যের জন্য করতেই হবে।' মোটু মুড়ি চিবোতে চিবোতে বলল।

শান্ত চিঠি খুলল.....

ছোট্ট চিঠি। শান্ত পড়ল—

মিলনদা,

বোধহয় জানিয়াছ কত্তাবাবুর পড়ার ঘর আগুনে পুড়িয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বলিতেছে— তুমিই নাকি আগুন লাগাইয়াছ। আমি ইহা বিশ্বাস করি না।

সাবধান— মজিলপুরে এখন আর আসিও না।

প্রণতা,
গীতু

'বাঃ, গীতুর হাতের লেখাটা বেশ সুন্দর'— শান্ত বলল— 'যাক্‌গে। অবশেষে ঠিকানা পাওয়া গেছে। করিমপুর মাইল পাঁচেক দূর। কালকে সাইকেল চড়ে যাবো আমরা। বিকেলেই বেরুবো। যত তাড়াতাড়ি পারিস অফিসে আসবি তোরা।'

মোটু বলল— 'তাহলে দেখা যাচ্ছে— গীতুর মাকে লিস্ট থেকে বাদ দিতে হবে।'

'হ্যাঁ— তাই তো দেখছি।' শান্ত বলল।

শেলী উঠে দাঁড়াল— 'কালকে অনেক হোমটাস্ক রয়েছে।'

শান্ত সাবধানে ইজিচেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল। মোটুও উঠল। শান্ত বলল— 'চল্‌, আমরাও যাবো।'

পরদিন বিকেলে। মোটুকে জলখাবার খেতে ডাকল ওর মা। ও খাবার টেবিলে বসল। কিন্তু খেল শুধু ছানাটুকু। দুটো ডিমসেদ্ধ, সস্‌ মেশানো পাঁউরুটির টুকরোগুলো ওর ছোট টিফিন বাক্সটায় ভরে নিয়ে 'ত্রয়ী'-র অফিসঘরে চলে এল।

একটু পরেই শান্ত বেল বাজাতে বাজাতে সাইকেলে চড়ে এল। শেলীও এসে পড়ল। মোটু আগেই ওর সাইকেল বের করে রেখেছিল। শান্ত বলল— 'শেলী, তুই মোটুর সাইকেলের কেরিয়ারে বোস্‌।'

সাইকেলে উঠল দুজনে। মোটুর সাইকেলের পেছনের কেরিয়ারে শেলী বসল। ওদের আর তর সইছিল না। কী জানি, যদি বটেশ্বর ওদের আগে গিয়েই হাজির হয়।

সাইকেল চলল। পাল্লা দিয়ে দুজনে গতি বাড়াতে লাগল। রাস্তায় গাড়ি, রিকশা, লোকজনের পাশ কাটিয়ে ওরা কিছুক্ষণের মধ্যেই করিমপুর পৌঁছল। জায়গাটা ওদের মজিলপুরের মতো জমজমাট নয়। বলা যায় গ্রামই। ওরা একে ওকে জিজ্ঞেস করে রায়পাড়া এল। একটা মুদীখানার মালিককে মোটু জিজ্ঞেস করল— 'দাদা, মিলনচন্দ্র নস্করের বাড়ি কোন্‌টা?'

'এ পাড়ায় দুজন মিলন নস্কর থাকে। কোন মিলনকে চাই?'

মোটু শান্তর দিকে তাকাল। শান্তও ভাবনায় পড়ল। বলল— 'দুজনের কার বয়েস কেমন?'

মুদীখানার মালিক বলল— 'একজন সত্তর বছরের বুড়ো। অন্যজন যুবক।'

'ঐ যুবক মিলনের কথাই বলছি।' শান্ত সঙ্গে সঙ্গে বলল।

'তা'লে ঐ যে অর্জুন গাছটা দেখছো তার ডান হাতি রাস্তা ধরে চলে যাও। কিছুটা গেলেই বাঁ হাতি একটা টিনের চালঅলা বাড়ি দেখবে। সবুজ রঙের দরজা জানালা। ঐ বাড়ি মিলনদের।' মুদীখানার মালিক বলল।

ওরা একটু খুঁজতেই সবুজ দরজা-জানালাঅলা বাড়ি পেল।

ওরা সাইকেল থামিয়ে নামল। মোটু বলল— 'এখন কী করবি ? কী বলে কথা পাড়বি ?'

মোটুর সাইকেলের পেছনের কেরিয়ারে শেলী বসল।

'এক গ্লাস করে জল খেতে চাইবো। শেলী, দরজার কড়া নাড়্।' শান্ত বলল।

শেলী খট্‌খট্ করে দরজার কড়া নাড়ল।

'কে ?' ভেতর থেকে একজন মহিলার কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'আমরা—' শেলী বলল— 'একটু জল খাবো।'

দরজা খুলে গেল। একজন মধ্যবয়স্কা মহিলা এসে দাঁড়াল। 'জল খাবে? তো ভেতরে এসো।' ওরা দেখল মহিলাটি উল বুনছে।

ওরা ভেতরে ঢুকল। ভেতরে একপাশে একটা বাগান মতো। ঘর বারান্দা বেশ পরিচ্ছন্ন। মহিলাটি একটা মাদুর পাতা চৌকি দেখিয়ে বলল— 'বসো তোমরা।'

ওরা তিনজনে চৌকিটাতে বসল। মহিলাটি ঘরের ভেতরে গেল। একটু পরেই একটা পেতলের জগ আর একটা গ্লাস নিয়ে এল। দুটোই ঝকঝকে পরিষ্কার। গ্লাসে জল ঢেলে দিতে দিতে মহিলাটি বলল— 'তোমরা কোত্থেকে আসছো?'

'মজিলপুরে থাকি আমরা।' শান্ত বলল— 'মজিলপুর চেনেন তো?'

'কেন চিনবো না। আমার ছেলে তো ওখানেই গগনবাবুর বাড়িতে কাজ করতো।' মিলনের মা বলল।

'জানেন— গগনবাবুর লাইব্রেরি ঘর আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে?' মোটু বলল।

'তাই নাকি? শুনিনি তো।' মিলনের মা বলল।

'সে কি?' শান্ত বলল— 'আপনার ছেলেই তো মিলন?'

'হ্যাঁ।' মিলনের মা বলল।

'উনি বলেননি? উনি তো জানেন।' শান্ত বলল।

'না। কখন আগুন লাগল?' মিলনের মা বলল।

'গত শনিবার— রাত তখন আটটার মতো হবে।' মোটু বলল।

মহিলাটি একটু ভাবলেন। তারপর বললেন— 'ও, মনে পড়েছে। ঐদিন দুপুরেই তো মিলন বাড়ি চলে এল। গগনবাবুর সঙ্গে নাকি ভীষণ ঝগড়া হয়েছিল। তাই চাকরি ছেড়ে চলে এল। আমি তো অবাক।'

'তাহলে তো উনি আগুন দেখেননি'— শেলী বলল— 'উনি বোধহয় সন্ধ্যে থেকেই এখানে ছিলেন?'

'না— সন্ধ্যের সময় বেরিয়ে গিয়েছিল। আমি অবশ্য শুধোয়নি কোথায় গিয়েছিল। ও আবার এসব জিজ্ঞেস টিজ্ঞেস করা পছন্দ করে না। তাস খেলার নেশা আছে তো, হয়তো বন্ধুদের আড্ডায় তাস খেলতে গেছিল।' মিলনের মা বলল।

'অনেক রাতে ফিরেছিল?' শান্ত জানতে চাইল।

'হ্যাঁ— তা দশটা সাড়ে দশটা হবে।' মিলনের মা বলল।

শান্ত, মোটু, শেলী পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। তাহলে আগুন লাগার সময় মিলন বাড়ি ছিল না। খুব সন্দেহজনক ব্যাপার।

শান্ত চারদিকে তাকাতে লাগল। দেখল একটা আলনার নিচে একজোড়া বুট। বুটের গায়ে ধুলো জমে আছে। শান্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখতে লাগল। বুটের সাইজটা সেই ছাপের মতোই। তবে সোলটা রাবারের নয়, চামড়ার। হয়তো রাবার সোলের জুতোটা মিলন এখন পরে আছে।

ঠিক তখনই একটি যুবক একটা সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে গেট দিয়ে ঢুকল। যুবকটি বেশ লম্বা। স্বাস্থ্যবান। মাথার চুল ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছে। নাকটা একটু ভোঁতা। গায়ে

একটা হাফহাতা হলদে উলের জাম্পার। তিনজনেই লক্ষ্য করল সেটা। হলদে জাম্পার! তবে কি অপরাধীকে পাওয়া গেল? তিনজনের মনেই এক প্রশ্ন। শান্ত যুবকটির পায়ের দিকে তাকাল। জুতো নয়, কোলাপুরী চটি পায়ে।

যুবকটি ওদের দেখে বেশ অবাকই হলো। মাকে বলল 'এরা কারা?'

'এরা জল খেতে এসেছে।'

'ও!'

'আপনিই তো মিলনবাবু?' শান্ত জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, কেন?' মিলন একটু বিরক্ত হয়েই বলল।

'এমনি— মানে আপনি তো মজিলপুরে চাকরি করতেন? আমরা ওখানেই থাকি।'

'ও, তা গগনবাবুকে তো তোমরা চেনো তাহলে?' মিলন বলল।

'সবাই চেনে।' মোটু বলল।

'হাড় শয়তান বুড়ো এমন বদমাইশ যে বলার নয়।' মিলন বলল।

'আমরাও ওকে পছন্দ করি না। অভদ্র কেপ্পন।' মোটু বলল।

'বুড়োর বেশ আক্কেল হয়েছে।' শেলী বলল।

'মানে?'

'আপনি যেদিন চাকরি ছেড়ে চলে এলেন সেদিন রাতেই ওর লাইব্রেরি ঘর আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।' শান্ত বলল।

'আমি চাকরি কোনদিন ছেড়েছি, তোমরা জানলে কি করে?' মিলন জিজ্ঞাসা করল।

'আপনার মা বলছিলেন।' মোটু বলল।

'শুধু লাইব্রেরি ঘর পুড়েছে? ওর সমস্ত বাড়িটা পুড়ে গেলে আমি বেশি খুশি হতাম— ব্যাটা বুড়ো শালিক।' মিলন বলল।

'আপনি তখন কোথায় ছিলেন' শেলী নিরীহ ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল।

'তাতে তোমার দরকার কী?' মিলন বলল।

শান্ত মিলনের চারপাশে অলস ভঙ্গিতে ঘুরে ঘুরে মিলনের জাম্পারের কোথাও ছেঁড়া আছে কিনা দেখছিল। মিলন বিরক্ত ভঙ্গিতে বলল— 'তুমি কী দেখছো?'

'আপনার জাম্পারের পিঠের দিকে চুন লেগে আছে। দাঁড়ান আমি মুছে দিচ্ছি।' শান্ত বলল। তারপর প্যান্টের পকেট থেকে রুমাল বের করতে গেল। হলো বিপদ। গীতুর চিঠিটা ঐ পকেটেই রাখা ছিল। রুমালের সঙ্গে সঙ্গে চিঠিটাও বেরিয়ে মাটিতে পড়ল।

ঠিকানা লেখা দিকটা ওপরে দেখা গেল। মিলন নিজের নাম-ঠিকানা দেখে তাড়াতাড়ি তুলে নিল। খামটা উল্টোপাল্টে বলল— 'কী ব্যাপার? আমার চিঠি?'

'হ্যাঁ, এটা আপনারই' শান্ত বলল— 'গীতু এটা পোস্ট করতে দিয়েছিল। তা এদিকেই আসছি যখন, তখন হাতে হাতে দেব বলে নিয়ে এলাম।'

মোটু বুদ্ধি করে খামটা আঠা দিয়ে এঁটে এনেছিল। মিলন চিঠিটা বের করে পড়তে লাগল।

শান্ত বলল —'আচ্ছা, আমরা যাচ্ছি। গীতুকে বলবো আপনি চিঠিটা পেয়েছেন।'

মিলনের মার দিকে তাকিয়ে বলল —'আচ্ছা মাসীমা —চলি।'

'এদিকে এলে এসো— কেমন?' মিলনের মা বলল।

'আচ্ছা।' মোটু বলল।

দরজার বাইরে এল ওরা। সাইকেলে উঠতে যাবে, শুনলো মিলন ডাকছে —'এই শুনে যাও।'

শান্ত চাপাস্বরে বলল — 'সাইকেলে উঠে পড় কুইক্।'

সেই মুদীর দোকানের সামনে এসে শান্ত সাইকেল ব্রেক কষে থামল। মোটুও থামল। শান্ত থামল কেন মোটু বুঝল না। শান্ত দোকানের মালিককে বলল —'দাদা, ভুল হয়েছিল। সত্তর বছরের মিলন নস্করের সঙ্গেই আমরা দেখা করতে চেয়েছিলাম। দেখা হয়েছে। আপনার কাছে — আরো দু একজন মিলন নস্করের বাড়ি কোথায় জানতে আসবে। তাদের ঐ সত্তর বছরের মিলন নস্করের বাড়িই পাঠিয়ে দেবেন।'

'আচ্ছা— কিন্তু ওর খোঁজে আসবে কেন?' দোকানদার বলল।

'মিলন নস্কর লটারী জিতেছে।' শান্ত বলল।

'ও, তাই বল।' দোকানদার দাঁত বের করে বলল।

আবার চললো তিনজনে।

কিছুদূর আসতে ওরা দেখল পথের ধারে একটা বিরাট বটগাছ। তার নিচেটা বেদীর মতো বাঁধানো। শান্ত সাইকেলের গতি কমাল। বলল— 'মোটু, থাম্, ঐ বটতলায় বসব।'

সাইকেল থামাল দুজনে। বেদীটায় সাইকেল দুটো ঠেস দিয়ে রেখে বসল। শান্ত বলল— 'বিচ্ছিরি ব্যাপার। চিঠিটা পকেট থেকে পড়ে গেল।'

'তা যাকগে, চিঠি তো দিতেই হতো।'

শেলী বলল— 'তোর কী মনে হয় শান্ত— মিলনই আগুন লাগিয়েছে?'

মোটু বলল— 'অসম্ভব নয়—'

শান্ত বলল— 'গগনবাবুর ওপর ও খাপ্পা হয়েছিল। ও সেদিন রাত করে বাড়ি ফিরেছিল। ওর জুতোর সোলটা রাবারের নয় বলেই অবশ্য মনে হলো। তা ছাড়া জাম্পারের কাঁধের কাছে কয়েকটা উলের মাথা বেরিয়েছিল, তবে ছেঁড়া নয়।'

'হুঁ। তবে চিঠি পেয়েছে, এবার ও সাবধান হয়ে যাবে।' মোটু বলল।

মোটু এবার জিজ্ঞেস করল— 'আচ্ছা শান্ত, তুই মুদীঅলাকে ওসব বললি কেন?'

শান্ত হাসল। বলল— 'বটেশ্বর নির্ঘাৎ মিলনের খোঁজে আসবে। মুদীঅলার কাছে সেই বাড়ি কোথায় জানতে চাইবে। মুদীঅলাও সত্তর বছরের মিলনের বাড়ির হদিস দেবে। ব্যাস— বাবা বটেশ্বর— খাও ঘণ্টাখানেক ঘুরপাক।' মোটু আর শেলী হেসে উঠল।

এরপরে কী করা তাই নিয়ে ওদের মধ্যে কথা চলল। স্থির হলো এবার শেষ সন্দেহভাজন শশিশেখরের বাড়ি খুঁজে বের করতে হবে। এবারের অভিযানের লক্ষ্য শশিশেখর সামন্তের বাড়ি।

আবার সাইকেলে রওনা হলো তিনজনে। শীতের বিকেল। এর মধ্যেই বেশ অন্ধকার

হয়ে এসেছে। একটা মোড় ঘুরতে যাবে, শান্ত দেখল পাশের ঝোপ থেকে একটা লোক দ্রুত রাস্তায় উঠে এল। শান্ত ব্রেক কষতে কষতেও সাইকেলের সামনের চাকাটা গিয়ে লোকটার হাঁটুতে লাগল। লোকটা রাস্তায় চিত হয়ে পড়ল। শান্তও পড়ে গেল।

লোকটা রাস্তায় চিত হয়ে পড়ল।

শান্তই আগে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। লোকটাও উঠল। এ কী ? বটেশ্বর ! বটেশ্বর গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে এগিয়ে এল। মোটুও সাইকেল থামাল। মোটু ও শেলী এগিয়ে এল। বটেশ্বর ওদের দেখেই চিনল। ভরিক্কি গলায় বলল— 'ও, তোমরা ?' শেলীর দিকে তাকিয়ে বলল— 'তুমি শেলী, তাই না ? হ্যাঁ, থানার মেজবাবুকে জিজ্ঞেই করেছিলাম— উনি বললেন— শেলী গল্পও লিখতো না, পদ্যও লিখতো না— লিখতো থেটারের নাটক।' শান্ত আর মোটু এ কথার মানে বুঝল না। কথা বলতে বলতে বটেশ্বর বুকপকেট থেকে নোংরা নোটবইটা বের করল। কলম বের করল। গম্ভীর গলায় বলল— 'পরপর নাম—ঠিকানা বলে যাও।'

শান্ত ওরা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। মোটু বলে উঠল— 'আমরা মানে—

'শাট্ আপ— নাম ঠিকানা।' বটেশ্বর গলা চড়িয়ে বলে উঠল।

'দেখুন— আপনি ঝোপের আড়াল থেকে ওভাবে হঠাৎ বেরিয়ে আসবেন—মানে—আমি ঠিক'— শান্ত বলল।

'আমি ছোট বাইরে গিয়েছিলাম। শাট্ আপ— আর একটি কথাও না— নাম ঠিকানা জলদি।'

মোটু বলল— 'আমরা চুরিও করিনি, ডাকাতিও করিনি— তবে কেন আমাদের নাম লিখবেন?'

'রাতের বেলা— কোনো লাইট ছাড়া সাইকেল চালাচ্ছো— ফাইন দিতে হবে না?' বটেশ্বর বলল।

'বলছিলাম এখনও তো রাত হয়নি—' শেলী বলল।

'শাট্ আপ—নাম— ঠিকানা—তুরন্ত্—।' বটেশ্বর তাড়া দিল।

শান্ত একবার মোটু ও শেলীর দিকে তাকাল। তারপর নিজেদের নাম ঠিকানা বলল। বটেশ্বর সব লিখল। বুকপকেটে নোটবই কলম রেখে বলল— 'হুলিয়া যাবে— কয়েকদিনের মধ্যেই।'

বটেশ্বর ভারিক্কি চালে করিমপুরের দিকে হাঁটতে লাগল।

শান্ত আর মোটু সাইকেলে উঠল। শেলী কেরিয়ারে বসল। সাইকেল চালিয়ে শান্ত চেঁচিয়ে উঠল— 'অট্ যাও।' মোটু ও শেলীও চেঁচিয়ে উঠল— 'অট্ যাও।' তিনজনেই হেসে উঠল। গ্রামের প্রায় নির্জন পথে ওদের হাসির শব্দ ছড়িয়ে পড়ল।

শান্ত সাইকেল চালাতে চালাতে বলল— 'বটেশ্বর কোথায় যাচ্ছে বুঝেছিস?'

মোটু একটু হাঁফধরা গলায় বলল— 'মিলন নস্করের বাড়ি। ও এখনও আমাদের বেশ পেছনে পড়ে আছে।'

শান্ত বলল— 'মিলন গীতুর চিঠি পেয়েছে। ও এখন বেশ সাবধান হয়ে যাবে। বটেশ্বর ওর কাছ থেকে কোনো কথা বের করতে পারবে বলে মনে হয় না।'

'মিলন কথা বলবে। তবে উল্টোপাল্টা বলবে। তাতে আমাদেরই সুবিধে হবে।' শেলী বলল। পরদিন বিকেলে স্কুল থেকে ফিরতেই মোটুর মা মোটুকে চেপে ধরলেন— 'হ্যাঁরে— তুই সাহেব বুড়ো না কার কথা যেন বলেছিলি?'

'হ্যাঁ, সাহেব বুড়ো' সোয়েটার খুলে স্কুল য়ুনিফর্মের বোতাম খুলতে খুলতে মোটু বলল।

'সেই বুড়ো এসেছিল।'

মোটু লাফিয়ে উঠল— 'সত্যি?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি বুটজোড়া দিয়ে দাওনি তো?' মোটু বলল।

'না, না। তুই তো বুটজোড়া কালির পালিশ করে রেখেছিস?' মা বললেন।

'হ্যাঁ।' মোটু বলল।

'তুই-ই দিবি। বুড়োকে পাঁচটার সময় আসতে বলেছি।' মা বলল।

মোটু ঘড়ির দিকে তাকাল। চারটে বেজে পঁয়ত্রিশ। জলখাবার খেতে গেলে দেরি হয়ে

pathagar.net

যাবে। ও আর ফুলপ্যান্টটা ছাড়ল না। য়ুনিফর্মের জামার বোতামগুলো আবার লাগাল। আলনা থেকে র‍্যাপারটা টেনে নিয়ে বলল— 'মা, আমি এক্ষুণি আসছি।' বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মা আর কোনো কথা বলার অবকাশই পেলেন না।

মিনিট পনেরোর মধ্যে শান্ত আর শেলীকে নিয়ে ফিরে এল। 'ত্রয়ী'র অফিসঘর খুলল। দুটো চেয়ারে ও আর শেলী বসল। আধভাঙা ইজিচেয়ারে শান্ত বসল। শান্ত বলল— 'বুটজোড়া নিয়ে আয়। টেবিলের ওপর সাহেব বুড়োর নাকের ডগায় থাকবে বুটজোড়া।'

মোটু একছুটে গিয়ে বুটজোড়া নিয়ে এল। কালির পালিশে একেবারে নতুন মনে হচ্ছিল বুটজোড়াটা। মোটু বুটজোড়া টেবিলের ওপর রাখল।

এবার প্রতীক্ষা। কেউ কোনো কথা বলছে না। তিনজনেরই এক চিন্তা— সাহেব বুড়ো আসবে তো? মোটু একবার করে ওঠে, দরজার বাইরে উঁকি দেয়, আবার ফিরে আসে। শেলী ঘন ঘন হাতঘড়ি দেখছে। মোটু খাবারের কথাও ভুলে গেছে।

সাহেব বুড়ো এসে দরজায় দাঁড়াল। তিনজনেই লাফিয়ে উঠল। টেবিলে বুটজোড়া দেখে সাহেব বুড়ো ফোকলা দাঁতে হাসল। কোমরের নারকেলের দাড়িটায় একবার হাত বুলিয়ে শক্ত করল। তারপর বুটজোড়াটার দিকে হাত বাড়িয়ে এগোল।

শান্ত বলল— 'উঁহু আগে আমাদের সব প্রশ্নের জবাব দেবে, তারপর বুটজোড়া পাবে।'

'বেশ— জিগাও কী জিগাবা?' বুড়ো একটু মনঃক্ষুণ্ন হয়ে বলল।

'আগে এই ইজিচেয়ারটায় বসো।' শান্ত বলল।

সাহেব বুড়ো ইজিচেয়ারটার দিকে চোখ পিট্‌পিট্ করে তাকিয়ে বলল— 'ভাইঙ্গা পইড়া যামু।'

'এখানে সবই ভাঙা'— শেলী বলল।

'যাকগে— এই চেয়ারটায় বসো।' মোটু নিজের চেয়ারটা দেখাল।

সাহেব বুড়ো আস্তে আস্তে সাবধানে চেয়ারটায় বসল। বলল— 'পুলুশ ল্যালাইয়া দিবা না তো?'

'না, না। বটেশ্বরকে আমরাও দুচক্ষে দেখতে পারি না।' মোটু বলল।

শান্ত বলল— 'আচ্ছা সাহেব— বুড়ো যেদিন গগনবাবুর লাইব্রেরি ঘরে আগুন লাগল সেদিন বাগানের ওপাশে খাদের মতো জায়গাটায়, কচুগাছের জঙ্গলে তুমি কাউকে লুকিয়ে থাকতে দেখেছিলে?'

'হ্যাঁ দেখ্‌ছি। সাহেব বুড়ো বলল।

শান্তরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। সবাই উত্তেজিত।

'সত্যি কাউকে দেখেছিলে?' মোটু জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ— কয়েকজনরে দেখ্‌ছি।'

'তখন তুমি কোথায় ছিলে?' শান্ত জিজ্ঞেস করল।

'তা জাইনা তোমার কী লাভ?' বুড়ো বেশ রেগেই বলল— 'আমি তো আর আগুন লাগাই নাই।'

pathagar.net

'তুমি পোল্ট্রি থেকে ডিম চুরির ধান্দায় ছিলে।' মোটু বলল।

শান্ত ডান হাতের চেটো উঁচু করে মোটুকে থামিয়ে দিল। বলল— 'তুমি যাকে দেখেছিলে সে কি যুবক? বেশ লম্বা স্বাস্থ্যবান, ঘাড় পর্যন্ত মাথার চুল?' শান্ত মিলনের বর্ণনা দিল।

'হ্যাঁ, লম্বা চুল মাথায়— চেহারাও লম্বা— পাশে কার সঙ্গে ফিস্‌ফিস্ কইরা কথা কইতাছিল।'

'তাকে দেখোনি?'

'না— ঝোপের আড়াল পড়ছিল।'

শান্ত মোটুর দিকে তাকাল। বলল— 'তাহলে দেখা যাচ্ছে মিলনের সঙ্গে আর কেউ ছিল। দুজনে আগুন লাগিয়েছে।'

সাহেব বুড়ো দুহাত নেড়ে বলে উঠল— 'আমারে এই ঝামেলায় জড়াইও না। জুতা দেও— আমি চইলা যাই। আমি আর কিছু কমু না।'

শান্ত ভাবল, তবে কি মিলনের সঙ্গে শশীবাবুও ছিল?

ত্রয়ীর অফিসঘরে যখন জিজ্ঞাসাবাদ চলছে ঠিক তখনই মোটুর মা দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ালেন। সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন— 'তোরা এই পোড়োঘরে বসে কি করছিস?'

'পরে বলব।' মোটু বলল।

'বেশ। কিন্তু স্কুল থেকে ফিরে তো কিছুই খাসনি।'

'খাবার করেছো তো?' মোটু বলল।

'হ্যাঁ, পরোটা আর পোস্ত দিয়ে আলুভাজা। তুই ভালোবাসিস।' মোটুর মা বললেন।

'এখানে আমরা সবাই খাবো মাসিমা।' শান্ত বলল।

'বেশ তো, পাঠিয়ে দিচ্ছি।' মোটুর মা চলে গেলেন।

শান্ত বলল— 'সাহেব— তুমি তাহলে আর কিছু বলবে না?'

'না— মুখে তালা।'সাহেব বুড়ো ব্যাজার মুখে বলল।

'ঠিক আছে'— শেলী বলল— পুলুশ যখন ধরবে তখন বুঝবে মজা।'

চটাং করে সাহেব বুড়ো চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। গজর গজর করতে করতে বলল— 'এই জন্যই আইতে চাই নাই।'

শান্ত হেসে বলল— 'না না ও এমনি তোমাকে ক্ষ্যাপাচ্ছে। বসো—পরোটা খেয়ে যাও।'

সাহেব বুড়ো বসল।

তখনই মোটুদের রাঁধুনী ঢুকল। একটা গামলায় করে পরোটা আলুভাজা নিয়ে এসেছে। এক জাগ জল ও গ্লাস এনেছে। ভাঙা টেবিলের ওপর বুটজুতো দেখে তো রাঁধুনী হাঁ। মোটু বুটজোড়া নামিয়ে মেঝেয় রাখল। প্লেটে সবাইকে খাবার দেওয়া হলো। চারটে করে পরোটা আর ভাজা। সাহেব বুড়ো খাবার পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে খেতে লাগল।

শান্ত মোটু আর শেলীর দিকে তাকিয়ে বলল— 'আগেই খাস্ না।'

ওরা না খেয়ে সাহেব বুড়োর খাওয়া দেখতে লাগল। মুহূর্তে সাহেব বুড়োর প্লেট ফাঁকা। সাহেব বুড়ো চোখ পিট্‌পিট্ করে ওদের দিকে তাকাল। শান্ত ওর চারটে পরোটাই সাহেব

বুড়োর প্লেটে তুলে দিল। সেই সঙ্গে আলুভাজাও। নির্বিকার মুখে সাহেব বুড়ো খেয়ে চলল। প্লেট সাফ্।

মোটু বলল— 'আর খাবে?'

সাহেব বুড়ো ঘাড় নাড়ল— আরো খাব। মোটু ও শেলী ওদের পরোটাগুলো আর আলুভাজা সাহেব বুড়োর প্লেটে তুলে দিল। এবার সাহেব বুড়ো আস্তে আস্তে খেতে লাগল। সব পরোটা আলুভাজা শেষ। টেবিল থেকে জাগটা তুলে নিয়ে ঢক্‌ঢক্ করে আধজাগ জল খেয়ে নিল সাহেব বুড়ো। শান্তরা কিন্তু মোটেই দুঃখিত হলো না। বরং একজন ক্ষুধার্তকে পেট ভরে খাওয়াতে পেরেছে, এতে ওদের মন আনন্দে ভরে উঠল।

এবার সাহেব বুড়ো ওর শতছিন্ন জুতোজোড়া খুলে ফেলল। মোটুর দেওয়া জুতোজোড়া পরল। মেঝের ওপর কয়েক পা ঘুরল। হেসে বলল— 'ঠিক লাগছে।' তারপর আর একটি কথাও না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সাহেব বুড়োর ছেড়ে যাওয়া জুতো জোড়ার দিকে এবার ওদের নজর পড়ল। মোটু বলল— 'এ দুটো কী করবি?'

'মিউজিয়ামে দিয়ে আসব। একজোড়া জুতো কতদিন পরা যায় তার রেকর্ড।' শান্ত বলল।

তিনজনেই হেসে উঠল।

সেদিন মোটু আর শেলী 'ত্রয়ী সত্যসন্ধানী'র অফিসঘরে বসে আছে। মোটু যথারীতি পকেট ভর্তি চানাচুর নিয়ে এসেছে। দুজনে চানাচুর চিবোচ্ছে আর ভাবছে কতক্ষণে শান্ত আসবে। তদন্ত অনেকদূর এগিয়েছে। এবারের পরিকল্পনা কী?

একটু পরেই শান্ত এল। ওর নির্দিষ্ট ইজিচেয়ারে সাবধানে বসল। মোটু চানাচুর দিল। চানাচুর চিবোতে চিবোতে শান্ত বলল— 'এবারে কী করবি?'

'শশীশেখর সামন্তের বাড়ি হানা দিতে হবে।' মোটু বলল।

শেলী বলল— 'সে তো বুঝলাম, কিন্তু এবারও কি জল খেতে চাইবো?'

'উঁহু— অন্য কোনো উপায় বের করতে হবে। খুব গভীরভাবে ভাব।' শান্ত বলল।

তিনজনে ভাবতে লাগল। ঘর নিস্তব্ধ, শুধু চানাচুর চিবোনোর কুড়মুড় শব্দ। মোটু একসময় বলল— 'এবার লুকিয়ে ঢুকে পড়ব।'

'না,' শান্ত বলল— 'আমি এইমাত্র শশীবাবুর বাড়ি দেখে এলাম। একটা ভালো আইডিয়া আমার মাথায় এসেছে।'

'বল্ সেটা।' শেলী বলল।

'শশীবাবুর বাড়ির দেয়ালের পাশেই একটা মাঠ। পাড়ার ছেলেরা ওখানে ফুটবল, ক্রিকেট খেলে। আমরাও ওখানে ক্রিকেট খেলতে যাব। এমন বল মারব যেন দেয়াল ডিঙিয়ে সেই বল শশীবাবুর বাগানে গিয়ে পড়ে। আমরাও দেয়াল ডিঙিয়ে ঢুকব। বল খুঁজতে থাকব। সুযোগ বুঝে শশীবাবুর জুতো রাখার জায়গাটা দেখব। কেমন জুতো শশীবাবু পরেন সেটা দেখাই আমাদের উদ্দেশ্য। জুতোর সোল রাবারের কিনা— ঢেউয়ের মতো বাঁকা কাটা কাটা কিনা।

pathagar.net

মোটু লাফিয়ে উঠল— 'গুড আইডিয়া। তাহলে কাল বিকেলেই।'

'দেয়ালটা কি খুব উঁচু?' শেলী বলল।

'না সহজেই ডিঙোনো যাবে।' শান্ত বলল।

'তাহলে ওকথাই রইল, কাল বিকেলে। আমার ক্রিকেট খেলার সেট আছে।' মোটু বলল।

'না না—' শান্ত বলল— 'অত কিছু নিতে হবে না। শুধু একটা ব্যাট আর একটা বল, তিনটে স্ট্যাম্প। এই নিবি।'

পরদিন বিকেলেই ওরা ত্রয়ী অফিসে এল। মোটু ব্যাট, বল এনেই রেখেছিল। সেসব নিয়ে তিনজন শশীবাবুর বাড়ির পাশের মাঠে এল।

শান্ত বলল— 'শেলী, তুই দেয়াল ডিঙোতে পারবি না। তুই মাঠে থাকবি। ব্যাট বল পাহারা দিবি।'

শেলীর মন খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু উপায় নেই। শান্ত দলনেতা।

পাড়ার কিছু ছেলে একপাশে ক্রিকেট খেলছিল। শান্তরা শশীবাবুর বাড়ির দেয়ালের কাছে স্ট্যাম্প পুঁতল। মোটু বল করছে। শান্ত ব্যাট করছে। শেলী উইকেট-কীপার। খেলা চলল। মোটু গোটা দশেক বল করেই হাঁপিয়ে উঠল। শান্ত খেলেই চলেছে। এবার মোটুর বল শান্ত মারতে পারল না। স্ট্যাম্প উড়ে গেল।

মোটু বলল— 'তুই আউট। আমি ব্যাট করব।'

আবার স্ট্যাম্প পোঁতা হলো। শান্ত বল করতে লাগল। মোটু ব্যাট করতে লাগল। দুটো বল আস্তে খেলেই তৃতীয় বলটা জোরে খেলল। বল উঠে গিয়ে দেয়াল ডিঙিয়ে শশীবাবুর বাড়ির বাগানে গিয়ে পড়ল।

তিনজনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। শান্ত আর মোটু দেয়ালের কাছে এল। প্রথমে মোটু দেয়াল ডিঙোল। তারপর শান্ত।

বাগানে পরস্পর ডাকাডাকি করে ওরা দুজনে বল খুঁজতে লাগল যাতে ওদের গলা শুনে বাড়ি থেকে কেউ বেরিয়ে আসে। কেউ বেরুল না। কিন্তু একতলার একটা জানালা খুলে গেল। জানালা দিয়ে মুখ বাড়ালেন স্বয়ং শশীশেখর। ততক্ষণে হারানো বল মোটুর পকেটে।

শশীশেখর রোগাটে মানুষ। মাথায় টাক। পাকা দাড়ি ঝুলছে বুক পর্যন্ত। চোখে এত পাওয়ারের চশমা যে চোখ দুটো বড় বড় দেখাচ্ছে। শশীবাবু মিহি গলায় বললেন— 'তোমরা ওখানে কী করছো?'

শান্ত আস্তে আস্তে শশীবাবু যে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন তার নিচে গিয়ে দাঁড়াল। বলল— 'স্যার, কিছু মনে করবেন না— খেলতে খেলতে আমাদের ক্রিকেট বলটা আপনার বাগানে এসে পড়েছে। সেটাই আমরা খুঁজছি।

'কিন্তু কয়েকদিন আগেই বাগানে আটটা চন্দ্রমল্লিকা গাছ লাগানো হয়েছে যে।' শশীবাবু বললেন।

'কোনো গাছের ক্ষতি হবে না স্যার। আমরা সাবধানে খুঁজছি।' মোটু একটু দূর থেকে বলল।

pathagar.net

শশীবাবু যখন জানালা খুলে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তখন তাঁর হাতে দুটো কাগজ ছিল। কথায় কথায় তিনি কাগজ দুটো জানালার ওপর রেখেছিলেন এবং হাত চাপা দিতে ভুলে গিয়েছিলেন। এই সময়ই ঘটল কাণ্ডটা। এক ঝলক জোর হাওয়া বাগানের দিক থেকে বইল। কাগজ দুটো উড়ে এসে শান্তর কাছ থেকে একটু দূরে পড়ল। শশীবাবু চিৎকার করে উঠলেন— 'সর্বনাশ— ধরো ধরো, ঐ কাগজ দুটো ড্রেনে না পড়ে যায়।'

শান্ত সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে কাগজ দুটো ঘাস থেকে তুলে নিল। দেখল একেবারে হলদে হয়ে গেছে কাগজ দুটো। ভাঁজে ভাঁজে জায়গাগুলোতে সেলোফেন কাগজ দিয়ে আটকানো। বাঁকা বাঁকা লম্বা ইংরেজীতে কী লেখা। অন্য কাগজটা আর দেখা হলো না। শশীবাবু বলে উঠলেন— 'নাড়াচাড়া করো না। নিয়ে এস সাবধানে।'

শান্ত কাগজ দুটো শশীবাবুর হাতে দিতে দিতে বলল— 'খুব পুরোনো কাগজ, তাই না?'

শশীবাবু সবজান্তার হাসি হাসলেন— 'জানো ইংরেজীতে লেখা এই কাগজটা কবেকার?'

'তা কী করে বলব।' শান্ত বলল।

'দুশো বছরেরও আগের। Blackhole tragedyর কথা শুনেছো?' শশীবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ, অন্ধকূপহত্যা।' শান্ত বলল।

'ঠিক। সেই সময় যারা মারা গিয়েছিল হলওয়েল সাহেব তাদের লিস্ট করেছিলেন। এটা সেই লিস্ট। শশীবাবু হেসে বললেন।

শান্ত অবাক হয়ে গেল। তারপর বলল— 'কিন্তু বিখ্যাত ঐতিহাসিকরা তো প্রমাণ করেছেন অন্ধকূপহত্যা মিথ্যে।'

'ঠিক— তবু ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে এটা কত দামী বুঝতে পারছ।' শশীবাবু বললেন।

'তা তো বটেই। আর ঐ কাগজটা?' শান্ত জিজ্ঞেস করল।

'মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের একটা দানপত্র।' শশীবাবু বললেন।

'মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র? বাপ্‌স্ সে তো অনেকদিন আগেকার কথা।' শান্ত চোখ বড় বড় করল।

শশীবাবু খুশির হাসি হাসলেন। বললেন— 'ভেতরে এসো— কত পুরেনো দলিল ছবি আছে— অবাক হয়ে যাবে দেখলে।'

'কিন্তু আমার সঙ্গে একজন বন্ধু রয়েছে যে।' শান্ত বলল।

'তাকেও নিয়ে এসো। দেখো—বাগানের দিকে দরজা খোলা আছে।'

শান্ত মোটুকে হাতের ইশারায় ডাকল। ও কাছে এলে শান্ত বলল— 'শশীবাবু ভেতরে ডেকেছে— চল।'

দুজনে বাগানের দিকের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। দরজা ধাক্কা দিতেই খুলে গেল। পরিষ্কার ঝকঝকে মেঝে। কিন্তু দরজা দিয়ে ঢুকতে গিয়েই হলো বিপত্তি। শশীশেখরের স্ত্রী এসে দাঁড়ালেন। ছোটখাটো চেহারার ভদ্রমহিলা। কেমন পুতুল পুতুল চেহারা। আঙুল দিয়ে নাক ঘষে নিয়ে ভদ্রমহিলা বললেন— তোমরা এখানে কী করছো? এটা ডঃ সামন্তর

pathagar.net

বাড়ি। উনি কাউকে বাড়িতে ঢুকতে দেন না।

'কিন্তু'— শান্ত বলল— 'উনি এই মাত্র আমাদের ভেতরে আসতে বললেন।'

শশীবাবুর স্ত্রী বেশ আশ্চর্য হলেন। বললেন— 'একমাত্র গগনবাবু ছাড়া তাঁর ঘরে তিনি কাউকে ঢুকতে দেন না। অবশ্য ঝগড়া হবার পর গগনবাবুও আসেননি।'

'তবে'— শান্ত বলল— 'শশীবাবুই গগনবাবুর কাছে গিয়েছিলেন হয়তো।'

'না। উনি বলেছিলেন উনি গগনবাবুর মুখদর্শন করবেন না। লোকটা গাধার মতো চ্যাঁচায়। অসহ্য। অবশ্য উনি খুব মনভুলো। অদ্ভুত কাণ্ডও করেন মাঝে মাঝে, তবে মানুষ হিসেবে ওঁর তুলনা হয় না।' শশীবাবুর স্ত্রী বললেন ?

মোটু বলল— 'আচ্ছা উনি কি গগনবাবুর বাড়ি যাননি যেদিন গগনবাবুর বাড়িতে আগুন লেগেছিল ?'

'বিকেলে উনি প্রত্যেকদিনই একটু বেড়িয়ে বেড়ান। সেদিন বিকেলেও বেরিয়েছিলেন, তবে গগনবাবুর বাড়ি গিয়েছিলেন কিনা জানি না।' শশীবাবুর স্ত্রী বললেন।

'তখন ক'টা হবে ?' শান্ত বেশ সাদামাটা ভঙ্গীতে বলল।

'ছ'টা মতো হবে। কিন্তু আগুন লাগার আগেই ফিরে এসেছিলেন।' শশীবাবুর স্ত্রী বললেন।

শান্ত আর মোটু পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। দু'জনেই ভাবল— তবে কি শশীবাবুই আগুন লাগিয়ে ফিরে এসেছিলেন ?

'তোমরা আগুন দেখেছিলে ?' শশীবাবুর স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন।

ওরা কোনো উত্তর দেবার আগেই দেখা গেল শশীবাবু আসছেন। ওদের দেরি দেখেই খোঁজ নিতে এলেন বোধহয়।

শশীবাবু ওদের তাঁর পড়ার ঘরে নিয়ে গেলেন। বেশ নোংরা আর অগোছালো ঘরটা। নানা ধরনের তালপাতার পুঁথি কাগজ পত্রিকা স্তূপাকার ছড়ানো। দেয়ালের আলমারীতে থাক থাক বইয়ের পাহাড়।

'অপূর্ব!' শান্ত বলল— 'কিন্তু স্যার, এত অগোছালো কেন ?'

শশীবাবু নাকের ডগায় ঝুলে পড়া চশমাটা ঠিক করে লাগিয়ে বললেন— 'এ ঘরে কোনো জিনিসে হাত দেওয়ার হুকুম নেই। আমি চাই যা যেমন আছে তা তেমনি থাকবে। যাকগে— তাক থেকে একটা তালপাতার পুঁথি অতি সন্তর্পণে নামালেন। ফুঁ দিয়ে ধুলো ঝেড়ে বললেন— 'এটা লেখা হয়েছিল পনেরো শ'— পনেরো শ'—আ ঠিক মনে পড়ছে না— ইয়ে মানে— ঐ গগনবাবু গাধার মতো চিৎকার করে এমন ঝগড়া করলেন আমার সঙ্গে যে আমার মনমেজাজ বিগড়ে গেল— এখনও তার জের কাটেনি।'

মোটু বলল— 'সেদিন ঝগড়াঝাঁটির পর আপনার খুব মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছিল, তাই না ?'

'বটেই তো'— পকেট থেকে একটা নোংরা রুমাল বের করলেন শশীবাবু। নাকের ডগায় নেমে আসা চশমাটা খুললেন। রুমাল দিয়ে পরিষ্কার করলেন। চশমা পরলেন। বললেন— 'মুঘল আমল সম্পর্কে কিছু দুষ্প্রাপ্য নথিপত্র হাতে লেখা বই এসব গগনবাবুর আছে। লোকটা জানেশোনেও। কিন্তু আমার সঙ্গে মতের অমিল হলেই ঝগড়া। আমি ঝগড়াঝাঁটি

pathagar.net

একেবারে পছন্দ করি না।'

'আপনাদের কী নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল' ? শান্ত বলল।

'আমি জোব চার্নকের ছবি জোগাড় করেছিলাম আর হেস্টিংসের লেখা একটা চিঠি। গগনবাবু বলে কিনা দুটোই জাল— মিথ্যে। ব্যস, লেগে গেল। যাক্‌গে—' শশীবাবু কথা থামিয়ে তাক থেকে একটা বই নিলেন। বইয়ের মলাটের রঙ ছাই ছাই। উইপোকায় কাটা একটা জরাজীর্ণ বই। অতি সন্তর্পণে বইটার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বললেন— 'কলকাতা নগরী সম্পর্কে লেখা প্রথম বই।' বই থেকে একটা হাতে-আঁকা ছবি দেখিয়ে বললেন— 'চিনতে পারো এটা কলকাতার কোন জায়গার ছবি ?'

শান্ত আর মোটু দুজনেই চুপ। ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইল।

এটা কলকাতার কোন জায়গার ছবি

'আজকের ধর্মতলার ছবি। দেখো পাল্কী, দরমার বেড়ার বাড়ি, পুকুর।' একটু থেমে

শশীবাবু কলকাতার অতীত ইতিহাস বলতে শুরু করলেন। অনেক গুরুগম্ভীর বিষয়— যেমন রাজস্ব আদায়, ইংরেজদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এসবও বলতে লাগলেন, যেন শ্রোতা শান্ত আর মোটু তাঁরই মতো পণ্ডিত ঐতিহাসিক।

শান্ত ফিস্‌ফিস করে মোটুকে বলল 'তুই যা— দ্যাখ্‌গে কোথায় জুতো রাখা হয়। ঢেউকাটা সোলঅলা জুতো খুঁজে দ্যাখ্।'

মোটু আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল পড়ার ঘর থেকে। শশীবাবুর চশমা নাকের ডগায় নেমে এসেছে। তিনি অনর্গল বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন। শান্ত ভাবল— ও নিজেও যদি বেরিয়ে যায় শশীবাবু একইভাবে তখনও বক্তৃতা দিয়ে যাবেন।

ওদিকে মোটু পা টিপে টিপে বড় ঘরটায় এল। চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল কোথায় জুতো রাখা হয়। তাকাতে তাকাতে কোণার দিকে একটা দেয়াল- আলমারী দেখল। আলমারীর ডালা আধভেজানো। ও আলমারী খুলল। দেখল নিচের তাকে পরপর জুতো সাজানো। এককোণে কয়েক জোড়া ছেঁড়া মোজা ঝোলানো। জুতোগুলোয়ও ধুলো লেগে আছে। ও দ্রুত বুট জুতোগুলো উল্টে দেখতে লাগল রাবার সোলঅলা কিনা। একজোড়া জুতোয় রাবার সোল পেল। বাকীগুলো চামড়ার সোল। রাবারের সোলটা ও মনোযোগ দিয়ে দেখল। ওর ছবির সঙ্গে মিল আছে, তবে হুবহু এক কিনা বুঝতে পারল না। ও তাড়াতাড়ি ওটার এক পাটি নিজের চামড়ার জ্যাকেটের মধ্যে পুরল। জ্যাকেটের সামনের দিকটা বেঢপ উঁচু হয়ে রইল।

ও তাড়াতাড়ি ওখান থেকে সরে আসতে যাবে— পেছন ফিরে দাঁড়াতেই দেখল শশীবাবুর স্ত্রী দাঁড়িয়ে। তাঁর চোখেমুখে বিস্ময়। বললেন— 'তুমি ওখানে কি করছো ? তোমরা লুকোচুরি খেলছো নাকি ?'

'না, না'— মোটু আমতা আমতা করে বলল।

'পড়ার ঘরে চলো।' শশীবাবুর স্ত্রী বললেন। তাঁর হাতে একটা ট্রে। তাতে তিনটে প্লেট রাখা। প্লেটে ফুলকো লুচি আর বেগুনভাজা।

শশীবাবুর স্ত্রী পড়ার ঘরে ঢুকলেন। পেছনে মোটু। ওর পেটের কাছটা জুতোর জন্যে উঁচিয়ে থাকাতে ওকে আরো মোটা দেখাচ্ছিল। এতক্ষণে শশীবাবুর স্ত্রীর নজর পড়ল মোটুর পেটের দিকে। বললেন— 'পেটটা উঁচু হয়ে উঠেছে—কী রেখেছো ওখানে ?'

'ক্রিকেট খেলার চারটে বল। আমি সবকিছু এখানেই রাখি।' মোটু বলল।

শান্ত কিন্তু উঁচু হওয়া জায়গাটা দেখেই বুঝল ওখানে মোটু একপাটি জুতো ঢুকিয়েছে।

শশীবাবু তখনও বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর স্ত্রী বললেন— 'এবার বক্তিমে থামাও। লুচিগুলো খেয়ে নাও। দুপুরে তো ভালো করে খাওনি।' তারপর শান্ত ও মোটুর দিকে তাকিয়ে বললেন— 'কী কুক্ষণে যে আগুন লাগল! তার পরদিন থেকে উনি ভালো করে খাচ্ছেনই না।'

শশীবাবুর স্ত্রী প্লেটগুলো তিনজনকে দিলেন। শশীবাবু প্লেট-এর খাবারের দিকে তাকালেনই না। শান্ত আর মোটুর বেশ খিদে পেয়েছিল। ওরা গপগপ করে সব খেয়ে নিল।

'কী হলো ? খেয়ে নাও।' শশীবাবুর স্ত্রী শশীবাবুকে তাগাদা দিলেন।

'কী আর খাবো বলো—' নাকের ডগায় নেমে আসা চশমাটা ঠেলে তুলে শশীবাবু বললেন— 'উঃ কী অমূল্য সেই কাগজ দুটো। দুষ্প্রাপ্য। হাজার হাজার টাকা দিলেও পাওয়া যাবে না। আমি কী গর্দভ— রাগের মাথায় কাগজ দুটো আনতে ভুলেই গেলাম। এখন পুড়ে শেষ। গগনবাবুর আর কী? তাঁর সবকিছুই ইনসিওর করা। টাকা পাবেন ঠিক। কিন্তু আমি?

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' শশীবাবুর স্ত্রী সান্ত্বনা দেওয়ার সুরে বললেন।

শান্ত বলল— 'স্যার আপনি যদি সেদিন সন্ধ্যেবেলা বেড়াতে বেড়াতে ওদিকে যেতেন তো আগুন লাগার ব্যাপারটা দেখতে পেতেন।'

শশীবাবু কেমন যেন চমকে উঠলেন। মাথাটা নড়ে উঠল। চশমা নাকের ডগায় নেমে এল।

শশীবাবুর স্ত্রী বললেন— 'তুমি তো সেদিন বলেছিলে বেড়াতে বেড়াতে কোথায় গিয়েছিলে তা তোমার মনেই পড়ছে না।'

'এ্যাঁ— হ্যাঁ, হ্যাঁ—।' চশমাটা ঠেলে তুলে শশীবাবু বললেন— 'কখন যে কোথায় যাই, কী করি, পরে আবার মনেই করতে পারি না।'

'আহা, তুমি এসব নিয়ে ভাবছো কেন?' শশীবাবুর স্ত্রী বললেন। তারপর শান্তদের দিকে তাকিয়ে বললেন— 'এবার তোমরা যাও— দেখছো তো ওর মনের অবস্থা।'

শান্ত আর মোটু উঠে দাঁড়াল। তারপর পড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বাগানের দিককার দরজা দিয়ে বাগানে এল। দেয়াল টপকে মাঠে এসে নামল। দেখল শেলী ব্যাট বল আগলে মাঠে বসে আছে।

শান্ত এসে ওর পাশে বসল। শান্ত বলল— 'মোটু বস এখানেই কথাবার্তা সেরে নিই। রাস্তায় কোনো কথা বলা যাবে না।' মোটু বলল।

'কী হলো বল,' শেলী বলল।

মোটু একে একে সব ঘটনা কথাবার্তার ব্যাপারটা বলল। শেলী সব শুনে বলল— 'জুতোর সোলের ছাপ মিলেছে?'

'সেটা খুঁটিয়ে দেখতে হবে।' মোটু বলল।

শান্ত বলল— 'সেদিন সন্ধ্যেবেলা শশীবাবু কোথায় গিয়েছিলেন সেটাই জানা গলে না।'

'দেখলি না আগুন লাগার কথা বলতেই কেমন চমকে উঠলেন?' মোটু বলল— 'আমার মনে হয় শশীবাবুই গগনবাবুর ওপর ক্ষেপে গিয়ে লাইব্রেরির ঘরে সেদিন সন্ধ্যেবলো আগুন লাগিয়েছেন। ভুলো মন, এখন কিছুই মনে করতে পারছেন না।'

'উঁহু— ওরকম একটা শিক্ষিত ভদ্র মানুষ এ কাজ করতে পারেন না।' শান্ত বলল— 'যাক্‌গে মোটু, জুতোটা বের কর।'

মোটু জ্যাকেটের নিচ থেকে জুতোটা বের করল। তিনজনে ঝুঁকে পড়ল। রাবার সোল ঠিকই। কিন্তু খাঁজকাটাগুলো ঠিক মোটুর ছবির মতো নয়। মেলাতে হবে।

শান্ত উঠে দাঁড়াল— 'চল্— অফিস ঘরে গিয়ে মেলাবো।'

'ত্রয়ী সত্যসন্ধানী অফিসঘরে ঢুকল তিনজনে। মোটু দ্রুত কাচভাঙা একটা আলমারী থেকে জুতোর সোলের ছবিটা বের করল। টেবিলে পাতল। শশীবাবুর জুতোর সোলের সঙ্গে মেলাতে লাগল তিনজনে। কিন্তু হতাশ হলো। শশীবাবুর জুতোর সোলের খাঁজগুলো কাটা কাটা। ছবিরটা ঢেউ খেলানো। শান্ত সাবধানে ইজিচেয়ারে বসে পড়ল। মোটু আর শেলী চেয়ারে বসল। তিনজনেই গভীর চিন্তায় ডুবে গেল।

মোটু নীরবতা ভঙ্গ করল। বলল— 'সাহেব বুড়ো মিলনকে কারো সঙ্গে ফিস্‌ফিস্‌ করে কথা বলতে দেখেছিল। মনে হয় সেই লোকটিই শশীবাবু। মিলন আর শশীবাবু দুজনে মিলে আগুন লাগিয়েছে।'

শান্ত বলল— 'হতে পারে। ওরা দুজনেই পরস্পরের পরিচিত। দুজনে মিলে গগনবাবুর ওপর শোধ তুলেছে।'

শেলী উঠে দাঁড়াল। বলল— 'বাড়ি যাবো। তাড়াতাড়ি ঠিক কর কী করবি এখন?'

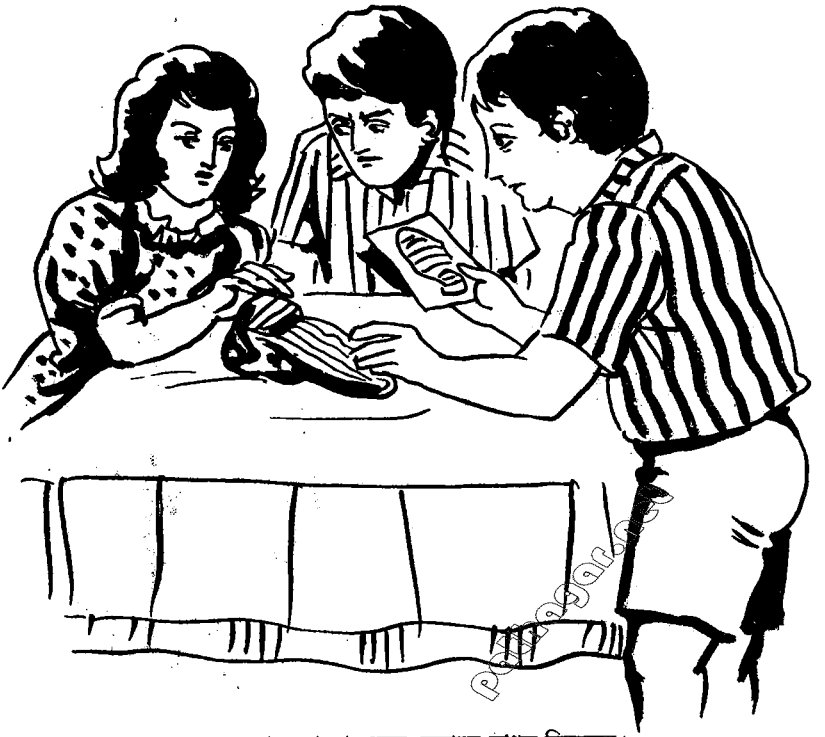

জুতোর সোলোর সঙ্গে মেলাতে লাগল তিনজনে।

মোটু বলল— 'শান্ত, শোন— চল আবার আমরা গীতুর কাছে যাই।'

'আহা—গীতু তো সেদিন সন্ধ্যেবেলা গগনবাবুর বাড়িতে ছিলই না।' শান্ত বলল।

'কে বলতে পারে গীতু পরে গগনবাবুর বাড়ি গিয়েছিল কিনা আর বাগানে লুকিয়ে ছিল কিনা?' মোটু বলল।

শান্ত হেসে বলল— 'দেখছি মজিলপুরের অদ্দেক লোক সেদিন সন্ধ্যেবেলা গগনবাবুর বাড়ির কাছে গিয়েছিল।'

'তাই তো দেখছি'— মোটু বলল— 'সাহেব বুড়ো, গীতুর মা মাসী, মিলন নস্কর, শশী সামন্ত, আরো কে কে জানে! যাকগে চল, গীতুর সঙ্গে কথা বলবো কালকেই। ও মিলনকে সাবধান করে চিঠি দিয়েছে। তার মানে ও অনেক কিছু জানে।'

'ঠিক আছে।' কথাটা বলে শান্ত উঠে দাঁড়াল— 'চল কালকে বিকেলে।'

শেলী ও মোটু উঠল।

পরদিন বিকেলে অফিসঘর থেকে বেরুল তিনজনে। মোটু একটা পলিথিনের থলেয় করে তেলাপিয়া মাছ নিয়েছিল ধবলী আর বাচ্চাগুলোর জন্যে।

তিনজনে গগনবাবুর বাড়ির সদর দেউড়ী পেরিয়ে রান্নাঘরের কাছে এল। মোটু উঁকি দিয়ে দেখল গীতুর মার বিছানা খালি। শান্ত ডাকল— গীতুর মা— গীতুর মা।'

রান্নাঘর থেকে গীতু বেরিয়ে এল। ওদের দেখে হাসল, বলল— 'মা নেই, মাসীর বাড়ি গেছে। বসো তোমরা।' গীতুকে বেশ খুশি খুশি মনে হলো। মার বকাঝকা নেই।

মোটু পলিথিনের ব্যাগটা এগিয়ে ধরে বলল— 'ধবলীদের জন্যে মাছ এনেছি নাও।—'

ব্যাগটা নিয়ে গীতু বলল— 'আজকে তো নিরামিষ রান্না হয়েছে দুপুরে। ধবলী আর বাচ্চাগুলো মাছ পেলে খুব খুশি হবে গো।' ও মাছগুলো ধবলী আর বাচ্চাগুলোকে দিয়ে এল।

শান্ত বলল— 'মিলনবাবুকে তোমার চিঠি দিয়ে এসেছি।'

'আমিও আজগে মিলনদার চিঠি পেয়েছি। আর বলোনি, সি যে থানার বটেশ্বর- সি গেছলো মিলনদার বাড়ি। কী সব বলে মিলনদাকে ভয় পাই দেছে। মিলনদা ভেবেই পাচ্ছে না এখন কী করবে।' গীতু বলল।

'বটেশ্বর কি মিলনবাবুকে সন্দেহ করেছে?' মোটু বলল।

'হ্যাঁ— অনেকেই বলচে এ মিলনদার কাম। কিন্তু আমি জানি তা নয়।' গীতু বলল।

'তুমি কী করে জানলে? তুমি তো সেদিন সন্ধ্যেবেলা এখানে ছিলেই না।' শান্ত বলল।

'জানি গো জানি।' তারপর দরজার দিকে তাকিয়ে নিয়ে গীতু চাপা গলায় বলল— 'তুমরা পেতিজ্ঞে (প্রতিজ্ঞা) করো কাউকে কিছু বলবে নে।'

'না, বলবো না।' মোটু বলল।

'তা'লে শুন— 'গীতু বলল— 'আমি সিদিন সন্ধ্যেবেলা মিলনদার বাড়ি গেছলাম। উখানে ছিলাম রাত নয়টা অব্দি। তারপর রিস্‌কায় চড়ে ফিরে এলাম। তখন রাত দশটা হবে।'

শান্ত, মোটু আর শেলী পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। শেলী বলল— 'তা একথা তুমি কাউকে বলোনি কেন? বললে কেউ মিলনবাবুকে সন্দেহ করতো না।'

গীতুর মুখটা ভারী হলো। বলল— 'মা মিলনদাকে দু'চক্ষে দেক্‌তি (দেখতে) পারে না। আমি উয়ার (ওর) বাড়ি গেছি শুনলি মা আমাকে ঝ্যাঁটাপেটা করবে।'

'তোমরা কি সারাক্ষণ ওখানেই ছিলে?' শেলী বলল।

'না—' গীতু বলল— 'এক ঘণ্টার জন্যি মিলনদার বড় বোনের বাড়ি গিয়েছিলাম। উখানে চা—টা খেয়েছিলাম।'

'ওখানে গিয়েছিলে কেন?' মোটু জানতে চাইল।

'মিলনদার তো চাকরি চলি গেল। উর জামাইবাবু বলেছেল উয়াকে (ওকে) চাকরি দেবে। তাই গিয়েছিলাম।' গীতু বলল।

শান্ত এবার বলল— 'একজন লোক মিলনকে সেদিন সন্ধ্যেবেলা গগনবাবুর বাড়ির বাগানের ধারে দেখেছে।'

'না—না অসম্ভব।' গীতু চমকে বলে উঠল।

'গীতু, সত্যি কথা বলো।' শান্ত একটু গম্ভীর ভঙ্গীতে বলল।

'কী করি দেখবে?' গীতু বলল— 'কত্তাবাবু আর ডেরাইভার (ড্রাইভার) হীরুদা ছেল বাইরে। মা আর মাসী গল্প করছিল রান্নাঘরে। কেউ তো ছেলনি।'

মোটু বলল— 'তুমি এসব জানলে কী করে? তোমরা নিশ্চয়ই এখানে এসেছিলে?'

গীতু ঢোক গিলল। বলল— 'সব বলতেছি। কিন্তু তুমরা পেতিজ্ঞা (প্রতিজ্ঞা) করেচ কারুক্কে কিছু বলবে না— মনে থাকে য্যান।' একটু থেমে বলল— 'হ্যাঁ, মিলনদা কিছু জিনিসপত্র এই বাড়িতে ফেলে গেছল। উ সেগুলি নিয়ে আসবে বলল। আমি বললাম কত্তাবাবু কলকেতা গেছে, বাড়ি খালি। এই ফাঁকে নে এসো। আমরা মিলনদার দিদির বাড়ি থেকে চা-টা খেয়ে রিস্‌কায় চড়ে এখানে এলাম। বাগানের বেড়ার ধারে নুকিয়ে (লুকিয়ে) রইলাম। লক্ষ্য রাখলাম কেউ দেখছে কিনা।'

'শান্তরা বুঝল সাহেব বুড়ো ঠিকই বলেছিল। সাহেব বুড়ো মিলনকে কারো সঙ্গে কথা বলতে দেখেছিল। তাহলে সে হচ্ছে গীতু।

গীতু বলতে লাগল— 'মা তখন মাসীর সঙ্গে রান্নাঘরে গল্প করতেছে। মিলনদা সেই ফাঁকে একটা খোলা জানালা দিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকল। নিজের জিনিসপত্র নিয়ে বেড়ার ধারে ফিরে এল। তারপর আমরা কিছুদূর হেঁটে গিয়ে রিস্‌কায় চড়ি চলে গেলাম। কেউ দ্যাখেনি আমাদের।'

শান্ত বলল— 'তাহলে তোমার মিলনদা লাইব্রেরি ঘরের দিকে যায়নি?'

'না—' গীতু বলল— 'একটা ক্ষণের মধ্যেই মিলনদা চলে এয়েছেন। তাছাড়া মিলনদা এরকম কাম কত্তি পারে না।'

শান্ত একটু ভেবে বলল— 'তাহলে দেখা যাচ্ছে মিলন নস্কর এ কাজ করেনি। কিন্তু তাহলে আগুন লাগাল কে?'

শেলী বলল— 'বাকী রইল শশীশেখর সামন্ত।'

pathagar.net

গীতু চমকে উঠল শেলীর কথাটা শুনে।

'কী হলো তোমার?' শান্ত জিজ্ঞেস করল।

গীতুর যেন হাঁপ ধরেছে। সেইভাবে ও বলল— 'উ কি করি জানল যে শশীবাবু এখানে এয়েছেন?'

এবার শান্তদের অবাক হবার পালা। শান্ত বলল— 'আমরা সঠিক জানি না। কিন্তু গীতু— তুমি চমকে উঠলে কেন? তুমি শশীবাবুকে সেদিন সন্ধ্যেবেলা এখানে দেখেছিলে?'

'আমি না। মিলনদা যখন ওপরের ঘর থেকে তার জিনিসপত্র আনছেল— তখন শশীবাবুকে দেখেছেল— বাগানের দিককার দরজা দিয়ে ঢুকতেছে।'

'সত্যি?' শান্ত বলল। তিনজন মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

মোটু বলল— 'তাহলে শশীবাবুও এখানে এসেছিলেন?'

'হু, তাই সেদিন সন্ধ্যেবেলা কোথায় গিয়েছিলেন এটা জানতে চাইলে শশীবাবু কেমন চমকে উঠেছিলেন।' শান্ত বলল।

'তাহলে এটা শশীবাবুর কাণ্ড। হ্যাঁ, শশীবাবুই আগুন লাগিয়েছে।' শেলী বলে উঠল।

মোটু গীতুকে জিজ্ঞেস করল— 'তুমি কী বলো?'

— জানি না।' গীতু বলল— 'শশীবাবু খুব ভদ্দরনোক। মানুষও খুব ভালো। উ ই কাম কত্তি পারে না।'

শান্ত বলল— 'মিলন নস্কর নয়, এবার নজর দিতে হবে শশীবাবুর দিকে।'

মোটু বলল— 'আজকে আমরা— অনেক গোপন খবর জানলাম।'

'আমার কথা কাউকে বলোনি য্যান।' গীতু বলল।

'না— না', শান্ত বলল— 'আচ্ছা গীতু, আমরা যাচ্ছি।'

ত্রয়ী সত্যসন্ধানী অফিসে এল তিনজনে। বসল।

শেলী বলল— 'শশীবাবুর জুতোর সাইজ মিলে যাচ্ছে। শুধু জুতোর সোলের নকশাটা মেলেনি। এও হতে পারে যে শশীবাবু ঐ জুতোজোড়া কোথাও লুকিয়ে রেখেছেন।'

'অসম্ভব না।' শান্ত বলল— 'তবে শুধু এদের মধ্যে কাউকে যদি পেতাম যে একটু ছেঁড়া হলুদ জাম্পার পরে— তাহলে ব্যাপারটা সহজ হয়ে যেত।'

'যাক— এখন কী করবো আমরা তাই বল্।' মোটু বলল।

শেলী বলল— 'আচ্ছা তোরা যখন শশীবাবুর সঙ্গে কথা বলছিলি তখন শশীবাবু কী জুতো পরেছিলেন?'

শান্ত আর মোটু পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। কিছুতেই মনে পড়ছে না শশীবাবু কি জুতো পরেছিলেন। হঠাৎ মোটুর মনে পড়ল শশীবাবু পড়ার ঘরে ঢোকার সময় পাপোশে পা ঘষেছিলেন। 'হ্যাঁ'— মোটু লাফিয়ে উঠল— 'বুটজুতো।'

'ঐ বুটজোড়াই সেদিন উনি পরেছিলেন।' শেলী বলল।

শান্ত একটু ভেবে বলল— 'অসম্ভব নয়।'

মোটু বলল— 'এইজন্যেই আলনার নিচে ঐ বুটজোড়া খুঁজে পাইনি। তখন ঐ বুটজোড়াই শশীবাবু পরেছিলেন।'

শান্ত ইজিচেয়ার ছেড়ে সাবধানে উঠল। বলল— 'আর দেরি নয়। আজ রাতেই শশীবাবুর বাড়িতে হানা দিতে হবে।'

'আমিও যাবে।' শেলী বলল।

'না তুই না। তোকে বাড়িতে না পেলে খোঁজ পড়বেই। সব জানাজানি হয়ে যাবে। মোটু আর আমি যাবো।' শান্ত বলল।

মোটু লাফিয়ে উঠল— 'কখন যাবি?'

'রাত ঠিক সাড়ে ন'টায়। তুই শশীবাবুর বাড়ির দেয়ালের পাশে থাকবি। আমি থাকবো গেট-এর পাশে কামিনী গাছটার নিচে। তুই কুকুরের ডাক দিতে জানিস?'

মোটু দু'হাতের চেটো মুখে গোল করে ধরে ভৌ ভৌ করে ডেকে উঠল। শান্ত বলল— 'ঠিক আছে।'

মোটু বলল— 'আমি বেড়ালের ডাক, কোকিলের ডাক ডাকতে জানি।'

'দরকার নেই,' শান্ত বলল— 'তাহলে আজকে রাত ঠিক সাড়ে ন'টায়।'

মোটু আর শেলী উঠে দাঁড়াল।

মোটু চমকে উঠে চোখ বন্ধ করল।

মোটু রাতের খাওয়া সাড়ে আটটার মধ্যে সেরে নিল। রাত দশটার আগে ও বড় একটা খায় না। সেদিন তাড়াতাড়িই খেয়ে নিল। মা অবশ্য খাবার এগিয়ে দিতে দিতে বললেন— 'এত তাড়াতাড়ি খেয়ে নিচ্ছিস যে?'

মোটু বলল— 'পড়া তৈরি করতে হবে। একটু রাত হবে শুতে। আমি বাইরের ঘরে শোব মা।'

'বেশ।' মা আর কিছু বললেন না। মোটু মাঝে মাঝে পড়াশুনোর চাপ থাকলে বাইরের ঘরে থাকে। বেশ রাত পর্যন্ত পড়ে।

মোটু বাইরের ঘরে এসে বিছানায় বসল। প্যান্ট, জামা, বোতাম লাগানো উলের জ্যাকেটটা নিয়ে এসেছিল। এবার টেবিল ল্যাম্পটা জ্বেলে পরের দিনের দুটো বাংলা প্রশ্নের উত্তর লিখল। ইংরেজীর উত্তরটা শুরু করেই টেবিল ঘড়ির দিকে তাকাল। ন'টা দশ। ও দ্রুত হাতে বইপত্র গুছিয়ে রেখে জামাপ্যান্ট জ্যাকেট পরে নিল। আজকাল লোডশেডিং তো লেগেই আছে। মোটু শখ করে একটা পেন্সিল টর্চ কিনেছিল। সেটাও পকেটে নিল। খেয়ে আসার সময় রান্নাঘর থেকে একমুঠো নিমকি বিস্কুট পাঞ্জাবির পকেটে পুরে এনেছিল। এবার সেগুলো প্যান্টের পকেটে পুরে নিল। শশীবাবুর বুটটা তক্তপোশের নিচে লুকিয়ে রেখেছিল। সেটা উলের জ্যাকেটের ভেতরে পুরে নিল। পেটের কাছটা উঁচু হয়ে রইল। উপায় নেই। শশীবাবুর বুটটা ফেরত দিতে হবে তো।

বাইরের রাস্তায় যখন এসে দাঁড়াল, দেখল আকাশে চাঁদটা অনুজ্জ্বল। মেটে জ্যোৎস্না পড়েছে রাস্তায় দু-পাশের বাড়িঘরে। চারদিকে কুয়াশার জটলা। তবে ঠাণ্ডাটা একটু কম।

শশীবাবুর বাড়ির দেয়ালের কাছে এল মোটু। একপাশে একটা বটগাছ। ও বটগাছের নিচে দাঁড়াল। ও তখনও বুঝতে পারেনি বটগাছটার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে 'অট্‌যাওবাবু' বটেশ্বর। মোটু একবার শশীবাবুর বাড়ির দিকে ভালো করে তাকাল। নাঃ, কোনো ঘরে আলো জ্বলছে না। তার মানে শশীবাবু আর তাঁর স্ত্রী নিশ্চয়ই শুয়ে পড়েছেন। যাক্— এতে সুবিধেই হলো। কিন্তু শান্ত এসে পৌঁছেছে কি? মোটু দু'হাতের চেটো গোল করে কুকুরের ডাক ডাকতে গেল। কিন্তু ডাকা আর হলো না। চোখের ওপর টর্চের তীব্র আলো। মোটু ভীষণভাবে চমকে উঠে চোখ বন্ধ করল। তারপর খুলল। আধো অন্ধকারে দেখল বটেশ্বরের গম্ভীর মুখ। পালাবে বলে ডান পা বাড়াতেই বটেশ্বর শক্ত হাতে ওর ডান হাতটা ধরে ফেলল। দিল এক ঝাঁকুনি। সঙ্গে সঙ্গে জ্যাকেটের একটা ঢিলে বোতাম খুলে গেল। বুট জুতোর ডগাটা বেরিয়ে পড়ল। বটেশ্বর টর্চ জ্বালল। বুটের ডগা দেখেই ওর চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল। বলল— 'ঐ জুতোটা খোল।' মোটু জ্যাকেটের বোতাম খুলে বুটটা বের করল। বটেশ্বর জুতোটা হাতে নিয়েই ওলটাল। সোলটা দেখল। বলল— 'এই জুতো কোথায় পেলে?'

মোটু চুপ করে রইল।

'আর এক পাটি কোথায়?'

'জানি না।' মোটু বলল।

'কোত্থেকে পেলে?'

'একজন দিয়েছে।'

pathagar.net

'হুঁ— চলো আমার সঙ্গে। তোমাকে আরো কিছু জিজ্ঞেস করার আছে।' বটেশ্বর বলল।

বটেশ্বর মোটুর হাত ধরে টানল। মোটু এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিল। ঝাঁকুনিতে বটেশ্বরের হাত থেকে টর্চ মাটিতে পড়ে গেল। মোটু আর এক মুহূর্ত দেরি করল না। সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশা আর আবছা অন্ধকারের মধ্যে এক লাফ দিয়ে সরে এল। তারপর পাঁই পাঁই ছুটল রাস্তা দিয়ে। পেছনে বটেশ্বরের চিৎকার শুনল 'পাক্‌ড়ো— পাক্‌ড়ো।' কিন্তু মোটু ততক্ষণে বেশ দূরে চলে এসেছে।

বাজারের মোড়ে এসে মোটু থামল। শীতের রাত। এর মধ্যেই রাস্তাঘাট জনশূন্য হয়ে গেছে। একটা বন্ধ চায়ের দোকানের সামনে একটা বেঞ্চিতে বসল। হাঁপাতে লাগল। হাঁপ একটু কমলে পকেট থেকে নিমকি বিস্কুট বের করল। বিস্কুট চিবুচ্ছে, তখন কে ওর ডান হাতটা ধরল। মোটু এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে ছুটতে গেল। শান্ত বলে উঠল— 'আরে আমি।' আধো অন্ধকারে শান্তকে দেখে মোটু আশ্বস্ত হলো। ওদিকে শান্তও তখন একটু একটু হাঁপাচ্ছে। বলল— 'তুই ছুটে পালিয়ে এলি কেন?'

'আর কেন?' মোটু বসতে বসতে বলল। তারপর বটেশ্বরের ব্যাপারটা বলল।

'তুই জুতোটা ফেলে এলি?' শান্ত বলল।

'আর জুতো— তখন পড়িমরি করে পালাতে পারলে বাঁচি।' মোটু বলল।

'তুই একটা বুদ্ধু। বটেশ্বরকে একটা ক্লু দিয়ে এলি তো।' শান্ত বলল।

'ঐ জুতো নয়। অন্য জুতোগুলো খুঁজতে হবে।' মোটু বলল।

শান্ত উঠে দাঁড়াল। বলল 'ওঠ, চল।'

'আবার?' মোটু বলল— 'বটেশ্বর যদি—'

'বটেশ্বর আর ওখানে নেই। ওকে থানার দিকে যেতে দেখলাম। এখন বোধহয় জুতোর ছাপ মেলাচ্ছে। চল্।' শান্ত বলল।

ওরা যখন শশীবাবুর বাড়ির সামনে এল তখন জ্যোৎস্না অনেকটা উজ্জ্বল হয়েছে। সারা বাড়িতে কোনো ঘরে আলো জ্বলছে না। শশীবাবু আর তাঁর স্ত্রী বোধহয় ঘুমিয়ে আছেন।

মোটু আর শান্ত ভালো করে আশপাশ দেখল। দেয়ালের আড়াল, গাছটাছের আড়াল। বলা যায় না— বটেশ্বর লুকিয়ে থাকতে পারে। সব দেখে বুঝল বটেশ্বর এ তল্লাটে নেই।

দু'জনে দেয়াল ডিঙোল। সাবধানে বাগান পেরিয়ে দরজার কাছে এল। সকালে এই দরজা দিয়েই ওরা ঢুকেছিল। দরজা আধ-ভেজানো। দুজনেই খুশি। এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসল। দরজা খুলে ঢুকল দুজনে। মোটু পেন্সিল টর্চ জ্বালল। শান্তও পকেট থেকে একটা ছোট্ট টর্চ বার করল। মোটু ফিস্‌ফিস করে বলল— 'আমি আলনার নিচে দেখছি। তুই পড়ার ঘরটা খুঁজে দেখ রাবার সোলঅলা জুতো পাস কিনা।'

দু'জন দুদিকে চলে গেল। মোটু আলনার কাছে এল। আলনায় শশীবাবুর জামাপ্যান্ট, কোট, সোয়েটার ঝুলছে। মোটু টর্চের আলো আলনার নিচে ফেলে জুতো খুঁজতে লাগল। সার সার তিন জোড়া বুটজুতো আর একটা বুট। জোড়ার অন্যটা তো বটেশ্বরের কাছে। সকালে এই জুতোগুলোই দেখেছে। তবু আর একবার উলটে-পালটে দেখল। নাঃ, সব

ক'টার সোলই চামড়ার। আশ্চর্য একটাও চটি নেই। লোকটা কি বাড়ির মধ্যেও বুট পরে থাকে!

তখনই মোটুর কানে এল জুতো ঘষার খুব মৃদু শব্দ। ও তাড়াতাড়ি ঝোলানো কোটপ্যান্টের আড়ালে চলে গেল। অন্ধকারে খুব অস্পষ্ট দেখল একটা ছায়ামূর্তি পড়ার ঘরের দিকে যাচ্ছে। মোটু চমকে উঠল— আবার বটেশ্বর?

ওদিকে শান্ত টর্চের আলো ফেলে তন্নতন্ন করে পড়ার ঘরের মেঝেয় খুঁজছে। একটা চেয়ারের নিচে পেল একজোড়া বুট। শান্ত দ্রুত একটা বুট তুলে নিল। টর্চের আলো ফেলল। নাঃ, সোলটা চামড়ার। জুতোটা রাখতে যাবে তখনই হঠাৎ ঘরের আলো জ্বলে উঠল। শান্ত আরো নিচু হলো। শশীবাবু নাকি গলায় চিৎকার করে উঠলেন— 'চোর— ডাকাত— পুলিশ। শীগ্‌গির এসো— থানায় ফোন করো।'

শান্ত দ্রুত ওঠে দাঁড়াল। চেঁচিয়ে বলল— 'স্যার, আমরা চোর ডাকাত নই।'

'অ্যাঁ?' শশীবাবু কাছে এগিয়ে এলেন। নাকের ডগায় নেমে আসা চশমাটা ঠেলে তুললেন 'ও, তুমি? তোমাকে যেন কোথায় দেখেছি!'

'আজ্ঞে আজ বিকেলেই আমি এসেছিলাম।' শান্ত দ্রুত বলে উঠল।

ওদিকে শশীবাবুর চিৎকার চ্যাঁচামেচি শুনে ঘুম ভেঙে শোবার ঘর থেকে শশীবাবুর স্ত্রী বেরিয়ে এলেন। অন্ধকারে ছুটে আসতে গিয়ে এ ঘরে আলনার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। আলনাসুদ্ধ মোটু আর শশীবাবুর স্ত্রী মেঝের ওপর পড়লেন। মোটুর ছড়ে যাওয়া হাতে আলনার স্ট্যাণ্ডটা এসে লাগল। মোটু চিৎকার করে উঠল— 'গেলাম রে—।'

শশীবাবুর স্ত্রী তার চেয়েও জোরে চিৎকার করে উঠলেন— 'ডাকাত— ডাকাত— মেরে ফেললো।'

শশীবাবু ছুটে এসে এ ঘরের লাইট জ্বালালেন। দেখা গেল ছত্রাকার প্যান্ট জামার মধ্যে তাঁর স্ত্রী পড়ে আছেন। মোটু অবশ্য তখন উঠে বসেছে। শশীবাবু নাকি সুরে চেঁচিয়ে উঠলেন— 'অ্যাঁ— আর একটা? পুলিশ— পুলিশ। শীগ্‌গির থানায় ফোন করো।'

মোটু তড়াক করে উঠে দাঁড়াল— হাতজোড় করে বলল— 'দোহাই পুলিশ ডাকবেন না। সব বলছি আপনাকে।'

শশীবাবুর চশমা যথারীতি নাকের ডগায় চলে এসেছিল। মোটুর কাছে এসে চশমাটা ঠেলে তুললেন। মোটুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন— 'তোমাকেও তো চেনা চেনা লাগছে। তোমরা দুজনে আজ বিকেলে আমার বাড়ি এসেছিলে, তাই না?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।' মোটু ঘাড় নেড়ে বলল।

শশীবাবুর স্ত্রী ততক্ষণে মেঝে থেকে উঠে দাঁড়িয়েছেন। মোটুকে দেখে বললেন— 'এ তো বাচ্চা ছেলে।'

হ্যাঁ, আর একটাকে পড়ার ঘরে আটকে রেখেছি। দুটোকেই পুলিশে হ্যাণ্ড ওভার করবো।' মোটুর দিকে তাকিয়ে বললেন— 'এ্যাই চলো পড়ার ঘরে।'

শশীবাবু আর তাঁর স্ত্রী মোটুকে নিয়ে পড়ার ঘরের সামনে এলেন। শশীবাবু পড়ার ঘরের দরজায় তালা দিয়ে এসেছিলেন। চাবি দিয়ে খুললেন।

pathagar.net

তিনজনে পড়ার ঘরে ঢুকল।

শশীবাবু মোটু আর শান্তর দিকে তাকিয়ে বললেন— 'যাও চেয়ারে গিয়ে বসো। আমি— থানায় ফোন করছি।'

শান্ত বলে উঠল— 'আগে আমাদের কথাটা শুনুন। তারপর যা করবার করবেন।'

'ঠিক আছে। বসো।' দুজনে দুটো চেয়ারে বসল। শশীবাবু আর তাঁর স্ত্রী দাঁড়িয়ে রইলেন। শশীবাবু বললেন— 'ব্যাপারটা কী? কোন সাহসে এই রাত্তিরে আমার বাড়িতে ঢুকেছো তোমরা?'

'সব বলছি, একটু দম নিতে দিন।' শান্ত বলল।

'ঠিক আছে—' শশীবাবু টেবিল থেকে একটা পুরোনো তেলচিটে নোটবই তুলে নিলেন। বুকপকেট থেকে কলম বের করে বললেন— 'তোমাদের নাম ঠিকানা বলো।'

শান্ত আর মোটু পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। শান্ত ভেবে দেখল ধরা তো পড়েই গেছি। নামধাম না বলতে চাইলে শশীবাবু আরো চটে যাবেন। তখন থানায় ফোন করবেন এবং নির্ঘাৎ বটেশ্বর আসবে। হেনস্তার আর শেষ থাকবে না। শান্ত বলল— 'আমার নাম শান্ত— শান্তনু মাইতি আর ও আমার বন্ধু জীমূতবাহন চ্যাটার্জী। আমরা বোসপুকুরে থাকি।'

'গার্জিয়ানের নাম বলো।' শশীবাবু লিখতে লিখতে বললেন।

শশীবাবুর স্ত্রী এবার শান্তদের বাঁচিয়ে দিলেন। বলে উঠলেন— 'তুমি কি পুলিশ? এসব জিজ্ঞেস করছো?'

'হুঁ।' শশীবাবু নোটবই বন্ধ করলেন। তাঁর স্ত্রী বললেন—'তুমি কী করে বুঝলে যে এরা বাড়িতে ঢুকেছে?'

'জানো তো বাগানে যাওয়ার দরজা খুলে নেমে অনেক রাত পর্যন্ত আমি বাগানে পায়চারি করি। আজও পায়চারি করছিলাম। জবা ফুলগাছটার আড়াল থেকে দেখলাম ভেজানো দরজা দিয়ে কে বাড়িতে ঢুকল। ওরা দু'জন বুঝিনি। ঠিক পড়ার ঘরে এসে পেলাম। কত দামী কাগজপত্র বই ম্যাপ ছবি—' শান্তর দিকে তাকিয়ে বললেন— 'ওসবই চুরি করতে এসেছিলে— তাই না?'

'না—' শান্ত বলল— 'আমরা চুরি বা ডাকাতি করতে আসিনি। আমরা 'ত্রয়ী সত্যসন্ধানী'।'

'সে আবার কী?' শশীবাবু ভুরু কোঁচকালেন।

'আমরা কোনো ঘটনার সত্যসন্ধান করি। আপনার এক পাটি জুতো আমরা না বলে নিয়ে গিয়েছিলাম। সেটা ফেরৎ দিতে এসেছিলাম। কিন্তু—' শান্ত থামল।

'কোথায় সেই জুতো?'

'বটেশ্বর জোর করে নিয়ে গেছে।' মোটু বলল।

'বটেশ্বর কে?'

'থানার একজন পুলিশ।' মোটু বলল।

'ও বুঝেছি, বুঝেছি—' শশীবাবুর স্ত্রী বলে উঠলেন— 'ঐ যে পুলিশটা কয়েকদিন বাড়ির সামনে ঘুরঘুর করছিল। দুদিন তোমার কাছেও এসেছিল। আগডুম বাগডুম কী সব

pathagar.net

বলে গেল।'

'হুঁ।' শান্তদের দিকে তাকিয়ে শশীবাবু বললেন— 'কিন্তু আমার জুতো নিয়ে এত ঝামেলা কেন?'

শান্ত বেশ গম্ভীর ভঙ্গীতে বলতে লাগল— 'কয়েকদিন আগে গগনবাবুর লাইব্রেরি ঘর আগুন লেগে পুড়ে গেছে।'

'এ তো সবাই জানে।' শশীবাবুর স্ত্রী বললেন।

'আমরা সত্যসন্ধান করে দেখেছি আগুন এমনিতে লাগেনি। কেউ লাগিয়েছে।' শান্ত বলল।

শশীবাবু ও তাঁর স্ত্রী কোনো কথা বললেন না। শান্ত বলতে লাগল— 'যে আগুন লাগিয়েছে সে গগনবাবুর বাগানের বেড়ার পাশে সুযোগের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল। তার বুট জুতোর ছাপ আমরা পেয়েছি। এখন যাকে আমরা সন্দেহ করেছি তার বুটের ছাপ আমরা নিচ্ছি। আপনার বুটজুতোও সেজন্যে নিয়ে গিয়েছিলাম।'

'বাঃ— ছাপ মিলেছে?' শশীবাবু একটু কৌতুকের সুরে বললেন।

'না— তবে আপনি সেদিন সন্ধ্যেবেলা গগনবাবুর বাড়ি গিয়েছিলেন।' শান্ত বলল।

'কে বলল?' শশীবাবু একটু চমকে বললেন।

'মিলন নস্কর— গগনবাবুর বাজার সরকার মিলন নস্কর। সেও সেদিন সন্ধ্যেবেলা গগনবাবুর বাড়ি গিয়েছিল। গগনবাবু কলকাতা গিয়েছিলেন। সেই ফাঁকে মিলন ওর দরকারী কয়েকটা জিনিস আনতে গিয়েছিল।' শান্ত বলল।

শশীবাবুর স্ত্রী বলে উঠলেন— 'তাহলে সেদিন সত্যিই তুমি গগনবাবুর বাড়ি গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। সকালে গগনবাবুর সঙ্গে ঝগড়ার সময় দুটো খুব দামী কাগজ ভুলে ফেলে এসেছিলাম। সন্ধ্যেবেলা গিয়ে সে কাগজ দুটো নিয়ে এসেছি। লাইব্রেরি ঘরের ধারেকাছেও আমি যাইনি।' একটু থেমে বললেন— 'একটা মাছিও আমি মারতে পারি না। তুমি জানো সে কথা। সেই আমি কারো বাড়িতে আগুন লাগাবো? অসম্ভব।'

'তবু আপনি গিয়েছিলেন!' মোটু বলল।

'হ্যাঁ গিয়েছিলাম।' শশীবাবু বললেন— 'এবং কেন গিয়েছিলাম সে কথাও বলেছি। যাক্ গে তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো আমি আগুন লাগাইনি আর জানিও না কে আগুন লাগিয়েছে! তবে—' একটু থেমে শশীবাবু বললেন— 'গগনবাবু লোকজনের সঙ্গে যেরকম দুর্ব্যবহার করেন— ক্ষেপে গিয়ে তাদেরই কেউ হয়তো আগুন লাগিয়েছে।'

শশীবাবুর স্ত্রী বললেন— 'এবার ওদের যেতে দাও— অনেক রাত হয়েছে।'

'হ্যাঁ—' শশীবাবু বললেন— 'তোমরা এবার যাও।'

শশীবাবু নিজেই এসে বড় গেট খুলে দিলেন। শান্ত আর মোটু বেরিয়ে এল। মোটুর তখনও ছড়ে-যাওয়া জায়গাটা জ্বালা করছে। তবু মনে আনন্দ— রাতের অভিযানটা বেশ ভালোই হলো। সে-কথা বলল শান্তকে। শান্ত মাথা ঝাঁকাল। মোটু পকেট থেকে চানাচুর বের করল। শান্তকে দিল, নিজেও নিল।

পরদিন বিকেলে 'ত্রয়ী সত্যসন্ধানী' অফিসে শান্ত ইজিচেয়ারে বসে আছে। মোটু চেয়ারে। মোটু যথারীতি বাদামভাজা খাচ্ছে। শান্তর একটু বেশি জলখাবার খাওয়া হয়ে গেছে। ও আর বাদামভাজা খেল না।

একটু পরেই শেলী এল। ও হাঁপাচ্ছে। বোঝা গেল ছুটতে ছুটতে আসছে। বলল— 'কাল রাতে কী হলো বল!' মোটু ওকে বাদাম দিল। তারপর একে একে গত রাতের অভিযানের কথা বলে গেল। সব শুনে শেলী বলল— 'উফ্— খুব বেঁচে গেছিস।' তারপর বলল— 'তাহলে দেখা যাচ্ছে যারাই ঐদিন সন্ধ্যেবেলা গগনবাবুর বাড়িতে লুকিয়ে গেছে সকলেই কোনো না কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে গেছে। সাহেব বুড়ো গেছে ডিম চুরি করতে, মিলন নস্কর গেছে জিনিসপত্র আনতে, শশীবাবু গেছেন দামী কাগজ দুটো আনতে।'

শান্ত বলল— 'শুধু একজন কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে যায়নি— শুধু সঙ্গে গেছে।'

'গীতু— তাই না?' মোটু বলল।

শান্ত মাথা নাড়ল। বলল— 'হ্যাঁ। শেলী তুই এখুনি গীতুর সঙ্গে দেখা করতে যা। গীতুর মা যেন টের না পায়। এর মধ্যে গীতু নিশ্চয়ই কিছু খবর যোগাড় করেছে। সেসব খবর জেনে আয়।'

'ঠিক আছে। কিন্তু মাছ নিতে হবে যে।' শেলী বলল।

'দরকার নেই। রান্নাঘরে যাবি না। বাইরে কথা বলবি।' শান্ত বলল।

শেলী গগনবাবুর বাড়িতে এল। গেট দিয়ে ঢুকে রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছে, দেখল গীতু রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল। হাতে কাটা আনাজের খোসা। ও আনাজের খোসাগুলো ড্রেনে ফেলল। তখনই শেলীকে দেখে হাসল। শেলী এগিয়ে এসে বলল— 'তোমার মা কোথায়?'

'রান্নাঘরে। ভেতরে আসো না। দবলীকে দেক্‌বে না?' গীতু বলল।

'না- না—' শেলী বলল— 'তুমি নতুন কিছু খবর পেলে?'

'হ্যাঁ— মিলনদা চাকরি পেয়েছে। শশীবাবু কত্তাবাবুর সঙ্গে দেখা কত্তি (করতে) এয়েছিলেন।' গীতু বলল।

ওরা কথা বলছে। লক্ষ্য করেনি যে বাগানের দিক থেকে গগনবাবু ওদের দিকে এগিয়ে আসছেন। একটু দূর থেকেই গগনবাবু হাঁকলেন— 'কে ওখানে?'

কর্তাবাবুর সাড়া পেতেই গীতু একলাফে রান্নাঘরে ঢুকে পড়ল। শেলীর আর পালানো হলো না। গগনবাবু শেলীকে দেখে চুরুট খেতে খেতে বললেন— 'তোমাকে যেন আগে দেখেছি!'

'হ্যাঁ, দেখেছেন। ধবলীর জন্যে মাছ আনতাম। ধবলী আর ওর বাচ্চাগুলোকে আমি ভালোবাসি।' শেলী বলল।

'উঁহু—' গগনবাবু বললেন— 'তোমার এখানে আসার অন্য উদ্দেশ্য আছে।'

শেলী চুপ করে রইল।

'তুমি গীতুর কাছে কেন আসো?' চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে গগনবাবু বেশ জোরে বললেন।

শেলী কোনো কথা বলল না।

'গীতু—' গগনবাবু চিৎকার করে ডাকলেন।

pathagar.net

শেলী বুঝল এখন চুপ করে থাকলে গীতু বিপদে পড়বে। বেচারীর চাকরিটাও যাবে। গীতু এসে দাঁড়াল। ওর মুখে চোখে ভয়। শেলী বলল— 'আপনাকে সব কথা বলছি। কিন্তু কথা দিন গীতুর কোনো ক্ষতি করবেন না?'

'বলো।' গগনবাবু বললেন।

'আমরা 'ত্রয়ী সত্যসন্ধানী'।'

'কথাটার মানে?' গগনবাবু আশ্চর্য হয়ে বললেন।

তোমাকে যেন আগে দেখেছি!

'আমরা তিন বন্ধু কোনো ঘটনার সত্য সন্ধান করি। যেমন আপনার লাইব্রেরি ঘরে কী করে আগুন লাগল আমরা তার সত্য সন্ধান করলাম।' শেলী বলল।

'কী সত্য পেলে?' গগনবাবু মৃদু হাসলেন।

'আপনার লাইব্রেরি ঘরে আগুন এমনিতে লাগেনি— কেউ আগুন লাগিয়েছে।' শেলী বলল।

'অ্যাঁ!' গগনবাবু বেশ চমকালেন।

'যে আগুন লাগিয়েছে সে আপনার বাগানের ওপাশে খাদটায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা

pathagar.net

করেছে।' শেলী বলল।

'কী করে বুঝলে ?' গগনবাবু বললেন।

'ওখানে কাদামাটিতে আমরা তার বুটজুতোর ছাপ পেয়েছি।' শেলী বলল।

'ইন্টারেস্টিং— ইন্টারেস্টিং—' গগনবাবু বলে উঠলেন।

তারপর বললেন— 'সেই বুটজুতোর ছাপ নিয়ে কী করেছো ?'

'তিনজনকে আমরা সন্দেহ করেছি।' শেলী বলল।

'কাকে কাকে ?' গগনবাবু কাষ্ঠহাসি হেসে বললেন।

'সাহেব বুড়ো, মিলন নস্কর আর শশীশেখরবাবুকে।' শেলী বলল।

'আহা আগুন তো আমিও লাগাতে পারি ?' গগনবাবু বললেন।

'না, পারেন না। এক, আপনি সেদিন কলকাতা গিয়েছিলেন। দুই, আপনি বুটজুতো পরেন না, পাম্পশু পরেন।' শেলী বলল।

'বাঃ বাঃ, তুমি তো খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে! ওদের বুটজুতোর সঙ্গে ছাপ মিলিয়েছো ?' গগনবাবু বললেন।

'হ্যাঁ, কিন্তু কারও জুতোর সঙ্গে ছাপ মেলেনি! তবে শশীবাবুর সব বুটজোড়া এখনও দেখতে পারিনি। আচ্ছা— শশীবাবু আজকে আপনার কাছে এসেছিলেন ?' শেলী বলল।

'অ্যাঁ, হ্যাঁ হ্যাঁ।' গগনবাবু একটু চমকে উঠে বললেন।

'কেন এসেছিলেন ?' শেলী জিজ্ঞেস করল।

'ইয়ে, একটা বই নিতে। যাক্ গে, বলছিলাম, এসব থানা পুলিশের ব্যাপার। এসব নিয়ে তোমরা বাছারা মাথা ঘামিও না। যাও বাড়ি যাও।' গগনবাবু বললেন।

'আপনি কিন্তু এসব কথা আর কাউকে বলবেন না।' শেলী বলল।

'বেশ, বেশ।' গগনবাবু গায়ের শালটা ভালো করে জড়িয়ে চলে গেলেন।

'ত্রয়ী সত্যসন্ধানী' অফিসে বসে কথা হচ্ছিল।

'তুই গগনবাবুকে সব বলে দিলি।' শান্ত শেলীকে বলল, 'এদিকে আমরাও শশীবাবুকে সব বলেছি। ওরা সবাই আমাদের ক্লু-গুলো জেনে গেল!'

'বলতে বাধ্য হলাম।' শেলী বলল, 'নইলে গীতু, গীতুর মা দুজনেরই চাকরি চলে যেত। গগনবাবু ওদের পথে বসাতেন।'

শান্ত আর শেলীর মতো মোটুও চিন্তিত। ও খেতেও ভুলে গেছে, যদিও পকেটে চারটে কলা নিয়ে এসেছে।

ঠিক তখনই ওদের ঘরে ঢুকলেন মোটুর বাবা নকুলবাবু। ওরা তিনজনেই উঠে দাঁড়াল। নকুলবাবুর পেছনে পেছনে যে ঢুকল তাকে দেখে তিনজনই অবাক। সে 'অট্‌যাওবাবু'— বটেশ্বর। গোঁফের ফাঁকে মিটিমিটি হাসছে।

নকুলবাবু বললেন— 'তোমাদের কী ব্যাপার বলো তো ? গগনবাবুর লাইব্রেরি ঘরে কে আগুন লাগিয়েছে, কে কেমন বুটজুতো পরে, গগনবাবুর বাড়ি যাওয়া, রাতের বেলা শশীবাবুর বাড়িতে চোরের মতো ঢোকা— এসব কী ?'

শান্ত মাথা চুলকে বলল— 'কাকাবাবু, এই আগুন লাগানোর ব্যাপারটা নিয়ে আমরা একটু খোঁজখবর করছিলাম।'

'কী দরকার তোমাদের এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার? এসব দেখার জন্যে থানার ও.সি. আছেন, বটেশ্বর— এরা আছে।' নকুলবাবু বললেন।

বটেশ্বর একটু হেসে মাথার টুপিটা ঠিক করল।

তিনজনেই চুপ করে রইল। নকুলবাবু বললেন— 'তোমরা এখুনি গগনবাবুর কাছে যাও। গিয়ে বলে এসো তোমরা এই আগুন লাগানোর ব্যাপার নিয়ে আর মাথা ঘামাবে না। গগনবাবু বা শশীবাবু কারো বাড়িতে আর কক্ষণো যাবে না। যাও।'

নকুলবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। বটেশ্বরও পেছনে পেছনে চলল। মোটু চাপা গলায় বলে উঠল— 'অট্ যাও।' কথাটা বটেশ্বরের কানে গেল। ফিরে একবার দেখলও। কিন্তু কিছু বলল না।

তিনজনেই চুপচাপ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। মোটু বলে উঠল— 'এ বটেশ্বরের কাজ। ওই বাবার কানে লাগিয়েছে সব।'

'সে আর বলতে!' শেলী বলল।

'মোটু, 'ত্রয়ী সত্যসন্ধানী'-র এখানেই শেষ। দে— অফিসের দরজা চিরকালের জন্যে বন্ধ করে দে।' শান্ত বলল। ওর কণ্ঠস্বরে কেমন হতাশা ফুটে উঠল।

'তুই অত ভেঙে পড়ছিস কেন?' শেলী বলল।

'সত্যিই তো—' মোটু বলল— 'কত ঝামেলা ঝঞ্ঝাট্ পুইয়ে এতদূর এগিয়ে এসে সব ছেড়েছুড়ে এখন বসে পড়বো?'

'এছাড়া উপায় নেই।' শান্ত বলল।

শেলী বলল— 'ঠিক আছে। চল্, কাকাবাবু যখন বলে গেছেন তখন গগনবাবুর বাড়ি যেতেই হবে। দেখাই যাক না— কী হয়!'

'চল।' শান্ত বলল।

তিনজনে গগনবাবুর বাড়িতে এল। সদর গেট পেরিয়ে ঢুকে দরজার কাছে এল। মোটু কলিংবেল বাজাল। একটু পরে দরজা খুলে গেল। দেখা গেল গীতুর মা দাঁড়িয়ে আছে। ওদের মধ্যে শেলীকে দেখে গীতুর মা হাসল। শেলী বলল— 'গীতুর মা, কর্তাবাবুকে বলো— আমরা ওঁর সঙ্গে কথা বলতে এসেছি।'

গীতুর মা'কে কিছু বলতে হলো না। ভেতর থেকে গগনবাবুর গলা শোনা গেল— 'কে এসেছে?' সেই তৈরি গলা। বাজখাঁই আওয়াজ।

'দুটো বাচ্চা ছেলে আর শেলী। আপনাকে কী কইবে।' গীতুর মা বলল।

'ভেতরে আসতে বলো।' গগনবাবু বললেন।

ওরা তিনজনে ঘরের ভেতর ঢুকল। এটা বসার ঘর। দেয়ালে বড় বড় অয়েল পেইন্টিং। তার মধ্যে গগনবাবুর পূর্বপুরুষদের ছবিও রয়েছে। ঘরটা সাজানো গোছানো। তবে সবকিছুই কেমন রঙছুট-ধুলোমাখা। একপাশে একটা বড় তক্তপোশ। তাতে ফরাস পাতা। কয়েকটা

pathagar.net

তাকিয়াও রয়েছে। এদিকে রয়েছে মুখোমুখি কয়েকটা পুরোনো আমলের সোফামতো। সামনে গোল টেবিল। একটা সোফায় গগনবাবু বসে আছেন। তাঁর সামনে টেবিলের ওপর কয়েকটা দেশলাইয়ের বাক্স। একটা লম্বা কাঠের বাক্স। ওটাতে চুরুট রাখা হয়।

গগনবাবু ওদের দেখে বললেন— 'বসো।' তারপর চুরুটের বাক্স খুলে একটা চুরুট বার করলেন। দেশলাই তুলে নিলেন একটা। খুব ছোট দেশলাইয়ের বাক্সটা। দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালালেন। একটা কাঠিতে চুরুট ধরল না। দুটো কাঠি লাগল। চুরুটে একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে গগনবাবু বললেন— 'কী ব্যাপার বলো। দাঁড়াও—দাঁড়াও—' শেলীর দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন— 'তোমাকে যেন চিনি মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, চেনেন।' শেলী বলল— 'আমার নাম শেলী মিত্র।'

'ও। তা শেলী একজন বিখ্যাত ইংরেজ কবির নাম। উনি—

'জানি উনি পুরুষ ছিলেন।' শেলী বলল।

'হ্যাঁ, যাক্‌গে— তোমরা কী মনে করে।' গগনবাবু চুরুট টেনে বললেন।

মোটু বলল— 'আমার বাবা নকুলেশ্বর চ্যাটার্জী অ্যাডভোকেট—'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ভাল করেই চিনি।' গগনবাবু বললেন।

'বাবা আজকে আমাদের খুব বকেছেন।' মোটু বলল।

'কেন?' গগনবাবু বললেন।

'আপনার লাইব্রেরি ঘরে কে আগুন লাগিয়েছে— এ ব্যাপারে আমরা খোঁজখবর করছিলাম।' মোটু বলল।

'হ্যাঁ, শেলী আমাকে বলেছে।' গগনবাবু বললেন।

'আপনি এইজন্যে আমাদের ওপর মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছেন। আমরা বলতে এসেছি যে এসব ব্যাপারে আমরা আর মাথা ঘামাবো না।' শান্ত বলল।

'এই তো লক্ষ্মী ছেলের মতো কথা। এসব বড়োদের ব্যাপার। তোমরা এসব নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে যাবে কেন? তাছাড়া বটেশ্বর তো অপরাধীকে প্রায় ধরেই ফেলেছে।' গগনবাবু মাথা একটু ঝাঁকিয়ে বললেন।

তিনজনে পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

'অপরাধী— মানে কে আগুন লাগিয়েছে?' শান্ত বলল।

'আর কে— মিলন— মিলন নস্কর।' গগনবাবু বললেন।

তিনজনেই খুব দুঃখ পেল। বেচারী গীতু! ওর মিলনদাই শেষ পর্যন্ত অপরাধী হলো। কিন্তু কেউ কিছু বলল না।

ঠিক তখনই হঠাৎ আকাশে প্লেনের শব্দ শোনা গেল। শান্ত ছুটে জানালার কাছে গেল। দেখল বেশ নিচু দিয়ে দুটো ত্রিভুজের মতো আকারে ছ'টা ন্যাটি জঙ্গী বিমান উড়ে যাচ্ছে। শেলীও ছুটে দেখতে গেল। মোটুও যাবে বলে উঠল। তখনই গগনবাবু বলে উঠলেন— 'ওগুলো ন্যাট ফাইটার প্লেন। কয়েকদিন আগেও এখান দিয়ে উড়ে গেছে। দেখ— ঠিক ছটা— দুটো ত্রিভুজের মতো, তাই না?'

শান্ত বললেন— 'হ্যাঁ— ঠিক বলেছেন।'

মোটু দাঁড়িয়ে পড়ল। হঠাৎ কিছু একটা বলতে গেল, কিন্তু বলল না। তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল গগনবাবুর দিকে। গগনবাবুর চুরুট নিভে গিয়েছিল। গগনবাবু আবার দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললেন। আবার দুটো কাঠি খরচ হলো। মোটু লক্ষ্য করল— কাঠির আগুন বেশ কিছুক্ষণ থাকে। ও বলল— 'এই দেশলাইয়ের কাঠিগুলো অন্যরকম।'

'হ্যাঁ, মোম মাখানো, তাই অনেকক্ষণ জ্বলে। তবু চুরুট ধরাতে দু-তিনটি কাঠি লাগে।' গগনবাবু বললেন।

'একটা খালি বাক্স দিন না।' মোটু বলল।

গগনবাবু হেসে একটা খালি দেশলাইয়ের বাক্স টেবিল থেকে তুলে মোটুকে দিলেন। মোটু ওটা বুক-পকেটে রাখল।

শান্ত আর শেলী জানালার কাছ থেকে ফিরে এল। শান্ত বলল— 'তাহলে আপনি কিছু মনে করেননি তো?'

'না-না। তবে ওসব নিয়ে তোমরা মাথা ঘামিও না।' গগনবাবু বললেন।

'আচ্ছা নমস্কার।' শান্ত ও শেলী নমস্কার করল। মোটু কেমন অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে একবার হাত দুটো তুলল।

গগনবাবুর বাড়ির বাইরে এল তিনজনে। কেউ কোনো কথা বলছিল না। মোটু হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল— 'এখন অফিসে গিয়ে কথা বলা যাবে না। বাবা টের পাবেন। চল্— ঐ কাঞ্জিলালের মাঠে একটু বসি।'

শান্ত বলল— 'মোটু মনে হচ্ছে তুই কিছু বলতে চাস।'

'হুঁ।' মোটু আর কিছু বলল না। তিনজনে গিয়ে মাঠে বসল।

শীতের বেলা। আলো কমে এসেছে। মাঠের দূরে দূরে দু একজন লোক বসে আছে। এর মধ্যেই মাঠে কুয়াশা জমতে শুরু করেছে।

মোটু বলল— 'দুটো আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য করলাম।'

'আশ্চর্য ব্যাপার?' শান্ত বলল।

'হ্যাঁ।' মোটু বুক-পকেট থেকে দেশলাইয়ের বাক্সটা বের করল। শান্তর হাতে বাক্সটা দিয়ে বলল— 'দ্যাখ্— ঠিক এমনি মার্কার দেশলাইয়ের বাক্সটা আমরা সেদিন পেয়েছিলাম কিনা?'

শান্ত বাক্সটা হাতে নিয়েই চমকে উঠল। সত্যিই তো। সেই হলুদ ফুলের ছবি। সাধারণ দেশলাইয়ের চেয়ে ছোট।

'তাহলে—'

শেলী কী বলতে যাচ্ছিল। মোটু ওকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠল— 'হ্যাঁ— ঐ খাদের মতো জায়গাটায় গগনবাবুই দাঁড়িয়ে ছিলেন। চুরুট জ্বালাতে দেশলাইয়ের কাঠি বেশি খরচ হয়। কাজেই গগনবাবুর পকেটে বেশি দেশলাই থাকে আর এই দেশলাইয়ের কাঠিগুলোর বৈশিষ্ট্য হলো এগুলিতে মোম লাগানো থাকে। অভ্যাসবশে একটা খালি বাক্স ফেলে দিয়েছিলেন।'

pathagar.net

শান্ত একটু ভাবল। বলল— 'কিন্তু তখন তো গগনবাবু কলকাতায় ছিলেন।'

'এবার দুনম্বরের আশ্চর্য কাণ্ড। ন্যাট প্লেন এর আগে কোনদিন এখানকার আকাশ দিয়ে উড়ে গেছে?' মোটু বলল।

'কয়েকদিন আগে। অনেকেই দেখেছে।' শেলী বলল। 'ঠিক যেদিন গগনবাবুর লাইব্রেরি ঘরে আগুন লাগে সেদিন বিকেলবেলা অর্থাৎ শনিবার বিকেলবেলা।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস।' শান্ত বলল।

'তাহলে গগনবাবু কী করে বললেন যে কয়েকদিন আগেই তিনি ন্যাট ফাইটার প্লেন দেখেছেন? ছ'টা প্লেন। দুটো ত্রিভুজের মতো উড়ে যাচ্ছে। কলকাতায় থাকলে তো তাঁর এটা দেখতে পাওয়ার কথা না। কারণ ন্যাট ফাইটার ছ'টাকে সেদিন আর আজকেই দেখা গেছে। অন্যদিন নয়।'

'তাহলে তুই বলতে চাস—'

শান্ত কথাটা শেষ করতে পারল না। মোটু বলে উঠল— 'হ্যাঁ, গগনবাবু তখন এইখানেই এই মজিলপুরে ছিলেন।'

শেলী বলে উঠল— 'কিন্তু গগনবাবু তো ধুতি পাঞ্জাবি পরেন আর পায়ে পাম্পশু। বুটজুতোর ছাপ এল কোত্থেকে?'

মোটু বলল— 'এটাই সমস্যায় ফেলেছে। এবার এইদিকে খোঁজখবর চালাতে হবে।'

শান্ত উঠে পড়ে বলল— 'চল্, সন্ধ্যে হয়ে গেছে। আজ রাতে সবাই ভাব।'

মোটু আর শেলীও উঠে দাঁড়াল। মোটু বলল— 'কালকে সরস্বতী পুজোর জন্য হাফ ছুটি। তোরা দুপুরেই চলে আয়।'

পরদিন দুপুরেই শান্ত আর শেলী 'ত্রয়ী সত্যসন্ধানী' অফিসে চলে এল। একটু পরে মোটু এল। হাতে একজোড়া জুতো। মোটু একটা নতুন আবিষ্কারে এত উত্তেজিত যে পকেটে খাবারও আনেনি।

'কার জুতো নিয়ে এসেছিস?' শেলী জিজ্ঞেস করল।

'বাবার।' মোটু বলল। তারপর জুতোজোড়া ভাঙা টেবিলটায় রেখে বলল— 'এই জুতোকে বলে মোকাসিন। প্যান্টের সঙ্গেও পরা যায় আবার ধুতির সঙ্গেও পরা যায়। বাবা সাধারণত কোনো নিমন্ত্রণে গেলে ধুতির সঙ্গে এই মোকাসিন পরেন।' মোটু জুতোটা উল্টে সোলটা দেখাল। বলল— 'দ্যাখ্— রাবারের সোল কেমন খাঁজকাটা।'

'বেশ, তাতে কী হলো?' শান্ত বলল।

'তাতে এই হলো যে ঐ ছাপ বুটজুতোর না হয়ে মোকাসিনেরও হতে পারে।' মোটু বলল।

শান্ত একটু ভাবল। বলল— 'তাহলে গগনবাবু সেদিন সন্ধ্যেবেলা মোকাসিন জুতো পরে খাদে দাঁড়িয়েছিলেন?'

'ঠিক।' মোটু বলল।

শেলী বলে উঠল— 'কিন্তু সেদিন রাতে তো ওঁর পায়ে পাম্পশু ছিল।'

pathagar.net

শান্ত বলল— 'সেটা লোককে ধোঁকা দেবার জন্যে। উনি যে করেই হোক কলকাতা থেকে আগেই চলে এসেছিলেন। তখন মোকাসিন পরা ছিল। বুট পরা থাকলে সহজেই নজরে পড়ত। ধুতির সঙ্গে মোকাসিন উদ্ভট কিছু না। এবার প্রশ্ন— মজিলপুর স্টেশনে নামলে তো অনেকেই তাঁকে দেখত। নিশ্চয়ই তিনি অন্য পথে ঐ খাদের ধারে এসেছিলেন। এবার সেটা সম্ভব কিনা দেখতে হবে।'

মোটু বলল— 'হ্যাঁ, সেটা সম্ভব।'

'কী করে?' শেলী বলল।

'গত মাসে আমি বাবার সঙ্গে কলকাতা গিয়েছিলাম। ফিরেছিলাম বিকেলের ট্রেনে। মজিলপুরের আগেই একটা হল্ট স্টেশন আছে— আমডাঙা। মাত্র কয়েকটা গাড়ি আমডাঙায় দু'এক মিনিটের জন্যে থামে। সেদিন আমডাঙায় এসে আমাদের ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়ল। প্রায় এক ঘণ্টা। কেউ বলল— লোডশেডিং, কেউ বলল— ওভারহেড তার কেটে নিয়ে গেছে। বাবা বললেন— বসে থেকে কী হবে। চল্ আমডাঙা থেকে মজিলপুর বাজারে যাওয়ার একটা শর্টকাট রাস্তা আছে। তবে রিক্শা পাওয়া যাবে না— হেঁটে যেতে হবে। আমি আর বাবা সেই পথে চলে এলাম।'

'তাহলে গগনবাবু ঐ রাস্তা দিয়েই লুকিয়ে এসেছিলেন?' শান্ত বলল।

'হ্যাঁ।' মোটু বলল— 'চল্ ঐ রাস্তায় আমডাঙা হল্টে যাবো। ঐ রাস্তা দিয়ে গগনবাবুর বাড়ি আসার আর কোনো শর্টকাট রাস্তা আছে কিনা খুঁজে বের করবো।'

তিনজনেই উঠে দাঁড়াল। পোড়া বাড়ির রহস্যের সমাধান প্রায় হাতের মুঠোয়। তিনজনেই উল্লসিত।

ওরা হেঁটে হেঁটে আমডাঙা হল্ট স্টেশনে এল। কলকাতার দিক থেকে তখনই একটা ট্রেন এল। মিনিট দুয়েক থেমেই চলে গেল মজিলপুর স্টেশনের দিকে। দু'একজন গ্রামের মানুষ নামল। পোঁটলাপুঁটলি মাথায় নিয়ে যে রাস্তা ধরে শান্তরা এসেছিল সেই রাস্তা ধরে চলে গেল। আসলে ওটা ঠিক রাস্তা না। পায়ে চলা পথই বলা যায়।

মোটু বলল— 'এইবার আমরা এই পায়ে চলা পথ ধরে ফিরবো মজিলপুরের দিকে— যেতে যেতে দেখবো কোনো পায়ে-চলা পথ বেরিয়েছে কিনা যে পথ দিয়ে গগনবাবুর বাড়ি শর্টকাটে যাওয়া যায়। তারপর এই পথের ধারে ধারে খুঁজবো গগনবাবু তাঁর মোকাসিন জুতো কোথাও ফেলেছেন কিনা বা লুকিয়ে রেখেছেন কিনা।'

'চল্ তাহলে।' শান্ত বলল।

তিনজনে ঐ পায়ে-চলা পথ ধরে ফিরতে লাগল। বেশ কিছুদূর এল। দু'ধারে ধানের জমি। মাঠও পড়ল একটা। ওরা দুদিকেই নজর রেখে চলল। এরকম খোলা জায়গায় গগনবাবু জুতো ফেলবেন না। এটা ওরা বুঝল।

আসতে লাগল ওরা। মাঠটা পেরোতে একটা ডানহাতি সরু পায়ে-চলা পথ পেল। শান্ত দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল— 'দাড়াঁ।' মোটু ও শেলী দাঁড়িয়ে পড়ল। শান্ত বলল— 'দ্যাখ্— ডানদিকের এই পথটার দিকেই গগনবাবুর বাড়ি পড়ে কিনা।'

pathagar.net

মোটু হিসেব করে বলল— 'ঠিক— এই পথ ধরে চল্।'

ওরা চলল। একটা পোড়ো বাড়ি পড়ল বাঁদিকে। জরাজীর্ণ বাড়ি। ইটের পাঁজা বললেই হয়। ওর মধ্যেই দুটো ভাঙা ছাতঅলা ঘরমতো। শান্ত দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল— 'চল্— পোড়ো বাড়িটার মধ্যে। কিছু লুকিয়ে রাখার পক্ষে এসব জায়গা খুব ভালো।'

ওরা আগাছার জঙ্গল ঠেলে ভাঙা ছাতঅলা ঘর দুটোর কাছে এল। শেলী আগে আগে আসছিল। ও প্রথম ঘরটায় ঢুকল। চারদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। ভাঙা ইঁট, লালচে ধুলোবালি। শান্ত আর মোটু ঢুকল। শেলী পাশের ভাঙা ঘরটায় ঢুকল। একটু পরেই চেঁচিয়ে ডাকল— 'শান্ত, মোটু, দেখে যা।'

শান্ত আর মোটু দ্রুত ঐ ঘরে ঢুকল। দেখল ঘরটার কোণায় ধুলোবালির ওপর একজোড়া মোকাসিন জুতো। মোটু চেঁচিয়ে উঠল— 'ইউরেকা।' ওরা তখন উল্লাসে মেতে উঠেছে। শান্ত তাড়াতাড়ি একপাটি জুতো নিয়ে উল্টে সোলটা দেখল। মোটুর ছবির মতো হুবহু এক। সেই ঢেউ খেলানো খাঁজকাটা রাবারের সোল। মোটু সোল দেখে চিৎকার করে বলল— 'এই জুতোই আমরা এতদিন খুঁজছিলাম।' শেলী বলে উঠল— 'ত্রয়ী সত্যসন্ধানী কী।' তিনজনেই চেঁচিয়ে উঠল— 'জয়।' জুতোজোড়া শেলীর জিম্মায় রাখা হলো। ওরা পায়ে-চলা পথটায় এল। চলল গগনবাবুর বাড়ি লক্ষ্য করে।

গগনবাবুর বাড়ির পথে কিছুটা এগোতেই ডানহাতি একটা পুকুর পড়ল। পুকুরের পাড়গুলো মাটি কেটে উঁচু করা। শান্ত বলল— 'চল্, এখানে বসি। কেউ নেই চারপাশে। সমস্ত ব্যাপারটা আলোচনা করি, বুঝলি!'

ওরা পুকুরের উঁচু পাড়ের এধারে বসল। মোটু বলল— 'শান্ত তুই আমাদের দলনেতা। তুই সব ঘটনা সম্বন্ধে কী ভেবেছিস বল্।'

শান্ত উঠে দাঁড়াল। হাতটাত নেড়ে বেশ গুছিয়ে বলতে লাগল— 'আমরা অনেক খোঁজখবর আর চেষ্টার পর জানতে পেরেছি কে আগুন লাগিয়েছে? গগনবাবু নিজেই নিজের লাইব্রেরি ঘরে আগুন লাগিয়েছেন। কেন? না— ইন্সিওর কোম্পানিকে ধোঁকা দিয়ে ইন্সিওরের টাকা হাতাবার জন্যে। সব ঘটনা এখন পরিষ্কার। তিনি কলকাতা থেকে বিকেলেই সকলের অজান্তে ফিরে এসে আমডাঙা হল্টে নেমেছিলেন। তখন তাঁর পায়ে ছিল মোকাসিন জুতো। সকলের অগোচরে তিনি নিজের বাড়ির বাগানের পাশে খাদটায় সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। প্রমাণ— তাঁর মোকাসিন জুতোজোড়ার ছাপ। আগুন লাগিয়ে তিনি দ্রুত শর্টকাটে ফিরে গেছেন আমডাঙা হল্টে। যাবার সময় ঐ ভাঙা বাড়িটায় মোকাসিন জুতো জোড়া লুকিয়ে রেখে ওখানেই লুকোনো পাম্পশু পরে গিয়েছেন। মজিলপুরে যাওয়ার ট্রেন ধরেছেন। মজিলপুর স্টেশনে নেমেছেন। সকলে দেখল তিনি কলকাতা থেকে ফিরলেন। ড্রাইভার হীরু তাঁর গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল। গাড়ি চড়ে তিনি বাড়ি এলেন। ততক্ষণে তাঁর লাইব্রেরি ঘর আগুনে পুড়ে প্রায় শেষ।'

মোটু বলল— 'দেশলাই আর ছেঁড়া হলুদ উল?'

'হ্যাঁ, জুতোর ছাপের কাছে পাওয়া গিয়েছিল একটা দেশলাই। ছোট্ট ফুল আঁকা দেশলাই। তার কাঠিগুলো মোম মাখানো। এরকম দেশলাই গগনবাবু ব্যবহার করেন। কিন্তু ছেঁড়া হলুদ

উলের সোয়েটার জাম্পার বা মাফলারের হদিস করতে পারিনি। গগনবাবু এসব ব্যবহার করেন না, শাল ব্যবহার করেন।' শান্ত বলল।

মোটু বলল— 'কে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে সেদিন সন্ধ্যেবেলা গগনবাবুর বাড়ি গিয়েছিলেন তা আমরা জানি। সাহেব বুড়ো গিয়েছিল মুরগির ডিম চুরি করতে। মিলন নস্কর গিয়েছিল ওর জিনিসপত্র আনতে। শশীবাবু তাঁর দুটো পুরনো দামী কাগজ আনতে। এরা কেউ অপরাধী নয়।'

'ঠিক।' শান্ত বলল— 'আমরা সবকিছুর প্রমাণ পেয়েছি কিন্তু কাউকে বলতে পারছি না। থানার ওসিকে বলবো তার উপায় নেই। বটেশ্বর তেড়ে আসবে। আমাদের বাবা-মাকে বললে তাঁরা উল্টে বটেশ্বরকে খবর দেবেন। এখন আমরা কী করবো?'

শান্তরা এসব কথা বলাবলি করছে তখনই পুকুরের উঁচু পাড়ের কাছ থেকে একজন ভদ্রলোক বললেন— 'খোকাখুকুরা, তোমাদের কথাবার্তায় মাছ সব পালিয়েছে।'

ধূলোবালির ওপর একজোড়া মোকাসিন জুতো।

শান্তরা তিনজনেই বেশ চমকে উঠল। ওরা ভাবতেও পারেনি পুকুরের উঁচু পাড়ের ওপাশে একজন ভদ্রলোক মাছ ধরছেন। ভদ্রলোক ওদের কাছে এলেন। ভদ্রলোক বেশ লম্বা-চওড়া। স্বাস্থ্যবান। পরনে সাদা পায়জামা পাঞ্জাবি। হাতে মাছ ধরার ছিপ। ভদ্রলোককে বেশ মিশুকে আর আলাপী মনে হলো। ভদ্রলোক বললেন— 'বুঝলে আমার হবিই হচ্ছে মাছ ধরা। সময় পেলেই আমি মাছ ধরে বেড়াই।' তারপর একটু থেমে বললেন— 'তোমাদের সব কথাবার্তা আমি শুনেছি।'

'মুশকিল হলো।' শেলী বলল— 'এসব গোপন খবর আমরা অনেক কষ্টে সংগ্রহ করেছি। আমরা হচ্ছি 'ত্রয়ী সত্যসন্ধানী'।'

'আমার কাজও অনেকটা ওরকম।' ভদ্রলোক বসতে বসতে বললেন।

'আপনি কে— মানে পরিচয় কী?' মোটু জিজ্ঞেস করল।

'ঐ তোমাদের মতোই আমি একজন। কোনো ঘটনার রহস্যভেদ করতে আমারও ভালো লাগে।' একটু থেমে বললেন— 'তোমাদের কথাবার্তা শুনে মনে হলো তোমরা একটা রহস্যের সমাধান করেছো। কিন্তু কাউকে বলতে পারছো না।'

'ঠিক।' তিনজনে প্রায় একসঙ্গে বলে উঠল।

মোটু বলল— 'গগনবাবুকে আপনি চেনেন?'

'ঠিক পরিচয় নেই তবে নাম শুনেছি।' ভদ্রলোক বললেন।

'দিন কয়েক আগে তাঁর লাইব্রেরি ঘরটা আগুনে পুড়ে গেছে।' মোটু বলল।

'হ্যাঁ, শুনেছি।' ভদ্রলোক বললেন।

'আমরা দুটো নিশ্চিত প্রমাণ পেয়েছি যে গগনবাবু নিজেই তাঁর লাইব্রেরি ঘরে আগুন লাগিয়েছেন।' মোটু বলল।

'ইন্টারেস্টিং—।' ভদ্রলোক বললেন— 'আমিও একটু আধটু সত্যসন্ধানীর কাজ করে থাকি। তোমরা আমাকে যা বলবে সব গোপন থাকবে। সমস্ত ব্যাপারটা আমাকে বুঝিয়ে বলোতো।'

শান্ত মোটু আর শেলীর দিকে তাকাল। আস্তে বলল— 'কী বলিস সব বলব?'

মোটু মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

শেলী বলল— 'বলেই ফ্যাল্। কিন্তু ওঁকে কথা দিতে হবে যে এসব উনি আর কাউকে বলবেন না।'

ভদ্রলোক হেসে বললেন— 'আমি তো আগেই কথা দিয়েছি।'

এবার শান্ত সমস্ত ঘটনা একে একে বলে গেল। যেখানটা বাদ পড়ে যাচ্ছিল মোটু আর শেলী সে জায়গাটা যোগ করে দিল। ভদ্রলোক মাঝে মাঝে দু'একটা ছোট ছোট প্রশ্ন করলেন— বাকিটুকু খুব মনোযোগ দিয়ে শুনে গেলেন। এরোপ্লেনের রহস্যটা মোটু সমাধান করেছে শুনে ভদ্রলোক মোটুর দিকে তাকিয়ে বললেন— 'সাবাস্ ছেলে।'

মোটু সলজ্জ হাসি হাসল।

সব শুনে ভদ্রলোক বললেন— 'তোমাদের বুদ্ধি, সাহস ও নিষ্ঠার প্রশংসা না করে

পারছি না। মনে হয়— আমি তোমাদের কিছু সাহায্য করতে পারবো।'

'কী করে?' শান্ত বলল।

'মানে— ব্যাপারটা হলো... ঐ সাহেব বুড়োকে পাকড়াতে হবে। ও সমস্ত ঘটনা দেখেছে। ও নিশ্চয়ই দেখেছে কী করে গগনবাবু তাঁর নিজের লাইব্রেরি ঘরে আগুন লাগিয়েছেন!' ভদ্রলোক বললেন।

'সাহেব বুড়োকে কি পাবেন? সে এখন কোথায় কে জানে! শেলী বলল।

'দেখি চেষ্টা করে।' ভদ্রলোক বললেন।

'কিন্তু অটযাওবাবু বটেশ্বর আমাদের কোনো কথাই শুনতে চাইবে না।' মোটু বলল।

'বটেশ্বর কে?' ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন।

'থানার একজন পুলিশ।'

'হুঁ— দেখি'— ভদ্রলোক বললেন— 'কালকে কি তোমাদের ছুটি?'

'হ্যাঁ, পরশুই তো সরস্বতী পুজো।' শেলী বলল।

'তাহলে এক কাজ করো—' ভদ্রলোক বললেন— 'সকাল দশটার সময় থানায় এসো। আমি ওখানে থাকবো।'

ভদ্রলোক আর কিছু বললেন না। উঠে দাঁড়িয়ে মাছ ধরার ছিপটা কাঁধে ফেলে চলে গেলেন।

মোটু বলল— 'তাহলে যাবি?'

শান্ত বলল— 'কেন যাবো না। দেখাই যাক না কী হয়।'

তিনজনে উঠল। ফেরার পথে শান্ত বলল— 'দেশলাইয়ের বাক্স, ছেঁড়া উল, জুতোর ছাপ, গগনবাবুর মোকাসিন জুতো সব নিয়ে যেতে হবে।'

মোটু ও শেলী ঘাড় নাড়াল। শান্ত দুঃখ করে বলল— 'শুধু ছেঁড়া উলের ক্লুটা কোনো কাজে লাগল না।'

পরদিন দশটা বাজার কয়েক মিনিট আগেই ওরা তিনজন থানায় পৌঁছল। দেখল আর কয়েকজন পুলিশের সঙ্গে বটেশ্বরও খুব ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে। বটেশ্বর ওদের দেখেই এগিয়ে এল। আশ্চর্য। কী ভদ্র ভঙ্গী বটেশ্বরের! গোঁফের ফাঁকে একটু হেসে বলল— 'তোমরা ভেতরে গিয়ে বসো।'

মোটু বলল— 'একজন ভদ্রলোক আমাদের এখানে আসতে বলেছেন।'

'হ্যাঁ, উনি এক্ষুনি আসবেন।' বটেশ্বর ভদ্রতা দেখিয়ে বলল।

একটু পরেই জাল লাগানো একটা কালো রঙের পুলিশের গাড়ি গেট দিয়ে ঢুকল। থানার সামনে মাঠমতো জায়গাটায় থামল। শান্তরা উৎসুক চোখে তাকাল। সেই ভদ্রলোক এলেন বোধহয়। কিন্তু না। গাড়ি থেকে নামল সাহেব বুড়ো। পেছনে একজন বন্দুক কাঁধে পুলিশ। ওরা তো অবাক। তাহলে সাহেব বুড়োকে ধরা গেছে।

সাহেব বুড়োকে ভেতরে এনে একটা বেঞ্চিতে বসানো হলো। শান্তরা শুনল সাহেব বুড়ো বিড় বিড় করে বলছে— 'আমি নির্বিবাদী মানুষ। আমি বাবা কোনো ঝামেলা ঝঞ্ঝাটে

pathagar.net

নাই। আমারে লইয়া টানাটানি ক্যান?'

শান্ত বলল— 'সাহেব বুড়ো।'

সাহেব বুড়ো তাকাল।

'আমাদের চিনতে পারো?' মোটু বলল।

সাহেব বুড়ো চোখ ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে দেখল। বলল— 'অ তোমরা? আমার পিছনে পুলুশ ল্যালাইয়া দিছিলা না?'

'তোমাকে একজোড়া বুটও দিয়েছিলাম?' শেলী বলল।

'হঃ, তা দিছিলা।' সাহেব বুড়ো ফোকলা দাঁতে হাসল।

ঠিক তখনই একটা জীপ থানার সামনের ছোট মাঠমতো জায়গাটায় থামল। শান্তরা আবার উৎসুক চোখে তাকাল। ঐ তো সেই মাছধরা ভদ্রলোক। এখন পরনে খাকি প্যান্ট শার্ট টুপি। ঝকঝকে পোশাক। কোমরে পিস্তল গোঁজা। সামনে ড্রাইভারের পাশে বসে আছেন।

ভদ্রলোক জীপ থেকে নামলেন। বটেশ্বর আর অন্য পুলিশরা স্যালুট করল। ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে শান্তদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন— 'তোমরা এসে গেছ?'

শান্তরা উঠে দাঁড়াল। শান্ত বলল— 'একটু আগেই এসেছি।'

ভদ্রলোক বললেন— 'বসো তোমরা।'

শান্তরা বসল। ভদ্রলোক ভেতরের ঘরে ঢুকে গেলেন।

কিছু সময় গেল। শান্তরা বসে আছে। ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে এল বটেশ্বর। ওদের কাছে এসে বলল— 'তোমরা এসো। ইন্সপেক্টার ডাকছেন।'

শান্তরা উঠে দাঁড়াল। শান্ত গলা নামিয়ে বলল— 'উনি কে?'

'উনি আই বি ইন্সপেক্টার রথীন মিত্র। জেলা সদর থেকে এসেছেন।' বটেশ্বর বলল। এবার বটেশ্বর সাহেব বুড়োকে ডাকল— 'তুমিও চলো।'

শান্তরা আর সাহেব বুড়ো ঘরের ভেতরে ঢুকল। ইন্সপেক্টার হাত বাড়িয়ে হেসে বললেন— 'বসো সবাই।' ওরা চেয়ারে বসল। সাহেব বুড়োকে বললেন— 'তুমিও বসো।'

ইন্সপেক্টার একটা সিগারেট ধরালেন। ডাকলেন— 'সাহেব বুড়ো?'

'আইজ্ঞা।'

'সেদিন দুপুর থেকে সন্ধ্যে রাত পর্যন্ত তুমি গগনবাবুর বাড়িতে বাগানে কাকে কাকে দেখেছিলে?'

সাহেব বুড়ো ভুরু কুঁচকে তাকাল। বলল— 'সব কইতাছি— কিন্তু আমারে জেলে ঢুকাইব্যান না তো!'

'তোমার কোন ভয় নেই।' ইন্সপেক্টার বললেন। তারপর গলা চড়িয়ে ডেকে বললেন— 'দোকান থেকে এক গ্লাস চা নিয়ে এসো তো।'

তারপর সাহেব বুড়ো যা বলল তা ওর বাঙাল ভাষা বাদ দিলে এরকম— 'আমি গগনবাবুর বাড়ির বাগানের লোহার কাঁটাতারের বেড়ার ওপাশে খাদের কাছে লুকিয়ে লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে শুয়ে বিশ্রাম করছিলাম। তখন আমি দেখলাম একজন লোককে গগনবাবু চাকরি থেকে তাড়িয়ে দিল। লোকটা চলে গেল।'

pathagar.net

এই জায়গাটা কাঁটাতারে আটকে গিয়েছিল। তুমি হ্যাঁচকা টান দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়েছিলে। কাঁটাতারে ছেঁড়া উল লেগে রইল। সেটাই পরে দেখেছো, পেয়েছো।'

শান্ত বুঝল— ইন্সপেক্টার সত্যিই একজন রহস্যসন্ধানী।

নকুলবাবু বেরিয়ে এলেন। বাইরের ঘরে ইন্সপেক্টারকে বসানো হলো। ইন্সপেক্টার শান্তদের দেখিয়ে বললেন— 'নকুলবাবু, এদের আর বকাবকি করবেন না। খুব বুদ্ধিমান-বুদ্ধিমতী আর সাহসী এরা। আমি গগনবাবুর লাইব্রেরি ঘরের পুড়ে যাওয়ার ব্যাপারটা নিয়েই তদন্ত করতে এসেছিলাম। এই ছেলেমেয়ে 'ত্রয়ী সত্যসন্ধানী' আমাকে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ ক্লু-এর সমাধান জানিয়েছিল। এতে আমার কাজটা অনেক সহজ হয়ে গিয়েছিল। আমি এদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। এরা দেশের গর্ব।'

ইন্সপেক্টার উঠলেন। নকুলবাবু বলে উঠলেন— 'এলেন— একটু মুখমিষ্টি—'

'উপায় নেই— রাত আটটার মধ্যে আমাকে লালবাজারে পৌঁছতে হবে। চলি।'

ইন্সপেক্টার জীপে উঠলেন। বটেশ্বর পেছনে বসে আছে। ইন্সপেক্টার শান্তদের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন— 'ত্রয়ী সত্যসন্ধানী' চলি তাহলে। আবার কোনো রহস্যের সমাধানের সময় আবার আমাদের দেখা হবে।'

ড্রাইভার জীপ স্টার্ট দিল। একটু ধুলো উড়িয়ে জীপ চলল।

শেষ